বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৭-১৮

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

প্রকাশ কাল	■	**অক্টোবর,২০১৮।**		
প্রকাশক	■	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।**		
উপদেষ্টা	■	**ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম, মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর**		
বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটি	■	ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (আরইটিসি)	ঃ	আহবায়ক
	■	শাহনাজ বেগম নীনা (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা)	ঃ	সদস্য
	■	দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (গবেষণা)	ঃ	সদস্য
	■	এস, এম, সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	ঃ	সদস্য
	■	তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ রশিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	ঃ	সদস্য
	■	মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক	ঃ	সদস্য সচিব
সমন্বয়ক	■	**ওমর ফারুক চৌধুরী** **প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন)** **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর**		
কম্পিউটার কম্পোজ	■	**মোঃ মাসুদ রানা, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর** **কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।**		
গ্রাফিক্স ডিজাইন	■	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর।**		
মুদ্রণ	■			
স্বত্ব	■	**কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।**		

ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম
মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। বাংলাদেশে গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের অন্যতম প্রধান উৎস কৃষি। দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার সেতু বন্ধন হিসেবে কৃষি আজও ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও কার্যকর। জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ১৪.৭৪% এবং দেশের মোট জনসংখ্যার ৪১% লোক কৃষি কাজে জড়িত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে দেশ আজ উন্নয়নের সকল সূচকে অগ্রগামী। এরই ধারাবাহিকতায় সরকারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কৃষি মন্ত্রণালয়ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং সময়পোযোগী উদ্ভাবনীমূলক যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষিতে প্রচলিত ও অপ্রচলিত অভিজ্ঞতা, কৃষি শিক্ষার আধুনিক জ্ঞান ও টেকসই উদ্ভাবনী বিপণন সংক্রান্ত উদ্যোগ কাজে লাগিয়ে কৃষি বিপণন ব্যবস্থা বাণিজ্যিকায়নের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের সোপানে পৌছে দেওয়ার এখন উপযুক্ত সময়। কৃষিপণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা খরপোষ কৃষি হতে বাণিজ্যিক কৃষিতে উত্তরণের পথে ধাবমান। উৎপাদন, মূল্য সংযোজন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে কৃষিকে সাফল্যের শিখরে উন্নীত করতে হবে। বর্তমানে দেশে উদ্ভাবনী ধারণায় কৃষিপণ্য বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠা ও মূল্য সংযোজন সংক্রান্ত কার্যক্রমে দেশীয় বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কৃষি বান্ধব বর্তমান সরকার কৃষককে তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করে ভোক্তা সাধারণের জন্য যৌক্তিক মূল্যে পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদানে বিভিন্নমূখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর উক্ত চ্যালেঞ্জিং কার্যক্রমের অন্যতম অংশীদার। পণ্যের যোগান ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখা, পরিকল্পিত উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন, কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার, দল ভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থার প্রচলন, দারিদ্র বিমোচন, ফসলের সংগ্রহত্তোর অপচয় হ্রাস এবং কৃষক ও ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রেখে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ ও পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে, পণ্য সংরক্ষণাগার স্থাপন, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়তায় রাজধানীসহ ৬৪টি জেলা হতে সংগৃহীত কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত তথ্যাদি ব্যবহারকারীদের নিকট সহজলভ্য করার নিমিত্ত তা রেডিও, টিভি এবং ওয়েব-সাইটের (www.dam.gov.bd) মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। মোবাইল এ্যাপস-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ বাজারসমূহে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বাজার তথ্য মাঠ পর্যায়ের সুবিধাভোগীদের জন্য আরো সহজপ্রাপ্য করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উৎপাদক ও ক্রেতা সাধারণের মধ্যে স্থিতিশীল সংযোগ স্থাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের আপদকালীন বিক্রি রোধকল্পে শস্য জমার বিপরীতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানসহ কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে ঋণ সহায়তা প্রদানে অধিদপ্তরের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। তাছাড়া কৃষি ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা হয়েছে যা গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতি, কৃষিপণ্য সাপ্লাই চেইন-এর (Agriculture Produce Supply Chain) আন্তর্জাতিকায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনসহ খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিপণন কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও গতিশীল করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে অত্র অধিদপ্তরের কর্মপরিধি বিস্তার ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন আনার প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তর আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে বলে আশা করি।

কৃষি বিপণন বিষয়ক কর্মকান্ড নিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮" প্রকাশ করতে যাচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে যা কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক, নীতিনির্ধারক, ছাত্র-শিক্ষকসহ সব শ্রেণির মানুষের চাহিদা মেটাবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তথ্য, উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন এবং যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই প্রকাশনা বাস্তবে রুপ নিয়েছে তাদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব)
উপ-পরিচালক (আরইটিসি)

সম্পাদকীয়

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল কৃষি। GDP-তে কৃষির অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের অর্থনীতি চাঙ্গা রেখেছে কৃষি খাত। বাংলাদেশের কৃষিতে এসেছে নানা বৈচিত্র্য। কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঘটেছে বিপ্লব। এ সকল কৃষিজ উৎপাদন আমাদের মোট চাহিদার প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে। উৎপাদন অনেকগুণ বেড়েছে, কিন্তু কৃষকের মুখে হাসি নেই। কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা খুবই অস্থিতিশীল। একদিকে কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। অন্যদিকে ভোক্তাদের পণ্য কিনতে হচ্ছে বেশী দামে। ভোক্তা এবং উৎপাদক কেউ খুশি নন। উৎপাদক ব্যবসায়ী ও ভোক্তার সন্তোষ্টির লক্ষ্যে টেকসই বাজার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এখানেই আমাদের অনেক কাজ করতে হবে।

Digital বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে উন্নয়নের মহাসড়কে। উন্নয়নের এ ধারা অব্যাহত রাখতে জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির অবদান বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থায় আনতে হবে অনেক উদ্ভাবনী কার্যক্রম। যার ফলে কৃষকরা পাবে ন্যায্য মূল্য এবং ভোক্তারা পাবে যৌক্তিক মূল্যে পণ্য।

বাংলাদেশের কৃষি সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য ব্যবসার প্রবণতা হল-হুজুগে কোন একটা নিদিষ্ট ব্যবসায় এক সাথে অনেক লোকের ঝাপিয়ে পরা। যার ফলস্বরূপ দেখা দেয় চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন এবং বাজারমূল্য নিম্নমুখী হওয়া এবং এর অবসম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে ন্যায্য মূল্য না পাওয়া। আমাদের উৎপাদন নীতিমালা হওয়া উচিৎ Need Base এবং Area Base। চাহিদা ভিত্তিক উৎপাদন করতে হবে এবং যে এলাকায় যে ফসল ভাল হয় সে এলাকায় সেই ফসলই উৎপাদন করা উচিৎ। আমাদের কৃষি শ্রমিকের অভাব এখন চরমে, এটা মোকাবেলা করতে হবে কৃষি যান্ত্রীকিকরণের মাধ্যমে। উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার উপায় উদ্ভাবন করতে হবে এবং পণ্য পরিবহন ব্যয় কিভাবে কমান যায় তার উপায় বের করতে হবে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সাপ্লাই চেইন, ভ্যালু চেইন, মার্কেট লিংকেজ, পণ্য পরিবহন, কৃষি বিপণন দল গঠন, যৌক্তিক মূল্য নির্ণয়, অবাধ বাজার তথ্য, মূল্য প্রক্ষেপণ, চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, গ্রুপ মার্কেটিং, কুল চেম্বার সুবিধা, ফ্রেশকাট, কৃষিপণ্যের বহুমূখী ব্যবহারসহ ৩২টি সেবার মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছে ।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ০৯টি শাখা এবং ৪টি প্রকল্প/কর্মসূচীর মাধ্যমে সম্পাদিত বিভিন্ন কার্যক্রম এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ সহযোগীতা করেছে, তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মহাপরিচালক ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম মহোদয়ের কাছে, যার সার্বিক নির্দেশনায় এবং পরামর্শে বার্ষিক প্রতিবেদন সমৃদ্ধ হয়েছে। সর্বোপরি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরলস প্রচেষ্টায় বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। এপ্রেক্ষিতে সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বার্ষিক প্রতিবেদন সম্পাদনা পরিষদ

	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	উপদেষ্টা
	ইকবাল হোসেন চাকলাদার (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (আরইটিসি) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	আহবায়ক
	শাহনাজ বেগম নীনা (উপ-সচিব) উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
	দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (গবেষণা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
	এস, এম, সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
	তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক (বাজার নিয়ন্ত্রণ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
	মোঃ রশিদুল ইসলাম সহকারী পরিচালক (গবেষণা শাখা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য
	মোঃ মজিবর রহমান সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সদস্য সচিব
	ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা।	সমন্বয়ক

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের পরিচিতি	**১১-১৬**
অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট	
ভিশন	
মিশন	
অধিদপ্তরের কার্যাবলী	
সিটিজেন চার্টার	
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	
অধিদপ্তরের বিগত দপ্তর প্রধানগণের নাম	
অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবাসমূহ	**১৯-২৪**
বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি	
শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান	
বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা	
সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা	
ই-বিপণন সেবা	
কৃষক বিপণন দল গঠন	
কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন	
মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা	
বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম	
লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ	**২৭-২৯**
অধিদপ্তরের কার্যক্রম	**৩৩-৮৫**
সদর দপ্তর	**৩৩-৭৪**
প্রশাসন ও হিসাব শাখা	
বাজার সংযোগ শাখা	
নীতি ও পরিকল্পনা শাখা	
কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা	
প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা	
বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ শাখা	
গবেষণা শাখা	
শস্য গুদাম ব্যবস্থাপনা	
আইসিটি সেল	

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
বিভাগীয় কার্যক্রম	**৭৫-৮৫**
ঢাকা বিভাগ	
চট্টগ্রাম বিভাগ	
রাজশাহী বিভাগ	
খুলনা বিভাগ	
সিলেট বিভাগ	
বরিশাল বিভাগ	
রংপুর বিভাগ	
অধিদপ্তরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও কর্মসূচী সংক্রান্ত কার্যক্রম	**৮৯-৯৩**
সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ)	
বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী	
ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী	
অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী	
কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বাজেট (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)	**৯৭-৯৮**
অধিদপ্তরের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা	**১০১-১০২**
উল্লেখযোগ্য কৃষিপণ্যের বিপণন চিত্র	**১০৫-১১৮**
মানচিত্রে অধিদপ্তরের অবকাঠামো	**১২০-১২৪**
ফটো গ্যালারী	**১২৭-১৩২**

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের
পরিচিতি

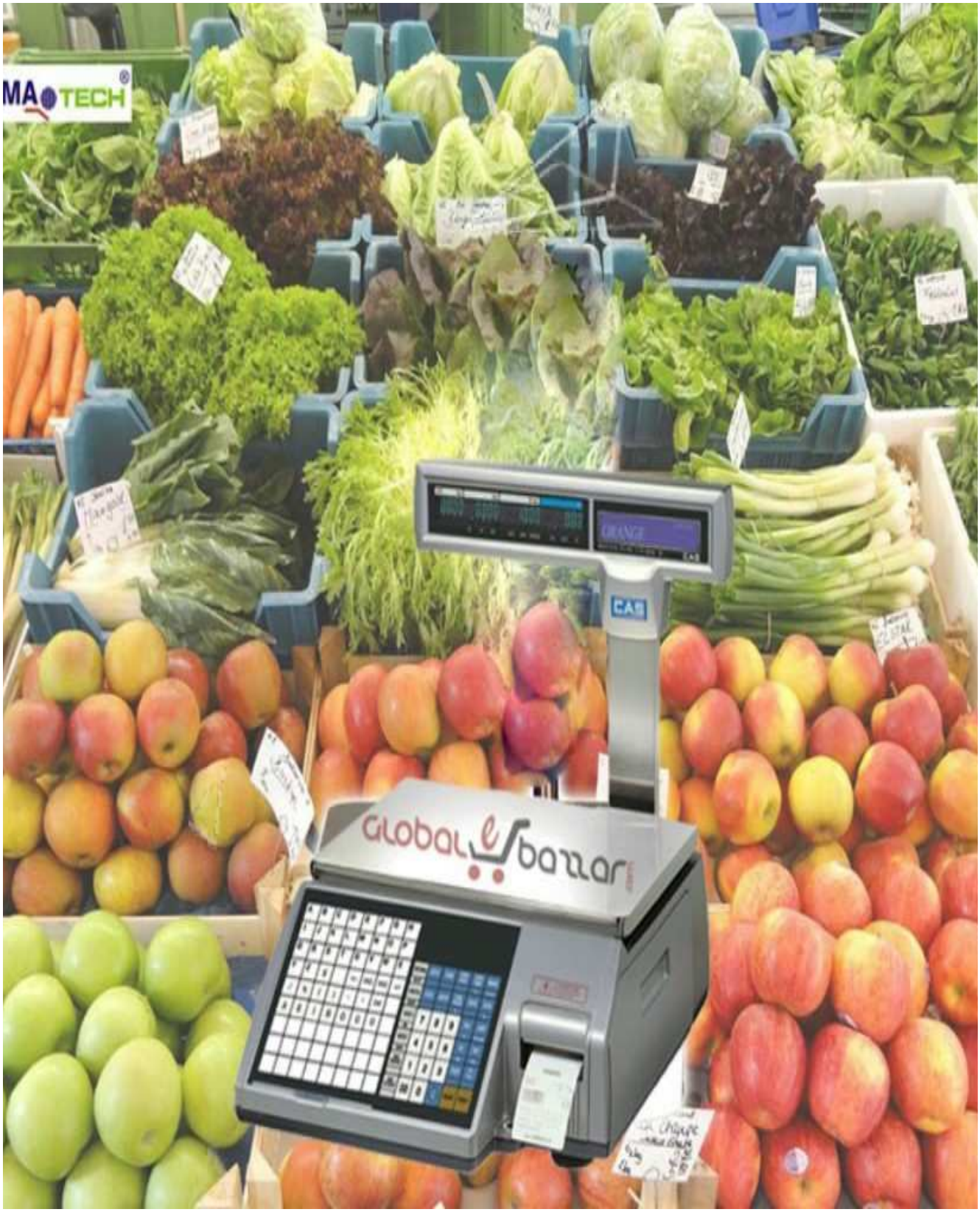
MA TECH
CAS
Global bazzar

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপট ঃ

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কার্যকর কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। এই সত্য উপলব্ধি করে ১৯২৮ সালে তৎকালীন রয়েল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এই উপমহাদেশে সরকারীভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রম এর সূচনা হয়।

তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং কৃষিখাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত, দক্ষ ও বাজারমূখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করা যা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মুল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশন ঃ

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

মিশন ঃ

- কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্যের আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা।
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী ঃ

- সকল কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা বাজার দর, সরবরাহ, চলাচল ও মজুদের তথ্য দৈনিক ও সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংগ্রহ করা এবং বুলেটিনের মাধ্যমে তা বেতার ও দৈনিক পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রচার করা।

- কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে তা স্থিতিশীল করার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান করা।
- ব্যবসায়ী এবং পরিবহন সংস্থার সহযোগীতায় কৃষিপণ্য বিশেষ করে পঁচনশীল কৃষিপণ্য উদ্বৃত্ত এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় প্রেরণের জন্য কৃষক দলকে সংঘটিত করা।
- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য নতুন/নিবিড় উৎপাদন এলাকায় পরিবহন এবং বিক্রয়ের জন্য সংগঠিত করা।
- ১৯৬৪ সালের (সংশোধিত,১৯৮৫) কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ প্রয়োগ।
- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা পরিচালনার মাধ্যমে বিপণন সমস্যা চিহ্নিত করা এবং বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের পরামর্শ প্রদান।
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজারসমূহে পর্যাপ্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় পূর্বক প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমূখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরূপণ, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপণ ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ করা।
- কৃষিপণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারদর পরিবীক্ষণ পূর্বক আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান।
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা প্রদান।
- মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির সন্মুখীন না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে সারাদেশে তা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
- কৃষিপণ্যের মান উন্নয়ন, প্রমিতকরণ, গ্রেডিং ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ঃ

(ক) নাগরিক সেবা ঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম পদবী, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**বাজার তথ্য সরবরাহ/ অনলাইনে প্রকাশ**	দৈনিক মাঠ পর্যায় থেকে ❖ তথ্য সংগ্রহ ❖ সংকলন ও ❖ প্রকাশ	❖ আবেদন পত্র ❖ বাজার তথ্য শাখা সদর দপ্তর ও জেলা অফিস ❖ ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (এমআই) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোঃ ০১৭২৭৩০৭০৬৪ dd_mis@dam.gov.bd এবং জেলা মার্কেটিং অফিস www.dam.gov.bd
		সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মাঠ পর্যায় থেকে ❖ **তথ্য সংগ্রহ** ❖ **সংকলন ও** ❖ **প্রকাশ**	❖ বাজার তথ্য শাখা সদর দপ্তর ও জেলা অফিস ❖ ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	
		মৌসুমী ফসলের ❖ **তথ্য সংগ্রহ** ❖ **সংকলন ও** ❖ **প্রকাশ**	❖ আবেদন পত্র ❖ বাজার তথ্য শাখা সদর দপ্তর ও জেলা অফিস ❖ ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	
২।	**বাজার কারবারীদের লাইসেন্স প্রদান/ নবায়ন**	❖ **লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন**	❖ নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র ❖ ট্রেড লাইসেন্স ❖ জাতীয় পরিচয় পত্র ❖ জেলা মার্কেটিং অফিস www.dam.gov.bd	**নতুন/নবায়ন লাইসেন্স ফিঃ** ❖ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে বাৎসরিক পাইকারী ব্যবসায়ী/আড়ৎদার অথবা মজুদদার-৫০০/- ❖ কমিশন এজেন্ট, দালাল ও গুদামজাতকারী-৪০০/- ❖ কয়াল, পরিমাপকারী নমুনা যাচাইকারী যাচনদার অথবা শ্রেণী বিন্যাসকারী-১০০/-	০৫ কর্ম দিবসের মধ্যে	জেলা মার্কেটিং অফিসার (সকল) www.dam.gov.bd
৩।	**হিমাগারে আলু সংরক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য**	**দেশের সকল হিমাগারে আলু সংরক্ষণ ও খালাসের** ❖ **তথ্য সংগ্রহ** ❖ **সংকলন ও** ❖ প্রকাশ	গবেষণা শাখা,সদর দপ্তর ও সংশ্লিষ্ট জেলা অফিস	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	মোসাঃ ইসরাত জাহান গবেষণা কর্মকর্তা-৫ ফোনঃ ০২-৯১১৬৮৯৪ মোবাইলঃ ০১৭১১-৭৩৩২৫১ ro-reseatch5@dam.gov.bd এবং সংশ্লিষ্ট জেলা মার্কেটিং অফিস
৪।	**ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দানাদার শষ্য গুদামজাতকরণ সুবিধা প্রদান**	❖ অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধে গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ব্যাংক হতে ঋণ সহায়তা	❖ নির্ধারিত ফরমে আবেদন ❖ সভাপতি, সংশ্লিষ্ট গুদাম কমিটি, মাঠ কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক	কুইন্টাল প্রতি ১০ (দশ) টাকা ভাড়া	শস্য জমা রাখার পরবর্তী ০৯ মাস	সংশ্লিষ্ট জেলার মাঠ কর্মকর্তা ও বাজার কর্মকর্তা www.dam.gov.bd
৫।	**কৃষক বিপণন দলভুক্ত কৃষকের পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন ও কুল চেইন সুবিধা প্রদান**	❖ কৃষিপণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন, বিপণন ও কুল চেইন সুবিধা	❖ সংশ্লিষ্ট জেলার মাঠ কর্মকর্তা/ জেলা বাজার কর্মকর্তা/ ম্যানেজার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা	সরকার নির্ধারিত মূল্য www.dam.gov.bd	০২ কর্ম দিবসের মধ্যে	সংশ্লিষ্ট জেলার মাঠ কর্মকর্তা/জেলা বাজার কর্মকর্তা/ম্যানেজার, সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী, ঢাকা www.dam.gov.bd
৬।	**কল সেন্টার**	❖ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার দর ও বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ	কৃষি কল সেন্টার **১৬১২৩**	প্রতি মিনিট ২৫ পয়সা (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত)	অফিস চলাকালীন সময়	জি, এম, মহিউদ্দিন সহকারী পরিচালক ফোনঃ ০২-৫৮১৫৩৮৫৬ মোবাইলঃ ০১৯১৫-৯৯২৭৭৩ admidam315@gmail.com

(খ) দাপ্তরিক সেবা ঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম পদবী, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	**বাজারদর তথ্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সরবরাহ**	**দৈনিক মাঠ পর্যায় থেকে** ❖ **তথ্য সংগ্রহ** ❖ **সংকলন ও** ❖ **প্রকাশ**	❖ বাজার তথ্য শাখা সদর দপ্তর ও জেলা অফিস ❖ ওয়েব সাইট	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (এমআই) ফোনঃ ০২-৯১১৩০৫৯ মোঃ ০১৭২৭৩০৭০৬৪ dd-mis@dam.gov.bd এবং জেলা মার্কেটিং অফিস www.dam.gov.bd
		সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মাঠ পর্যায় থেকে ❖ **তথ্য সংগ্রহ** ❖ **সংকলন ও** ❖ **প্রকাশ**	❖ বাজার তথ্য শাখা সদর দপ্তর ও জেলা অফিস ❖ ওয়েব সাইটে	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	
		মৌসুমী ফসলের ❖ **তথ্য সংগ্রহ** ❖ **সংকলন ও** ❖ **প্রকাশ**	❖ বাজার তথ্য শাখা সদর দপ্তর ও জেলা অফিস ❖ ওয়েব সাইটে	বিনামূল্যে	দুপুর ১২:০০ হতে বিকাল ৪:০০ টা পর্যন্ত	

(গ) দাপ্তরিক সেবা ঃ

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম পদবী, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বেতন গ্রেড ১১ থেকে ২০ পর্যন্ত শূন্য পদে জনবল নিয়োগ	❖ শূন্য পদানুযায়ী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ❖ যোগ্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ কার্ড প্রেরণ ❖ লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ ❖ চূড়ান্ত মনোনীত প্রার্থীদের ফলাফল ওয়েব সাইটে প্রকাশ ❖ নিয়োগ পত্র জারী, ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও ডাক মারফৎ	ছবি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ফরমে আবেদন	নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত ফি	সর্বোচ্চ ০৪ মাস	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম মহাপরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ০২-৯১১৪৩১০ dg@dam.gov.bd
২।	জিপিএফ অগ্রিম মঞ্জুরী	❖ মঞ্জুরীপত্র জারী	❖ জিপিএফ এর ব্যালেন্স সীট ❖ অধিদপ্তরের হিসাব শাখা	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে	এস, এম, সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ০২-৯১১৪৭৬৫ ad_admin@dam.gov.bd
৩।	অর্জিত ছুটি/শ্রান্তি বিনোদন ছুটি	❖ মঞ্জুরীপত্র জারী	❖ ছুটির আবেদন পত্র ❖ ছুটি প্রাপ্তির হিসাব ❖ অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ০৩ কর্মদিবসের মধ্যে	এস, এম, সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ০২-৯১১৪৭৬৫ ad_admin@dam.gov.bd

ক্রঃ নং	সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য এবং পরিশোধ পদ্ধতি	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (নাম পদবী, ফোন ও ই-মেইল)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
৪।	পেনশন মঞ্জুর	❖ মঞ্জুরীপত্র জারী	❖ নির্ধারিত পেনশন আবেদন ফরম ❖ পাসপোর্ট সাইজ ছবি ❖ পিআরএল মঞ্জুরীর আদেশ ❖ প্রাপ্য পেনশনের উত্তরাধিকারী ঘোষণাপত্র ❖ নমুনা স্বাক্ষর ও হাতের পাঁচ আংগুলের ছাপ ❖ প্রত্যাশিত শেষ বেতন সনদ ❖ এস,এস,সি সার্টিফিকেট ❖ দায়িত্ব হস্তান্তরের কপি ❖ সরকারী বাসায় বসবাস না করার প্রত্যয়ন পত্র ❖ আনুগত্য সনদপত্র ❖ নাগরিকত্ব সনদপত্র ❖ না-দাবী সনদপত্র ❖ অঙ্গীকারনামা ❖ অডিট প্রত্যয়ন পত্র ❖ চাকুরীর বিবরণী।	বিনামূল্যে	আবেদন পত্র প্রাপ্তির ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে	এস, এম, সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ফোনঃ ০২-৯১১৪৭৬৫ ad_admin@dam.gov.bd

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো ঃ

সংস্থার নাম	পদের ক্যাটাগরি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	(ক) ১ম শ্রেণি স্থায়ী ক্যাডার (এলআর ব্যতীত)	৯১	২৬	৬৫
	নন-ক্যাডার	২৭	১৫	১২
	উপ-মোট ১ম শ্রেণি=	১১৮	৪১	৭৭
	(খ) ২য় শ্রেণি মোট	৪৫	০০	৪৫
	(গ) ৩য় শ্রেণি মোট	৩৫৮	২২২	১৩৬
	(ঘ) ৪র্থ শ্রেণি মোট	৩৪৮	১৭৫	১৭৩
	(ক+খ+গ+ঘ) সর্বমোট =	৮৬৯	৪৩৮	৪৩১

অধিদপ্তর প্রধানগণের নামের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	অধিদপ্তর প্রধানগণ	পদবী	মেয়াদ
১	জনাব টি হোসেন, টিকিউএ	পরিচালক	০১-০১-১৯৬১ হতে ০৮-০১-১৯৭০
২	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	০৯-০১-১৯৭০ হতে ০৩-১১-১৯৭৭
৩	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০৪-১১-১৯৭৭ হতে ১১-০১-১৯৮২
৪	জনাব কাজী মজির উদ্দিন	পরিচালক	১২-০১-১৯৮২ হতে ৩০-০৩-১৯৮৭
৫	জনাব মোঃ সুজাউদ্দৌলা	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৩১-০৩-১৯৮৭ হতে ৩১-১২-১৯৮৭
৬	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন শিকদার	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০১-১৯৮৮ হতে ৩১-০৬-১৯৮৮
৭	জনাব এ, কে, এম, বজলুর রহমান	পরিচালক	০১-০৭-১৯৮৮ হতে ৩১-০৩-১৯৯১
৮	জনাব দবির উদ্দিন আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯১ হতে ৩১-০৩-১৯৯৩
৯	জনাব আতিকুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	০১-০৪-১৯৯৩ হতে ২৮-০১-১৯৯৪
১০	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৯-০১-১৯৯৪ হতে ২৭-০১-১৯৯৭
১১	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৮-০১-১৯৯৭ হতে ২৪-০৮-২০০৪
১২	জনাব সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)	২৫-০৮-২০০৪ হতে ৩০-১০-২০০৮
১৩	জনাব ড. এম, এ মোমেন	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	০১-১১-২০০৮ হতে ১০-০১-২০০৯
১৪	জনাব আকমল হোসেন আজাদ	পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)(অতিঃ দাঃ)	১১-০১-২০০৯ হতে ১৫-০২-২০০৯
১৫	জনাব এ, জেড এম শফিকুল ইসলাম	পরিচালক (অতিঃ সচিব) (অতিঃ দাঃ)	১৬-০২-২০০৯ হতে ০২-০৫-২০০৯
১৬	জনাব মোঃ মাহ্ফুজ-উল-আলম	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৩-০৫-২০০৯ হতে ২৪-১১-২০১০
১৭	জনাব মোঃ মমিনুল হক	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	২৪-১১-২০১০ হতে ২৮-০৪-২০১১
১৮	জনাব মোঃ জহির উদ্দিন আহমেদ (এনডিসি)	পরিচালক (অতিঃ সচিব) (অতিঃ দাঃ)	২৮-০৪-২০১১ হতে ০৮-০৫-২০১১
১৯	জনাব ছিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০৮-০৫-২০১১ হতে ০৬-০২-২০১২
২০	জনাব মোহাম্মদ আজহারুল হক	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	১৫-০৩-২০১২ হতে ০২-০৪-২০১২
২১	জনাব আবদুলাহ আল মোহসীন চৌধুরী	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	০২-০৪-২০১২ হতে ০১-০৪-২০১৪
২২	জনাব কাজী ওবায়দুর রহমান	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) (অতিঃ দাঃ)	০১-০৪-২০১৪ হতে ২৯-০৫-২০১৪
২৩	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	পরিচালক (যুগ্ম-সচিব)	২৯-০৫-২০১৪ হতে ৩০-০৯-২০১৫
২৪	জনাব মোঃ মাহবুব আহমেদ	মহাপরিচালক	০১-১০-২০১৫ হতে ২৭-০৯-২০১৮
২৫	ড. মোছাম্মাৎ নাজমানারা খানুম	মহাপরিচালক	২৭-০৯-২০১৮ হতে অদ্যাবধি

অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবাসমূহ

(১) বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি ঃ

কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণের সহজে বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন (সমাপ্ত) প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে গ্রোয়ার্স, পাইকারী, সেন্ট্রাল মার্কেট, এসেম্বল সেন্টার ইত্যাদি নির্মাণ করা হয়। এ সকল বাজার অবকাঠামোসমূহ রাজধানী ঢাকা, জেলা সদর এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত। এসকল বাজার অবকাঠামো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় কমিটি কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তরাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের বিভিন্ন ধরণের বিপণন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- ওপেন স্পেসে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/বাজারকারবারীদের জন্য বিপণন কার্যক্রম সম্পাদনের সুযোগ সৃষ্টি ;
- মহিলা কর্নারে মহিলাদের বিপণন সুবিধা প্রদান ;
- দলগত বিপণনের সুবিধার্থে কৃষক বিপণন গ্রুপ/ব্যবসায়ী/অন্যান্য গ্রুপের সভা আয়োজনের জন্য অফিস কক্ষ ব্যবহারের সুবিধা প্রদান ;
- বাজারে অবস্থিত গুদামে অবিক্রিত পণ্য সংরক্ষরণের সুবিধা প্রদান ;
- বাজারে অবস্থিত দোকানের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার সুবিধা প্রদান।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন বিপণন অবকাঠামো ব্যবহারের বিষয়ে বিদ্যমান নীতিমালার অধীনে আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ/বাজারকারবারীগণ সংশ্লিষ্ট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে বিদ্যমান স্পেস/দোকান/সংরক্ষণ গুদাম বরাদ্দ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন।

(২) শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষক এবং ভূমিহীন ও বর্গাচাষীদের উৎপাদিত শস্য সংরক্ষণ সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের ২৭টি জেলার ৫৬টি উপজেলায় অবস্থিত ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- নির্ধারিত গুদামসমূহে এলাকার সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী তাদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণ করতে পারেন ;
- সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কৃষক/ভূমিহীন/বর্গাচাষী নির্ধারিত ব্যাংক শাখা হতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। গুদামের আওতাধীন তালিকাভূক্ত কৃষকগণ গুদাম পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গুদামে শস্য জমা রাখতে পারেন।

(৩) বাজার সংযোগ সম্পর্কিত সেবা ঃ

কৃষক/উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটে বিক্রির লক্ষ্যে বাজারকারবারীদের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে এ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- ভোক্তা/টার্মিনাল মার্কেট/সুপার মার্কেটের বাজারকারবারীদের সরাসরি সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সভা আয়োজন এবং চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান ;
- বাজারকারবারীগণের সাথে উৎপাদক/উদ্যোক্তা/কৃষক বিপণন দল এর সাথে সংযোগ স্থাপনে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন অবকাঠামো/লজিস্টিক ব্যবহারের সুযোগ প্রদান ;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে বিনামূল্যে বাজার সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া অধিদপ্তরের আওতাধীন অবকাঠামো/লজিস্টিকের সংশ্লিষ্ট ব্যবহার নীতিমালার আলোকে নির্ধারিত ভাড়া/সার্ভিস চার্জ প্রদান সাপেক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৪) সাপ্লাই চেইন সম্পর্কিত সেবা ঃ

বিভিন্ন কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নের লক্ষ্যে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন ধরণের লজিস্টিক ব্যবহারে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় সংগৃহীত এ সকল লজিস্টিক কৃষিপণ্যের সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ সকল লজিস্টিক এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদানকৃত সেবা ঃ

- কূলভ্যান ও ট্রাকের মাধ্যমে পরিবহন সুবিধা প্রদান ;
- কৃষিপণ্য সংরক্ষণের নিমিত্ত কুল চেম্বার সুবিধা প্রদান ;
- কৃষক গ্রুপের জন্য স্বল্প দূরত্বে পরিবহনের জন্য ভ্যান প্রদান ;
- পণ্যের সঠিক ওজন পরিমাপের জন্য ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র প্রদান ;
- পণ্য পরিবহন/প্যাকেজিং এর জন্য প্লাস্টিক ক্যারেট সুবিধা প্রদান ;
- ভারী পণ্য স্থানান্তরের জন্য এ্যাসেম্বল সেন্টারে ক্রেনের ব্যবহার ;

সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ঃ

অধিদপ্তরের আওতাধীন লজিস্টিকের ব্যবহারের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। আগ্রহী কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে নির্ধারিত হারে ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্য পরিবহণের জন্য কুলভ্যান,ট্রাক এবং পণ্য সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার ভাড়া নিতে পারবেন। এছাড়া বাজারে স্থাপিত ডিজিটাল ওজন পরিমাপক যন্ত্র ও প্লাষ্টিক ক্যারেট বিনামূল্যে ব্যবহার করতে পারবেন।

(৫) ই-বিপণন সেবা ঃ

বিশ্বব্যাপী কৃষি ক্ষেত্রে ICT-এর প্রয়োগ ও প্রসারের মাধ্যমে e-agriculture, e-marketing, e-commerce, e-trading, virtual market-প্রভৃতি পদ্ধতির উন্মেষ ঘটছে। বিশেষ করে সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থাপনা ও commodity exchange-এর উন্নয়ন ও প্রসারে ICT-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরণের তথ্য সেবার পাশাপাশি ই-বিপণন সেবা প্রদানের মাধ্যমে কৃষকগণ মধ্যস্থ বাজার কারবারীগণকে এড়িয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেন।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- ইন্টারনেট ও মোবাইলের মাধামে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের দেশব্যাপী বাজারদর সংগ্রহ ও প্রচার করা;
- www.dam.gov.bd-ওয়েব-সাইট এর মাধ্যমে কৃষি বিপণন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি প্রচার করা হয়।

- কৃষি বাজার অবকাঠামোগত তথ্য সেবা প্রদান করা হয়।
- ইন্টারনেট ভিত্তিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-বিপণন সেবা যেখানে কৃষকগণ বিনামূল্যে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিষয়ক তথ্য ক্রেতা সাধারণের জন্য প্রদর্শন করতে পারবেন এবং ক্রেতাগণও তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরাসরি কৃষক ভাইদের সাথে যোগাযোগ করে ক্রয়কার্য সম্পাদন করতে পারেন।
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বাজারে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- কম্পিউটার, মোবাইল ও ট্যাবের মাধ্যমে যে কেউ কৃষিপণ্যের বাজারদর বিষয়ক তথ্য বিনামূল্যে পেতে পারেন;
- যে কোন কৃষিপণ্যের বাজারদর নিয়মিতভাবে জানার জন্য অত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট জেলা অফিসের মাধ্যমে push service-গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারেন;
- ই-বিপণন সেবা গ্রহণের জন্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট এ (www.dam.gov.bd) ব্রাউজ করে registration-এর জন্য বিনামূল্যে আবেদন করতে পারেন।

(৬) কৃষক বিপণন দল গঠন ঃ

দরিদ্র জনগোষ্ঠির দেশ বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই ক্ষুদ্র ও মাঝারী ধরণের যে কারণে তাদের নিজস্ব উৎপাদিত স্বল্প পরিমাণের কৃষিপণ্য বড় বাজারসমূহে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই লাভজনক হয় না। অন্যদিকে কৃষি উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রেও ছোট কৃষকগণের বিভিন্ন খাতে খরচের হারসমূহ বড় কৃষকের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের উপায় হিসেবে দল ভিত্তিক বিপণনে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষক দল গঠন।
- কৃষক/উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারী প্রশিক্ষণ।
- লজিস্টিক সাপোর্ট।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামোসমূহে প্রবেশে এবং বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- নির্বাচিত এলাকায় দলভিত্তিক বিপণনের সুফল সম্পর্কে অবহিতকরণ, প্রচারণা, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠান।
- অধিদপ্তর কর্তৃক আগ্রহী কৃষক বাছাই, দল গঠন এবং সহযোগিতা প্রদান।
- যে কোন এলাকায় কৃষকগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলভিত্তিক বিপণনে আগ্রহ প্রকাশ করলে অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।
- এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক ভাইদের কোন বাড়তি খরচ বহন করতে হয় না।

(৭) কৃষি ব্যবসায় ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঃ

বাংলাদেশের কৃষি আজ ধীরে-ধীরে বাজারমুখী কৃষিতে রুপান্তরিত হচ্ছে এবং অন্যান্য খাতের সাথে তাল মিলিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ বৃদ্ধির অপার সম্ভাবনা উম্মোচিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি ব্যবসা ও কৃষি উদ্যোক্তা উন্নয়নে অত্র অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। এর আওতায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন ধরণের সেবা ও সহযোগীতা দেয়া হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে পরামর্শ ও গবেষণা ধর্মী সেবা।
- কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে অবহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারণা ও প্রণোদনা।
- আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে সফল কৃষি ব্যবসায় এবং উদ্যোক্তাগণের কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য সহযোগীতা।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের সহযোগী এনজিও এর মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি ব্যবসা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ক বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের জন্য কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী বা উদ্যোক্তাগণকে কোন আর্থিক খরচ বহন করতে হয় না।
- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় আগ্রহী কৃষক, কৃষি ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন সফল উদ্যোগ ও কার্যক্রম পরিদর্শন করানো হয়।
- স্ব-প্রণোদিত হয়ে কৃষি ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাগণ পরামর্শ সেবা চাইলে তা প্রদান করা হয়।

(৮) মূল্য সংযোজন সহায়ক সেবা ঃ

কৃষিখাতের উন্নয়নের সাথে-সাথে বিশ্বায়ন এবং ভোক্তাগণের জীবনমান ও খাদ্যাভ্যাসের ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে কৃষি ও প্রাণীজ পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম সর্বত্রই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের কৃষিখাতেও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই কার্যক্রমকে উৎসাহ এবং সহযোগিতা প্রদানের জন্য অত্র অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- বিভিন্ন প্রকল্প সহায়তায় শস্য উৎপাদনকারী গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় স্থাপনকৃত প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টার এর মাধ্যমে পণ্যের প্রক্রিয়াজাত এবং মূল্য সংযোজনী সম্পর্কিত প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রসেসিং-কাম-ট্রেনিং সেন্টারসমূহের সুবিধাসমূহ উদ্যোক্তা বা আগ্রহী কৃষকগণ নির্দিষ্ট নমুনা পণ্য (Sample Product) তৈরীর ব্যাপারে ব্যবহার করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- অধিদপ্তর সারা বছর ব্যাপী সময়ে-সময়ে নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক প্রয়োগিক প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে যেখানে আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ বিনা খরচে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন।
- আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তা, কৃষি ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে দলবদ্ধভাবে আবেদন করলে অধিদপ্তর সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়ে থাকে।
- সংশ্লিষ্ট সেন্টারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত হারে ফি প্রদান সাপেক্ষে প্রসেসিং -কাম-ট্রেনিং সেন্টারের সুবিধাদি ব্যবহার করতে পারেন।

(৯) বিপণন সহায়ক ঋণ কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিপণন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্নরুপ ০২(দুই) ধরণের ঋণ সুবিধা বিদ্যমানঃ

(০১) কৃষি ব্যবসা উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ ঃ

সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অধীনে গঠিত রিভলভিং ফান্ডের আওতায় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তা করার নিমিত্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- কৃষি ব্যবসা কার্যক্রমকে সহায়তার নিমিত্ত ঋণ প্রদান ;
- ঋণের পরিমাণ ৩৫,০০০/- হতে ৩,৫০,০০০/- টাকা ;
- ঋণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ০৩(তিন) বছর ;
- গ্রেস পিরিয়ড সর্বোচ্চ ০৩(তিন) মাস ;
- সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক ঋণ গ্রহিতা উদ্যোক্তাগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- সমাপ্ত বাংলাদেশ এগ্রিবিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ০৩ (তিন)টি এনজিও (যথাঃ ব্র্যাক, আশা, টিএমএসএস)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

(০২) শস্য গুদাম ঋণ ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প যা পরবর্তীতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত এবং বর্তমানে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় অভাবতাড়িত বিক্রয়রোধ করার নিমিত্ত জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- দলগতভাবে কাজ করার জন্য গ্রুপ গঠন;
- শস্য সংরক্ষণের সুবিধা;
- জমাকৃত শস্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলভুক্ত ব্যাংকের সংযুক্ত শাখার মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুবিধা;
- বিপণন বিষয়ক পরামর্শ সেবা প্রদান।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

স্থানীয় গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক জমাকৃত শস্যের বিপরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হয়।

(১০) লাইসেন্সিং ও বিপণন সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ ঃ

কৃষি ও প্রাণিজ পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা একটি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার অন্যতম চালিকা শক্তি। আর সুষ্ঠু ও কার্যকরী বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হয়ে পরে একটি শক্তিশালী আইনগত ভিত্তির। উন্মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বাজার ব্যবস্থায় হস্ত ক্ষেপের সুযোগ কম থাকলেও উন্নয়নমূখী দেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে সময়ে-সময়ে বাজার ব্যবস্থা এবং বাজারকারবারীদের কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পরে।

প্রদত্ত সেবাসমূহ ঃ

- অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রয়োগকৃত কৃষিপণ্য আইন,১৯৬৪ (১৯৮৫ সনে সংশোধিত)-এর আওতায় কৃষক এবং খুচরা ব্যবসায়ী ছাড়া কৃষিপণ্যের সকল ধরণের ব্যবসায়ী বা বাজারকারবারীগণকে বিপণন লাইসেন্স প্রদান করা হয়।
- বাজারকারবারীগণ ও ক্রেতা সাধারণের মাঝে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে আইনের আওতায় অত্র অধিদপ্তর মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করে থাকে।
- পরিমিত বাটখারা ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে বাজারকারবারীগণ তাদের ব্যবহৃত বাটখারা এবং ভোক্তাগণ তাদের ক্রয়কৃত পণ্যের ওজন যাচাই করার সেবা গ্রহণ করতে পারেন।

সেবা প্রদান/গ্রহণ প্রক্রিয়া ঃ

- কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের পরিস্থিতি ও সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক বাজার নির্বাচন করে তাকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়।
- প্রজ্ঞাপিত কৃষিপণ্যের বাজারসমূহের বাজারকারবারীগণকে নির্দিষ্ট ফর্ম-এর মাধ্যমে সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে বিপণন লাইসেন্স এর জন্য আবেদন করতে হয়।
- অধিদপ্তর উক্ত আবেদন যাচাই করে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিপণন লাইসেন্স ইস্যু করে।
- চাষী এবং খুচরা ব্যবসায়ীকে এই লাইসেন্সিং কার্যক্রম হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।
- ব্যবসায়ীগণ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তাদের বাটখাড়া যাচাই এর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মার্কেটিং অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও চ্যালেঞ্জ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সেবাসমূহ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত মাঠ পর্যায়ের ৬৪টি জেলা অফিস ও ৪টি উপজেলা অফিস হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক ভিত্তিতে পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ ও সংকলন পূর্বক ওয়েবসাইট (www.dam.gov.bd) ও অন্যান্য মাধ্যমে ২০,২০০ বাজার তথ্য, ৪,০৫৭ বুলেটিন ও ৩০৬টি প্রতিবেদন আকারে প্রচার করা হয়েছে।
- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্রচলিত বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন,১৯৬৪ (সংশোধিত,১৯৮৫)-এর যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ৮৯২টি নিয়ন্ত্রিত বাজারের প্রায় ৫০,০০০ জন কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের মধ্যে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন বাবদ সরকারী কোষাগারে প্রায় ১.৬২৪৬ কোটি টাকা জমা করা হয়েছে।
- কৃষকদের অভাবতাড়িত বিক্রয় রোধ করার জন্য শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে ৪,৩৮৮ জন কৃষকের ৫,০০৫ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে সংশ্লিষ্ট তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে ৭.০২১১ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক, প্রশাসনিক, কৃষি বিপণন, বাজার তথ্য, আইসিটি ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৩১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রত্যেক-কে ৬০.৫০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ০৮ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন বিষয়ে মালয়েশিয়া, চীন, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন।
- বাজার সংযোগ স্থাপন ও কৃষকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে সর্বমোট ২২০টি কৃষক গ্রুপ/কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এই সকল গ্রুপে সর্বমোট ২,২০০ জন কৃষক সদস্য রয়েছেন।
- কৃষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাজার ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ, শাক-সব্জি ও ফল মূল প্যাকেটজাতকরণ, ফ্রেশকাট, মিক্স সব্জি ও ফলমূল বিপণন, বাজার ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, উচ্চমূল্যের ফসল সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে সর্বমোট ৫,২৫১ জন কৃষক/উদ্যোক্তা/বাজারকারবারী/সুপার-সপ প্রতিনিধি/বাজার কমিটির সদস্যগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ১১টি আঞ্চলিক ও ০১টি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর অধীনে ১৮টি মোটিভেশনাল ট্যুরের আয়োজন করা হয়েছে, যার আওতায় ৮৯০ জন কৃষক/কৃষি ব্যবসায়ীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে।
- কৃষকদের বিপণন অবকাঠামো সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচীর আওতায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল এসেম্বল সেন্টারে কৃষক ও ব্যবসায়ী সরাসরি পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা পাচ্ছে।
- অধিদপ্তরের আওতায় চলমান বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী'র মাধ্যমে দেশের প্রধান-প্রধান আলু উৎপাদনকারী জেলাসমূহে স্বল্প খরচে গৃহপর্যায়ে আলু সংরক্ষণের জন্য ২০টি মডেল ঘর নির্মাণ করা হয়।
- সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় সিলেট বিভাগের ০৪টি জেলায় পঁচনশীল কৃষিপণ্য গৃহ পর্যায়ে সংরক্ষণের জন্য ২০টি জিরো এনার্জি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়।
- ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী'র আওতায় ফ্রেশকাট শাক-সবজী, ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ বিষয়ে ৭১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া ফ্রেশকাট শাকসব্জি বাজারজাতকরণের জন্য প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটজাতকরণ যন্ত্রপাতি, কূল সুবিধা সম্বলিত ভ্যান সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক "অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন" শীর্ষক কর্মসূচীর আওতায় প্রথম পর্যায়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মোট ১০টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ০৬টি গবেষণা শাখা থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষিপণ্যের মূল্যভিত্তিক ২০০টি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের জন্য সরকার কর্তৃক তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণে অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের উদ্যোগে যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়।

বিশেষ অর্জন/স্বীকৃতি ঃ

- জাতীয় ফল প্রদর্শনী ও ফল মেলা'২০১৭-এ অংশগ্রহণ করে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ৩য় পুরস্কার অর্জন করেন।

(১) প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত জনবলের অভাব ঃ

- দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবলের অভাব।
- অনুমোদিত নিয়োগবিধি না থাকায় শূন্য পদে নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
- উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো নেই।
- জেলা পর্যায়ে মাত্র ২-৩ জন জনবল দ্বারা সুষ্ঠুভাবে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তাবিত ৪,১৮৬টি পদের মধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২,৬০৪টি পদ (উপজেলাসহ) সৃজনের সম্মতি প্রদান করা হলেও চূড়ান্তভাবে মাত্র ৪০০টি পদ সৃজনের অনুমোদন পাওয়া গেছে। যার দ্বারা দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করা দূরুহ ব্যাপার।
- উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তি ভিত্তিক বিপণন যোগসূত্র স্থাপন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে।

(২) প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-এর অভাব ঃ

- আধুনিক যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস যেমনঃ নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রয়োজনীয় যানবাহন, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্যাকিং হাউজ ইত্যাদির অভাব।
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও লজিস্টিকস-এর অভাব রয়েছে।
- নিরাপদ খাদ্য, কৃষিপণ্য ও কৃষি উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ ও নিশ্চিতকরণের প্রয়োজনীয় কারিগরী যন্ত্রাদি ও উপকরণের অভাব রয়েছে।

(৩) বিপণন বিষয়ে আধুনিক কারিগরী দক্ষতার অভাব ঃ

- আধুনিক প্রযুক্তিগত ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন জনবলের অভাবে যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।
- আধুনিক কৌশলগত বিপণন এবং আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থা সম্পর্কে সীমিত দক্ষতার কারণে কাঙ্খিত মাত্রায় রপ্তানী বাজার-এর উন্নয়ন সম্ভবপর হচ্ছে না।
- বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) কর্তৃক প্রণীত কৃষি ক্ষেত্রে চুক্তি (AOA), TRIPS, PRIPS-প্রভৃতি বিষয়ে সম্যকজ্ঞান ও কারিগরী দক্ষতার অভাব রয়েছে।

(৪) নীতি ও আইনগত কাঠামোর দূর্বলতা ও সংস্কার ঃ

- কৃষিপণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইনগত কাঠামোর দূর্বলতার কারণে এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না।
- কৃষক, উৎপাদক ও ভোক্তার স্বার্থ রক্ষার্থে আধুনিক বিপণন সহায়ক নীতি প্রণয়ন আবশ্যক।

(৫) আন্তঃমন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ঃ

- কৃষি উৎপাদন, বিপণন ও সম্পসারণের সাথে জড়িত ভিন্ন-ভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।
- পাশাপাশি উৎপাদক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও ভোক্তা পর্যায়েও সমন্বয়হীনতা রয়েছে।

(৬) বিপণন অবকাঠামোর দূর্বলতা ঃ

- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ শৃঙ্খল বজায় রাখার জন্য শীতলীকরণের সুযোগসহ প্রয়োজনীয় পরিবহন ব্যবস্থার অভাব রয়েছে।
- কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ-এর জন্য প্রয়োজনীয় কুল চেম্বার ও কোল্ড ষ্টোরেজ ইত্যাদির অভাব রয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ পঁচনশীল কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য স্পেশালাইজড কুল চেম্বারের অভাব রয়েছে।

অধিদপ্তরের
কার্যক্রম

কৃষিপণ্য বিপণনে অনুসরণীয় কার্যক্রম

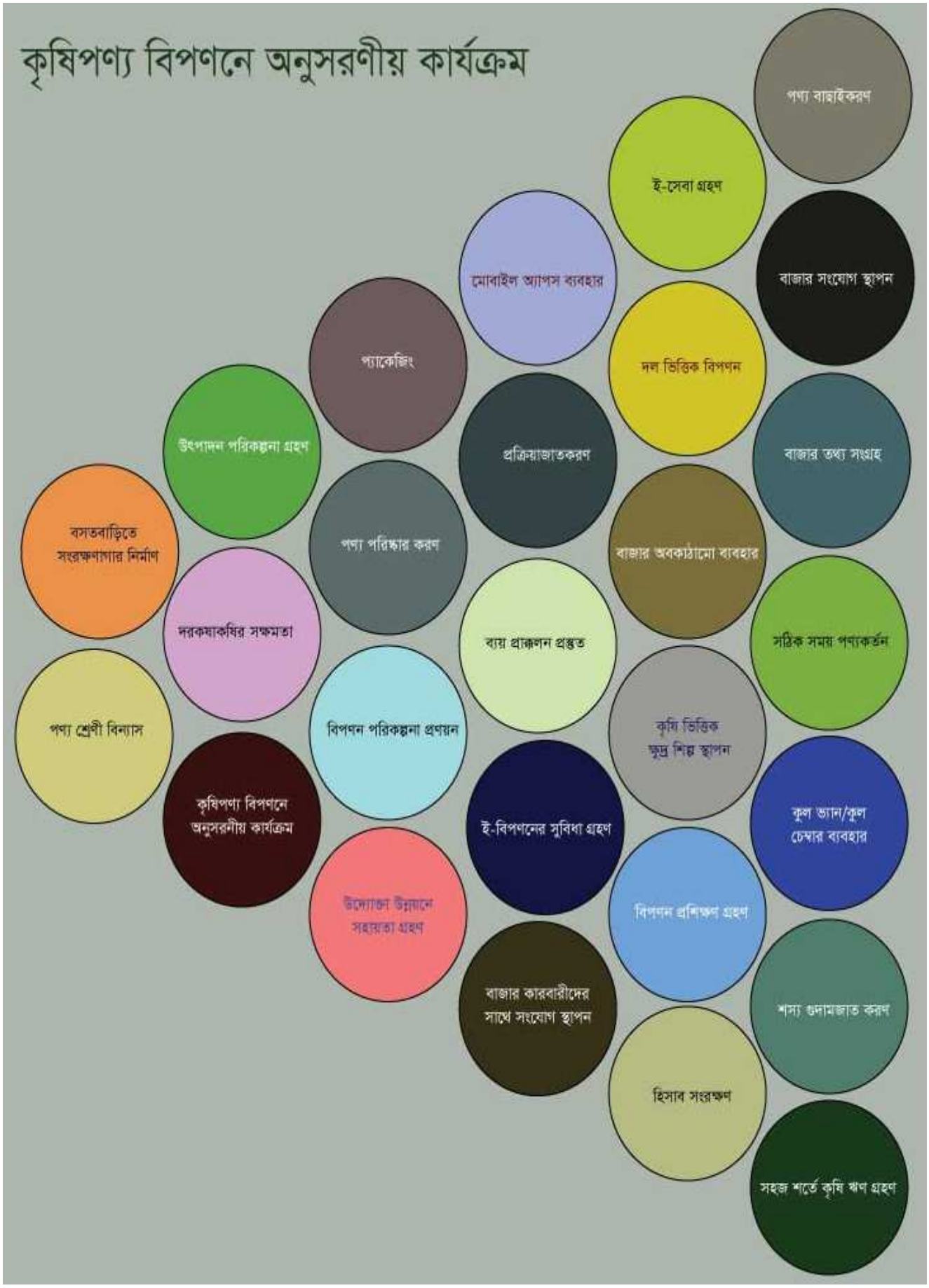

সদর দপ্তরের কার্যক্রম

প্রশাসন ও হিসাব শাখা

প্রশাসন ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় উপ-পরিচালকের কার্যালয়, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়, জেলা মার্কেটিং অফিস ও বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের সংগে প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজের যোগসূত্র হিসেবে প্রশাসন শাখা কাজ করে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংঙ্গেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশাসন ও হিসাব সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়। প্রশাসন শাখার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী, অফিস সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংগ্রহ, যানবাহন পরিচালনা ও রেকর্ড সংরক্ষণ, অফিস ব্যবস্থাপনা, নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদান, বেতন ও ভাতাদি প্রদান, ক্যাশবহি, চাকুরীর খতিয়ান বহি, বিভিন্ন প্রকার রেজিষ্টার লিপিবদ্ধ, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, চিঠি পত্রের গমনাগমন, বাজেট প্রণয়ন, নিয়োগ বিধি প্রণয়ন, বিভিন্ন প্রকার পত্র প্রেরণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন অন্যতম।

প্রশাসনিক ও সেবামূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশাসন শাখা হতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ০৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পিআরএল ও লাম্পগ্রান্ড মঞ্জুর, ০৬ জন কর্মচারীর পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর, ০৩ জন কর্মকর্তা ও ১৬ জন কর্মচারীর শ্রান্তি ও চিত্তবিনোদন ছুটিসহ ভাতা মঞ্জুর, ০৯ জন কর্মকর্তা ও ২১ জন কর্মচারীর জিপিএফ অগ্রিম আদেশ মঞ্জুর এবং ০২ জন কর্মচারীর জিপিএফ চূড়ান্ত উত্তোলন আদেশ মঞ্জুর করা হয়।

বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম সংক্রান্ত ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম-এর অনুকূলে ০১ জন কর্মকর্তা ও ০৪ জন কর্মচারীর ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া কম্পিউটার অগ্রিম-এর অনুকূলে ০১ জন কর্মকর্তা এবং মটর সাইকেল অগ্রিম-এর অনুকুলে ০৩ জন কর্মচারীর নামে অগ্রিম ঋণ মঞ্জুরীর আদেশ প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট টাকা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে সমর্পণ করা হয়েছে।

নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত (রাজস্ব) ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে ৩৪তম ও ৩৫তম বিসিএস এর মাধ্যমে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ০৮ জন সহকারী পরিচালককে নিয়োগ প্রদান করে। বর্তমানে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর পুনর্গঠন হওয়ায় ৪০০টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান জনবলের মধ্যে অনেক পদ অবসর/মৃত্যুজনিত কারণে শুন্য রয়েছে। ফলে ক্যাডার, নন-ক্যাডার ও নন-গেজেটেট কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ সর্বমোট ৪৩১টি পদ শুন্য রয়েছে। নতুন নিয়োগ বিধি অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন থাকায় শূন্য পদগুলো পূরণকরা সম্ভব হচ্ছে না। নতুন নিয়োগ বিধি অনুমোদন হওয়ার পর দ্রুত শুন্য পদে পদোন্নতি/নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

মামলা সংক্রান্ত ঃ

অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ০১টি বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং পূর্বের রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার মধ্যে ০৩টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলায় ১২তম গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীকে চাকুরী হতে অপসারণ, ১১তম গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীরকে নিম্নবেতন ধাপে অবনতি এবং ১৬তম গ্রেডের ০১ জন কর্মচারীর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত করা হয়েছে। এছাড়াও মাননীয় হাইকোর্টে রীট মামলা ০১টি ও আপীল মামলা ০১টি এবং সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টে মোট ০৩টি মামলা চলমান রয়েছে।

সাজ-পোষাক সংক্রান্ত ঃ

অধিদপ্তরের গাড়ী চালক ও ২০তম গ্রেডের মোট ২০ জন কর্মচারীকে সাজ-পোষাক প্রদান করা হয়েছে।

সেন্ট্রাল ডেসপ্চ সংক্রান্ত ঃ

সেন্ট্রাল ডেসপাচে ১৭,৪৯৫টি পত্র পাওয়া গিয়েছে এবং ৩,৭০৬টি পত্র ও প্রতিবেদনের ইস্যু নম্বর জারী করা হয়েছে।

লাইব্রেরী সংক্রান্ত ঃ

সদর দপ্তরে ছোট পরিসরে একটি লাইব্রেরী রয়েছে। এ লাইব্রেরীতে কৃষি বিপণন, সরকারী চাকুরীর বিধি বিধান, হিসাব, আইসিটিসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৮১৬টি বই সংরক্ষিত আছে। অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ লাইব্রেরী হতে সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

অবকাঠামো ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫-এ অবস্থিত। ০৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ের মধ্যে ০৫টি কার্যালয় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের ০৩টি আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকের কার্যালয়ের মধ্যে নিজস্ব ভবনে ০২টি ও ভাড়াকৃত ভবনে ০১টি কার্যালয় অবস্থিত। এছাড়া জেলা মার্কেটিং অফিসগুলোর মধ্যে ০৮টি নিজস্ব ভবনে ও ৫৬টি ভাড়াকৃত ভবনে অবস্থিত এবং বিদ্যমান ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিস ভাড়াকৃত ভবনে দাপ্তরিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র ১২টি, ২১টি পাইকারী বাজার, ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট, ঢাকার গাবতলীতে ০১টি সেন্ট্রাল মার্কেট ও কৃষিপণ্যের ০৭টি এ্যাসেম্বল সেন্টার রয়েছে। এতদ্‌ভিন্ন ১২টি নিজস্ব গুদাম ও ৬৯টি এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ভাড়াকৃত গুদামসহ মোট ৮১টি শস্য গুদাম রয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নিজস্ব ও লীজসহ অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির উপর বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীন সর্বমোট ২১.২৮ একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে নিজস্ব জমির পরিমাণ ১৬.০৩ একর এবং লীজ অথবা অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৬.৫৫ একর।

যানবাহন ঃ

এ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতসহ বিভিন্ন প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত ২৫টি যানবাহন রয়েছে। এ সকল যানবাহন দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে।

- টিওএন্ডইভুক্ত কার ০১টি, জীপ ১১টি, মাইক্রোবাস ০১টি ও ভিডিও মোবাইল ভ্যান ০১টি।
- ঢাকার সেন্ট্রাল মার্কেটে কুল ভ্যান ০৬টি ও ০১টি খোলা ট্রাক রয়েছে।
- প্রকল্পের পিকআপ ভ্যান ০২টি, মাইক্রোবাস ০১টি ও কুল ভ্যান ০১টি।

আইসিটি সরঞ্জামাদি ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ের অফিসে ১১৮টি সিপিউ, ১১৮টি মনিটর, ১১৮টি-কী বোর্ড, ১১৮টি মাউস, ১৪টি-ল্যাপটপ, ৫৫টি-ইউপিএস, ০৫টি আইপিএস, ০৭টি ডিজিটাল ক্যামেরা ও ৩৮টি স্ক্যানার মেশিন ও অন্যান্য ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তরে একটি পূর্ণাঙ্গ ভিডিও কনফারেন্স কক্ষ রয়েছে। এ সমস্ত আইটি সরঞ্জামির মাধ্যমে দাপ্তরিক দৈনন্দিন কর্মসম্পাদনসহ অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd পরিচালিত হয় এবং তথ্য আদান-প্রদান ও গবেষনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

প্রচারণা ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ফসলের কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, আলু হতে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন খাবার তৈরী পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে ২,০০০টি পোষ্টার, ৩২,৫০০টি লিফলেট ও অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন ও গৃহ পর্যায়ে আলুর সংরক্ষণ কৌশল বিষয়ে ২৬,০০০টি ফোল্ডার মুদ্রণপূর্বক কৃষক/ব্যবসায়ী উদ্যোক্তা/প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে সদর দপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহের মাধ্যমে কৃষি প্রযুক্তি মেলা, জাতীয় ফল মেলা, জাতীয় সব্জি মেলা, জাতীয় খাদ্য মেলা ও আইসিটি মেলাসহ ৮৯টি মেলা ও বিভিন্ন স্মারক দিবসের অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করা হয়।

অধিদপ্তরের জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন সংক্রান্ত ঃ

বর্তমান যুগের সংগে তাল মিলিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠনের কাজ ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ সালে শুরু হয়। প্রাথমিক অবস্থায় কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠনকৃত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ-এর ভাইস চ্যান্সেলর ড.এম.এ সাত্তার মন্ডল-এঁর সভাপতিত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ কমিটি অধিদপ্তরের কার্যক্রম বিস্তৃত জেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণসহ ৩,৪২০টি পদ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ করে। পুনর্গঠন কার্যক্রমের এই ধারাবাহিকতায় কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ৪,১৮৬টি পদ সৃজন ও ৩১১টি পদ বিলুপ্তির প্রস্তাব করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩০৭টি পদ বিলুপ্তিসহ ১৩৩টি ক্যাডার পদ

স্থায়ীভাবে ও ২,৪৭১টি অস্থায়ী পদসহ মোট ২,৬০৪টি পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে। সে প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ শাখা ৩০৭টি পদ বিলুপ্তি সাপেক্ষে ৭৮টি স্থায়ী ও ৩২২টি অস্থায়ী পদসহ মোট ৪০০টি পদ সৃজনের জন্য এবং উপজেলা পর্যায়ে ১,৯৪০টি পদ ০৫ বছর পর সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। পরবর্তীতে কৃষি মন্ত্রণালয় সৃজনকৃত স্থায়ী ৭৮টি ও অস্থায়ী ৩২২টি পদ সৃজন ও ৩০৭টি পদ বিলুপ্তির সরকারী আদেশ জারী করে এবং তা বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রাণালয় হতে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভিন্ন কাযর্ক্রম ও সেবা সম্পর্কে উপকারভোগীসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্যসহ নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তর	বিষয়	ফোন মোবাইল ও ই-মেইল নম্বর
১.	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি (Grievance Redress System(GRS)	ফোনঃ ৫৮১৫৩৯১৪ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chief@dam.gov.bd
২.	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	সিটিজেন চার্টার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৮১৫৩৯১৪ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chief@dam.gov.bd
৩.	জনাব ওমর ফারুক চৌধুরী প্রধান (গবেষণা ও উন্নয়ন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	ইনোভেশন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৫৮১৫৩৯১৪ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ chief@dam.gov.bd
৪.	বেগম শাহনাজ বেগম নীনা উপ-পরিচালক (নীতি ও পরিকল্পনা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) উন্নয়ন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৫৯৯৭ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ pp@dam.gov.bd
৫.	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
৬.	জনাব দেওয়ান আসরাফুল হোসেন উপ-পরিচালক (বাজার সংযোগ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	আইসিটি সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৩০৯৩ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ dewanahossain@gmail.com
৭.	জনাব এস,এম সাঈদ হাসান সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	কল্যাণ কর্মকর্তা	ফোনঃ ৯১১৪৭৬৫ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ sayed.nandan@yahoo.com
৮.	জনাব তৌহিদ মোঃ রাশেদ খান সহকারী পরিচালক কৃষি বিপণন অধিদপ্তর	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট	ফোনঃ ৯১১৬১৭০ ফ্যাক্সঃ ৫৫০২৮২১৫ ই-মেইলঃ rkshahu@gmail.com

হিসাব সংক্রান্ত ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয়, আঞ্চলিক, জেলা মার্কেটিং অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ০৪টি উপজেলা মার্কেটিং অফিসের আর্থিক বিষয় সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী হিসাব শাখা হতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। এ শাখা থেকে বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বরাদ্দ, সদর দপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন ও ভ্রমণ ভাতাদি, বিভিন্ন প্রকার বিল পাস, নিরীক্ষা সংক্রান্ত, আর্থিক আয়-ব্যয় বিবরণী প্রস্তুতসহ যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা হয়।

আর্থিক বাজেট ২০১৭-১৮ অর্থ বছর ঃ

টেবিল-১: রাজস্ব খাতের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয়ের হিসাব ঃ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

মূল বাজেট বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	সমর্পণ
২৩,৭১,১২	২৩,৯৩,৯৫	২২,৬৩,২৪	১,৩০,৭১

(খ) বাজার সংযোগ শাখা

কার্যাবলী ঃ

- বাজার তথ্য সেবা সমৃদ্ধ ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজারদর ও বাজার তথ্য কৃষক পর্যায়, পাইকারী ও খুচরা পর্যায় হতে সংগ্রহ, পণ্যের যোগান, পণ্যের সরবরাহ ও উৎপাদনের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য সংকলন, সংরক্ষণ পূর্বক তা কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাদের নিকট যথাসময়ে সরবরাহ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- কৃষিপণ্যের যোগান, চাহিদা ও বাজারদর নিয়মিতভাবে মনিটর করা এবং পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে বাজারদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত করে বাজারদর স্থিতিশীল রাখার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।
- বিভিন্ন বাজারের বাজারদরসহ প্রয়োজনীয় তথ্য বেতার, টিভি এবং ওয়েব-সাইটসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফসলের মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির সাপ্তাহিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনবোধে মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করা।
- পণ্যের যোগান ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজার নিয়মিতভাবে মনিটরিং ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা। পণ্যের যোগান ও বাজারদরের মধ্যে কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হলে বাজারের ব্যবসায়ীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সমাধান করা।
- পাইকারী ও খুচরা বাজারদরের পার্থক্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ফসলের উৎপাদন খরচ ও বিপণন ব্যয়ের আলোকে খুচরা পর্যায়ে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- বাজার তথ্য শাখায় রক্ষিত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সরকারী/বেসরকারী সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় ও আন্তঃসংস্থা আয়োজিত সভার জন্য তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন এবং প্রয়োজনবোধে মহাপরিচালকের পক্ষে সভায় যোগদান করা।

প্রদানকৃত সেবাসমূহ ঃ

- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী, খুচরা ও কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের কৃষকপ্রাপ্ত/মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক বাজারদর সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- সকল জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক (সপ্তাহান্ত বুধবার) বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ এবং কৃষক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতা সাধারণের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ।
- কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সংরক্ষিত বাজারদর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চাহিদা অনুযায়ী গবেষণা কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে সরবরাহ।

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা ঃ

৬৮টি বাজার হতে প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা, ১২৮টি বাজার হতে কৃষকপ্রাপ্ত বাজারদর, জেলা ভিত্তিক প্রধান-প্রধান ২০টি বাজারের মৌসুমী ফসলের পাক্ষিক, জেলা সদর বাজারের প্রধান-প্রধান কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদর তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং সংরক্ষিত তথ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী সরবরাহ।

বাজার তথ্য সরবরাহ ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও জেলা অফিস হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেমনঃ হাসপাতাল, পুলিশ, সিভিল সার্জন, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কোল্ড ষ্টোরেজ মালিক ও কোল্ড ষ্টোরেজ এ্যাসোসিয়েশন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, র‍্যাব, সেনা বাহিনী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক ভিত্তিতে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য সরবরাহ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে অত্র শাখা হতে লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান/দপ্তরে সর্বমোট ৩,৭৮২টি পত্রের মাধ্যমে তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে বাজার তথ্য প্রচার ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় www.dam.gov.bd নামে একটি ওয়েব-সাইট রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সংগৃহীত ও সংকলিত সকল প্রকার বাজার তথ্য এই ওয়েব-সাইট এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট এর মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন বাজার হতে সংগৃহীত পাইকারী ও খুচরা বাজারদর এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি পণ্যের দৈনিক বাজারদর এর সাথে বিগত মাসের ও বছরের বাজারদরের তুলনামূলক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। সকল জেলা সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের দৈনিক বাজারদর প্রতিবেদন সরাসরি ওয়েব-সাইট এ প্রকাশ করা হচ্ছে। এই ওয়েব-সাইট হতে যে কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজনে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য ডাউনলোড করে নিতে পারেন বিনামূল্যে।

যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন ঃ

অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য প্রদর্শন ও যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য পর্যালোচনা কালে কিছু-কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার স্বার্থে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সময়ে-সময়ে পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী, সুপার শপ, সিটি কর্পোরেশন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সমন্বয়ে মতবিনিময় সভা করে থাকে। উক্ত সভাসমূহে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে পণ্যের মূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পাইকারী পর্যায়ে ২-৫% এবং খুচরা পর্যায়ে আলু ও মসলা জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী মূল্যের সাথে ১০-১৫% এবং পঁচনশীল শাকসব্জীতে ২০-২৫% অতিরিক্ত মূল্য (বিপণন ব্যয়+মুনাফা) যোগ করে যৌক্তক মূল্য নির্ধারণ করে কারওয়ান বাজার, নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর টাউনহল ও মিরপুর-১নং বাজারের ব্যবসায়ী সমিতিকে প্রতিদিন প্রতিবেদন প্রদান এবং যৌক্তিক মূল্য অনুযায়ী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য খুচরা ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও ব্যবসায়ী সমিতির সাথে যৌথভাবে বাজার মনিটরিং করা হচ্ছে। তাছাড়া অনুরুপভাবে সুপারশপ আগোরা, স্বপ্ন, মিনা বাজার ও প্রিন্স বাজারকে নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য যৌক্তিক মূল্যের তালিকা প্রেরণ ও বাজারদর মনিটরিং করা হচ্ছে।

বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার তথ্য শাখা হতে মাসিক ভিত্তিতে ৬৪টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহ পরিদর্শন করে বাজারসমূহের তদারকি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে বাজার পরিদর্শন করেন। বাজার পরিদর্শন কালে কর্মকর্তাগণ বাজারে কৃষিপণ্যের সরবরাহ ও মজুদ এবং বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিবেদনে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে (মাসিক ভিত্তিতে) দেশের সকল জেলার পরিদর্শিত বাজারের সংখ্যা ৪,৫১২টি প্রায়, প্রধান-প্রধান আমদানীকৃত পণ্যের নাম ও পরিমাণ, পণ্যগুলো কোন-কোন জেলায় সরবরাহ হচ্ছে এবং Pesticide/Herbicide/Formaline/Carbaide-এর ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মতবিনিময় সভার সংখ্যা ১,১২৮ টি, যৌক্তিক মূল্য ও মেট্রিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভার সংখ্যা ১,১১০টি। সর্বোপরি বাজারে সার্বিক পরিস্থিতি প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়।

কোল্ড ষ্টোরেজ ও গুদামসমূহ তদারকি প্রতিবেদন ঃ

ওয়্যার হাউজ অর্ডিনেন্স ১৯৫৯ অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম দায়িত্ব বাংলাদেশের সকল গুদাম তদারকি করা। বাজার সংযোগ শাখা দেশের সকল জেলার গুদামসমূহের তদারকি প্রতিবেদন মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে প্রস্তুত করে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিদর্শিত কোল্ড স্টোরেজের সংখ্যা ২,৩২২টি প্রায়, পরিদর্শিত গুদামের সংখ্যা ৩,৬৫৬টি প্রায়, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামের ধারণক্ষমতা, সংরক্ষণকৃত পণ্যসমুহের নাম, কোল্ড স্টোরেজ/গুদামে সংরক্ষিত পণ্যের পরিমাণ এ সকল তথ্য সন্নিবেশিত থাকে।

কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন ঃ

কৃষিপণ্যের মূল্য প্রতিনিয়তই উঠানামা করে। মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে কৃষিপণ্যের মূল্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ জানা প্রয়োজন। এই বিবেচনায় বাজার সংযোগ শাখা মাসিক ভিত্তিতে পণ্যের হ্রাস/বৃদ্ধির প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। প্রতিবেদনে দেশের সকল জেলার বাজারে মুল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত/হ্রাস প্রাপ্ত পণ্যের নাম, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার কারণ, করণীয় সম্পর্কে জেলা কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় কর্মকর্তার মতামত প্রতিফলিত হয়।

সাপ্তাহিক মূল্য পরিস্থিতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

বাজার তথ্য শাখা হতে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনার সদর বাজারের গুরুত্বপূর্ণ ৩১টি কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজারদর এর সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক মূল্য পরিস্থিতি, সরবরাহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়। এই প্রতিবেদনে গুরত্বপূর্ণ পণ্যের বাজারদরের হ্রাস/বৃদ্ধি, হ্রাস/বৃদ্ধির হার, হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ ও সরবরাহ পরিস্থিতি বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। সাপ্তাহিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয়ে থাকে।

এছাড়াও বাজার তথ্য শাখা হতে গুরুত্বপূর্ণ ২০টি জেলার অতিপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারদরের সাপ্তাহিক পরিস্থিতি বিষয়ক পর্যালোচনা প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ ২০টি কৃষিপণ্যের সাপ্তাহিক বাজারদরের সাথে একই সময়ের মাসিক ও বাৎসরিক বাজাদরের হ্রাস/বৃদ্ধির বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। উভয় প্রতিবেদনই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয়ের অবগতি ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার জন্য প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

বাজার মনিটরিং এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও টাস্কফোর্স সভায় যোগদান ঃ

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারদর সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ প্রতিদিন ঢাকা মহানগরীর ০৮টি বাজার মনিটরিং করে। এই বাজারগুলোর মধ্যে ০৪টি হতে পাইকারী ও অন্য ০৪টি হতে খুচরা বাজারদরসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। বাজার মনিটরিং এর উদ্দেশ্য হলো বাজারদর সংগ্রহ, বাজাদরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিত, এলাকা ভিত্তিক পণ্যের যোগান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সঠিক মূল্যে পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। বাজারদর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে মূল্যের পার্থক্য অনেক বেশী যা ভোক্তা সাধারণ অবগত নয়। ভোক্তা সাধারণকে অবগত/সচেতন করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত মনিটরিং টিমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন করে কর্মকর্তা প্রতিদিন দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। জেলা পর্যায়ে মনিটরিং এর অংশ হিসেবে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন জেলা সদর বাজারের পাইকারী ও খুচরা বাজার পরিদর্শন করছে। দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক হ্রাস/বৃদ্ধি রোধকল্পে জেলা বাজার কর্মকর্তাগণ জেলা দ্রব্যমূল্য মনিটরিং টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছেন। বাজারদর মনিটরিং এর অংশ হিসেবে অত্র অধিদপ্তর প্রথম পর্যায়ে ঢাকার ০৫টি বাজার (নিউমার্কেট, কারওয়ান বাজার, মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট, মিরপুর-১ নং বাজার ও শান্তিনগর কাঁচা বাজার) এবং জেলা পর্যায়ের ০৫টি বাজার যথা- খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের সদর বাজারে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের মাধ্যমে বাজারদরসহ যে কোন প্রকার তথ্য কৃষক/ভোক্তা ও ব্যবসায়ীগণের অবগতির স্বার্থে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দ্রব্য মূল্য মনিটরিং এর অংশ হিসেবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দ্রব্যমূল্য পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং সেল এবং ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে এই দপ্তর নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

(গ) নীতি ও পরিকল্পনা শাখা

কার্যাবলী ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্থায়ী সংস্থা হিসেবে কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ কার্যক্রম দ্বারা বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি বিপণন ব্যবস্থা গতানুগতিক ধারা থেকে আধুনিক বাণিজ্যিকিকরণ ধারা সৃষ্টির লক্ষ্যে এই অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে নানামূখী কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, পণ্য সংরক্ষণাগার ও বাজার অবকাঠামো নির্মাণ, বাজার তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণ, পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও দলগত বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণসহ প্রযুক্তি নির্ভর বিপণন সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন আংগিকে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে, যা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

কার্যাবলী ঃ

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন করা ;
- বার্ষিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বাৎসরিক অগ্রগতি প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি ;
- উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়ন, অর্থ বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা ;
- সম্ভাব্য রপ্তানী উদ্বৃত্ত নির্ধারণ এবং রপ্তানী নীতি নির্ধারণ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা, রপ্তানীকারকসহ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে রপ্তানী বাণিজ্যের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা, সমস্যা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করা ;
- অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামোর তদারকি ও ব্যবস্থাপনা করা ;
- কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নীতি ও পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে মাসিক এডিপি সভা আয়োজন করা। উক্ত মাসিক এডিপি সভায় প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা, বিভাগীয় উপ-পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও কর্মসূচী পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। সভায় প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে মোট ১২টি এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত ১২টি এডিপি সভায় মোট ২৮৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গৃহীত ২৮৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ২৭৭টি বাস্তবায়ন করা হয়। অবশিষ্ট ০৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন চলমান আছে।

অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচী ঃ

অধিদপ্তরের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ০১টি প্রকল্প ও ০২টি কর্মসূচী চলমান ছিল। এছাড়া ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি'র সবুজ পাতাভূক্ত ০৩টি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন ছিল। অধিকন্তু ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের পাইপ লাইনভূক্ত ০১টি কর্মসূচী "অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন" কর্মসূচীটি অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের ১০/০৪/২০১৮ তারিখে জুলাই,২০১৭ হতে জুন,২০২০ মেয়াদে ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়।

(১) সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) ঃ

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক)কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি) খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা।			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	(ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে কাঙ্খিত সংযোগ স্থাপন করা ; (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ; (গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ; (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা।			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১৩৭৮.০০	৪১৮.৫৬	৩০.৩৭	৮০০.৩৩ (৫৮.০৮%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	প্রশিক্ষণ: বিপণন এবং কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ে ৭,৯০০ কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ৬,৪১০ জন কৃষক/ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তা এবং ২২০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(খ)	অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ: সিলেট বিভাগীয় শহরে ০১টি অফিস-কাম- ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	সিলেট বিভাগীয় শহরে ১টি অফিস-কাম-ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
(গ)	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ: সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের ক্ষেত্রে মৌলভী বাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রানীর বাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পানি উমদা বাজারের জমিতে এসেম্বল সেন্টার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(ঘ)	কৃষক বিপণন দল গঠন: বাজার ও কৃষকদের চাহিদার আলোকে ১৫০টি কৃষক দল গঠন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে।
(ঙ)	প্রদর্শনী: গৃহস্থালী পর্যায়ে কৃষকদেরকে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে ৩০টি খাদ্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
(চ)	সার্ভে: প্রকল্প এলাকায় বিপণন, সরবরাহ, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে ০২ টি সার্ভে ও গবেষণা পরিচালনা করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় একটি বেইজ লাইন সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।
(ছ)	সেমিনার ও ওয়ার্কসপ: ২০টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।	০১টি জাতীয় ওয়াকসর্প এবং ১৫টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী ঃ

০১.	বাস্তবায়নকরী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০০.০০ লক্ষ টাকা।
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
০৫.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	(১) বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও মডেল হিসেবে স্বল্প মূল্যে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদর্শন করা; (২) সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দ্বারা অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে আলুচাষীদের অধিক আয় নিশ্চিত করা ; (৩) কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে কৃষক বিপণন দল গঠনপূর্বক তাদেরকে আধুনিক বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে নিবিড় ও বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ; (৪) ভ্যালুচেইন-সাপ্লাইচেইন এর ধারণার প্রয়োগসহ আলু চাষীদের কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী করে গড়ে তোলা ; (৫) ভাত ও গমের পাশাপাশি আলুর বহুবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আলু হতে রকমারী খাবার তৈরীর রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলুর বৈচিত্রময় খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা ; (৬) আলুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষক বিপণন দলসমূহকে ত্রিপল সরবরাহ করা ; এবং (৭) বিভিন্ন আলু প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষীদের বাণিজ্যিক জাতের আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।
০৬.	কর্মসূচী এলাকা	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ১১টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর)।

০৭.	কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১০০.০০	৭৪.৬৯	৭৪.৬৯%	৯৬.৮১(৯৬.৮১%)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	আলু সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ: কর্মসূচীর আওতাভূক্ত নির্বাচিত উপজেলার প্রতিটিতে নির্ধারিত কৃষক দলের সদস্যের বসত বাড়ীর ছায়াযুক্ত স্থানে ০১টি করে (২৫×১৫ ফুট সাইজের এবং ৩৫-৪০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৪০টি অহিমায়িত ঘর নির্মাণ করা।	কর্মসূচীর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে ৪০টি অহিমায়িত সংরক্ষণাগার ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
(খ)	গ্রুপ গঠন: কর্মসূচীভূক্ত ১১টি জেলার ৪০টি উপজেলার প্রতিটিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষীদের সমন্বয়ে ০২টি করে সর্বমোট ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা। এ সকল কৃষক বিপণন দলের সাথে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ স্থাপন করা।	ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষীদের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।
(গ)	খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন: আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
(ঘ)	টিওটি প্রশিক্ষণ: অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৫ জনের ০২টি গ্রুপকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	ইতোমধ্যে ২৫ জনের ০২টি গ্রুপকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঙ)	প্রশিক্ষণ: আলুর সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ৩৫ ব্যাচে সর্বমোট ১,৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ১,৯৫০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(চ)	সেমিনার ও ওয়ার্কসপ: ৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।	৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী ঃ

কর্মসূচী'র নাম : ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

বাস্তবায়নকাল : জুলাই,২০১৬ হতে ৩০ জুন,২০১৯ পর্যন্ত।

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা

অর্থানের উৎস : জিওবি- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য : কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হলো ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নত টেকসই বিপণন ব্যবস্থা তৈরীর মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র হ্রাস করা।

কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা।

(২) প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

(৩) কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৪) শাক-সব্জী ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post harvest loss) কমানো।

(৫) কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানীকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্থাপন করা।

(৬) কর্মসূচী এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

(৭) কর্মসূচী এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সব্জি (বিশেষ করে মিশ্র সব্জি ও সালাদ বিভিন্ন ধরণের পাতাযুক্ত শাক-সব্জি, কচুর লতি) ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার সুপার শপগুলোতে সরবরাহের নিমিত্ত বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

(৮) বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রাসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

কর্মসূচী এলাকাঃ ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর।

কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতিঃ	মোট পিপিএনবি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ সনের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দের বিপরীতে ৩০শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		৩০শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত অগ্রগতি (%)
	১৪০.৬০ সংশোধিত	মোট বরাদ্দ	অগ্রগতি (%)	
		৬০.৮০	৬০.৭৯৩ (১০০% প্রায়)	১১৫.৪০৩ (৮২%)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন,২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	**গ্রুপ গঠনঃ** প্রতি গ্রুপে ১৫ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের সমন্বয়ে কর্মসূচী এলাকাভূক্ত প্রতি জেলায় ২০টি করে মোট ১০০টি মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে ১০০টি মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।
২	**প্রশিক্ষণঃ** কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট কৃষক গ্রুপ সদস্য, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপার শপ প্রতিনিধি ইত্যাদিগণের সমন্বয়ে ফ্রেশকাট শাক-সব্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারী ইত্যাদিগণের সমন্বয়ে ৩২টি ব্যাচে মোট ৮৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩	**খাদ্য প্রদর্শনীঃ** ফ্রেশকাট শাক-সব্জি ও ফলমূল-এর ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস, উল্লেখযোগ্য স্থানে স্টল স্থাপন করে খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে মোট ১৭টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
৪	**মোটিভেশনাল ট্যুরঃ** বাজার সম্প্রসারণ ও উৎপাদিত পণ্য লাভজনক উপায়ে বিক্রয়ের কলা-কৌশল সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক সম্যক জ্ঞান অর্জন/ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রুপে মোট ২৫ জন করে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর আয়োজন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে ১০টি ব্যাচে মোট ২৫০ জনের মোটিভেশনাল ট্যুর-এর আয়োজন করা হয়েছে।
৫	**সেমিনার ও ওয়ার্কসপঃ** আঞ্চলিক পর্যায়ে ০২টি ওয়ার্কসপ ও জাতীয় পর্যায়ে ০১টি সেমিনারের আয়োজন করা ।	আঞ্চলিক পর্যায়ে ০২টি ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়েছে।

(৪) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী ঃ

০১.	কর্মসূচীর নাম	:	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৬.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ; ২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত computer hardware এবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ; ৩) মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবারহ ব্যবস্থার প্রচলন ; ৪) online ভিত্তিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ; ৫) আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন ; ৬) বর্তমান ওয়েব-সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ; ও ৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান।

০৭.	কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১. ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন। ২. অধিদপ্তরের ICT ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন। ৩. কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্য বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। ৪. আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন। ৫. বর্তমান ওয়েব সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন।			
০৮.	কর্মসূচী এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ			
০৯.	কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১৩৭.০০	-	-	২২.৯৯ (১৬.৭৮)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে এডিপি'র সবুজ পাতাভুক্ত প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ ঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে এগ্রোপ্রোসেসিং উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	:	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে এগ্রোপ্রোসেসিং উন্নয়ন প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৭ হতে ৩০শে জুন ২০২২ পর্যন্ত।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ২,৪৯০.০০
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ২,৪৯০.০০
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাস করা। খ) কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে পাহাড়ী জনগণের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। গ) পাহাড়ি এলাকায় কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে জড়িত ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা। ঘ) পাহাড়ি এলাকায় উৎপাদিত ফসলের পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও অপ্রচলিত ফসলের খাদ্যভাব সৃষ্টি করা। ঙ) উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা।
প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ক) ০৩টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ খ) ০৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ। গ) ৩০০টি কৃষক দল গঠন। ঘ) ৮,০০০ জন কৃষক উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, রপ্তানীকারক, কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ, মোটিভেশনাল ট্যুর ইত্যাদি বাস্তবায়ন। ঙ) ৩০টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজন। চ) ০৭টি সার্ভে, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন, অগ্রগতি মনিটরিং ইত্যাদি বাস্তবায়ন। ছ) ০৬ ব্যাচ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ।
প্রকল্প এলাকা	:	রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলার নির্বাচিত ২৫টি উপজেলা।

২) বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান প্রকল্প ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	:	বাজার অবকাঠামো, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধার মাধ্যমে ফুল বিপণনে সহায়তা প্রদান প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত।
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ৪,৯২০.০০
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ৪,৯২০.০০
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	ক) মার্কেট কেন্দ্রিক ফার্মারস মার্কেটিং গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদিত ফুলের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা ; খ) ফুল বিপণনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মধ্যসত্ত্বভোগী কমানো ;

		গ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অবকাঠামো (এসেম্বল সেন্টার) নির্মাণ করার মাধ্যমে কৃষকের উৎপাদিত ফুলের ক্রয়-বিক্রয়ের উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা ; ঘ) ফুল বিপণনের বিভিন্ন মূল্য সংযোজনমূলক কার্যাবলী, গ্রেডিং, বাছাইকরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নকরণ, প্যাকিং ও সাময়িক সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে ফুল রপ্তানী সম্প্রসারণ করা ; ঙ) ফুলের বীজ (কর্ম/কর্মমেল) সংরক্ষণের জন্য কুলচেম্বার/কোল্ড স্টোর স্থাপনের মাধ্যমে বীজের মান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ ; চ) value chain, supply chain-এর ধারণার প্রয়োগসহ সংশ্লিষ্টদের কৃষি ব্যবসায়ে আগ্রহী করে তোলা এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।
প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উলেস্লখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১। ১টি দুইতলা বিশিষ্ট ফুলের মার্কেট নির্মাণ ও ১টি ফুলের প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ। ২। ৪টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ। ৩। ৫৯০ জন কর্মকর্তা, ফুলচাষী ও ফুল ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। ৪। ১০ জন কর্মকর্তার এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন।
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা, মানিকগঞ্জ, যশোর, ঝিনাইদহ, সাতক্ষিরা ও চুয়াডাঙ্গা জেলার নির্বাচিত ২০টি উপজেলা

৩) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জোরদারকরণ প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৮ হতে ৩০শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১০৪.৫৮
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১০৪.৫৮
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবকাঠামো, লজিষ্টিক এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। **প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ** ক) অবকাঠামো সুবিধা সৃষ্টি করে বাজারের দক্ষতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে কৃষকদের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তাকরণ ; খ) গৃহ পর্যায়ে শাক-সবজি ও ফলমূল সংরক্ষণের জন্য স্বল্প খরচে জিরো এনার্জি কুল চেম্বার নির্মাণের মাধ্যমে কৃষক এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা, কৃষিপণ্যের পুষ্টিগতমান বজায় রাখা, কৃষিপণ্য সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা এবং শাক-সব্জি এবং ফলমূলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা ; গ) কৃষক, উদ্যোক্তা, প্রক্রিয়াজাতকারী এবং অন্যান্যদের মূল্য সংযোজন এবং অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করার নিমিত্ত লজিষ্টিক সুবিধা বৃদ্ধি ; ঘ) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার স্থিতিশীল রাখা এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ; ঙ) কৃষি বিপণন ব্যবস্থা যেমনঃ গ্রেডিং, মান নির্ধারণ এবং গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজার কারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা ; চ) উন্নত বিপণন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর-এর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উলেস্লখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ক) প্রশিক্ষণঃ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ডিএএম কর্মকর্তাদের আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা, ই-ফাইলিং, ই-জিপি, ই-টেন্ডারিং, আধুনিক বিপণন পদ্ধতি, সাপ্লাইচেইন ব্যবস্থাপনা, ভ্যালুচেইন, মূল্য সংযোজন এবং ফসল সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা যেমনঃ সংগ্রহ, পরিষ্কার, বাছাইকরণ, ভাগকরণ, প্যাকেজিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণ চ্যানেল ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা হবে। প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ডিপিপি-তে রাখা হয়েছে। খ) অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণঃ নির্বাচিত ২১টি জেলায় প্রতিটি সর্বমোট ৯,০০০ হাজার বর্গফুট আয়তনের তিন তলা বিশিষ্ট ২০টি অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। গ) মিনি আকারের মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপনঃ বাজারজাতকরণ পর্যায়ে কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পাইলট ভিত্তিতে অধিদপ্তরের ১০টি জেলায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, যশোর, খুলনা, রংপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী, চুয়াডাঙ্গা, সিলেট, পিরোজপুর, ভোলা, বরিশাল,কক্সবাজার, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, ফরিদপুর গোপালগঞ্জ) মান নিয়ন্ত্রণ মিনি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। ঘ) সেমিনার এবং ওয়ার্কশপঃ প্রকল্প চলাকালীন সময়ে কৃষি বিপণন ধারণার উপর জেলা পর্যায়ে ১০টি ওয়ার্কশপ এবং (০২) দুইটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হবে।

		ঙ) মুদ্রণ, প্রচার এং প্রকাশনাঃ উৎপাদন পরিকল্পনা, বৃদ্ধি এবং সংগ্রহোত্তর, গ্রেডিং, প্যাকিং, পরিবহন, সংরক্ষণ, কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এর উপর উন্নয়ন সচেতনতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমনঃ রেডিও, টেলিভিশন, বুকলেট, লিফলেট, ডায়েরী এবং পঞ্জিকা, মুদ্রণ এর মাধ্যমে ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হবে। চ) প্রচারণা কার্যক্রমঃ নির্বাচিত প্রতিটি জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর বিভিন্ন মুদ্রণ, ইলেক্ট্রনিক এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হবে।
প্রকল্প এলাকা	:	নির্বাচিত ৩১টি জেলা।

৪) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	:	স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি)।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট ব্যয় : ২০,২১১.১২ লক্ষ টাকা।
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	ক) জিওবি: ৪,৬২৭.৭২ লক্ষ টাকা। খ) প্রকল্প সাহায্য : ১৫,৫৮৩.৪০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চাহিদা ভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমূখীকরণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ; **প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ** ক) উচ্চ মূল্য ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ ; খ) বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ; গ) কর্তনোত্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ; ঘ) ভ্যালুচেইনের বিভিন্ন স্তরে ফুড সেফটি ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়ন ; ঙ) কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে কৃষক, উদ্যোক্তা এবং বাজারকারবারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১) বিপণন ব্যবস্থায় উন্নয়ন ; ২) উচ্চ মূল্য ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণ ; ৩) বাজার সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ; ৪) কর্তনোত্তর ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ; ৫) ভ্যালুচেইনের বিভিন্ন স্তরে ফুড সেফটি ও পুষ্টি ব্যবস্থার উন্নয়ন।

ক্রমিক নং	প্রধান অঙ্গের নাম	পরিমান (এককসহ)	অঙ্গের প্রাক্কলিত ব্যয়(লক্ষ টাকা)
১	দল গঠন	১৯,৬০০টি	
২	প্রশিক্ষণ বিদেশ ভ্রমন (প্রতি ব্যাচে ৮ জন কর্মকর্তাসহ)	৪০ জন (৫ ব্যাচ)	২৪০.০০
৩	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন	১টি	৭.০০
৪	যানবাহন ক্রয় (জীপ+ ডাবল কেবিন পিক আপ)	১+১টি	১৫২.০০
৫	মটর সাইকেল ক্রয়	৩০টি	৫৪.৯০
৬	আসবাবপত্র	থোক	১৫১.৪০
৭	মেসিং গ্রান্ট	থোক	২৪০৬.০০
৮	জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	থোক	৬৬০.০০

প্রকল্প এলাকা	:	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।

৫) কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও মূল্য সংযোজন সহায়ক প্রকল্প ঃ

প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	:	কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজার সংযোগ ও মূল্য সংযোজন সহায়ক প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
বাস্তবায়নকাল	:	১লা জুলাই ২০১৭ হতে ৩০শে জুন ২০২২ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ৯,৫৫৫.০০
অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ৯,৫৫৫.০০
প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম ও মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছেঃ ১) কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামীণ ও মফস্বল শহর এলাকার দারিদ্র বিমোচন ; ২) অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের পদ্ধতি বিস্তারের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি ; ৩) কৃষিপণ্যের ব্যবসাবান্ধব প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন কৌশল প্রচার ; ৪) কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ উন্নয়নে উদ্যোক্তাগণকে সহায়তা প্রদান ; ৫) প্রকল্পের আওতায় গঠিত কৃষক ও বিপণন দলসমূহের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের সরবরাহ চেইন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ; ৬) খামারে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়নের জন্য কৃষিপণ্যের অগ্রপশ্চাদমুখী কার্যকর বিপণন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।
প্রকল্পের আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	ক) বিপণন কর্মে নিয়োজিত কৃষক ও জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি। খ) প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জীবনমান ও আর্থসামাজিক অবস্থার মানসম্মত উন্নয়ন। গ) মূল্য সংযোজন শৃংখল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর দক্ষতা বৃদ্ধি।
প্রকল্প এলাকা	:	ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৬টি জেলা যথাক্রমে টাঙ্গাইল, যশোর, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি জেলার উপজেলাসমূহ।

৬) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি ঃ

প্রস্তাবিত কর্মসূচির নাম	:	কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে কাঁঠালের বহুমুখী ব্যবহার সম্প্রসারণ কর্মসূচি।
বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা		কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
প্রস্তাবিত কর্মসূচির বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২১
প্রস্তাবিত কর্মসূচির প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৩২৪.০০
প্রস্তাবিত কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা	:	গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য হিসাবে বাজার চাহিদা সৃষ্টি করা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্প্রসারণ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে এর বাজার উন্নয়ন ও জনগণের পুষ্টির উন্নয়ন সাধন করাই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপঃ ১। দেশ ও বিদেশে প্রচলিত কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় করা ; ২। গৃহ পর্যায়ে ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাঁঠালের বহুমূখী ব্যবহার সম্প্রসারণ করা ; ৩। কাঁঠালের ব্যবহার বহুমূখীকরণের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগত ও বিপণন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা; ৪। প্রযুক্তিগত ও বিপণন সহায়তা প্রদান করা ; ৫। বাজার উন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বিপণন প্রসার মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ; ৬। প্রক্রিয়াজাতকরণ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাত শিল্পের বিকাশ ঘটানো।
প্রস্তাবিত কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ		ক) কাঁঠাল অধিক উৎপাদনকারী ১০ জেলার প্রতি জেলায় ২০টি করে মোট ২০০টি গ্রুপ গঠন করা। প্রতিগ্রুপে সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। গ্রুপভূক্ত মোট কৃষকের সংখ্যা হবে ৩,০০০ জন। খ) গ্রুপভূক্ত ৩,০০০ জন কাঁঠাল চাষীকে প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং, সংরক্ষণ বিপণন কলাকৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। গ) প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেজিং ও সংরক্ষণে কারিগরী সহায়তা প্রদান। ঘ) কাঁঠাল প্রক্রিয়াজাতকরণের নিমিত্ত অধিদপ্তরের অফিস কাম প্রসেসিং সেন্টারে ০৪টি (ঢাকা, নরসিংদী, রংপুর ও সিলেট জেলায়) কাঁঠাল ডিহাইড্রেশন প্লান্ট স্থাপন । ঙ) বাজার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (বিজ্ঞাপন, প্রচার, প্রসারমূলক কার্যক্রম) । বিপণন সমস্যার সমাধান, আন্তসংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় সেমিনার ওয়ার্কশপ আয়োজন।
প্রস্তাবিত কর্মসূচি কোন কোন এলাকায় বাস্তবায়ন করা হবে	:	কাঁঠাল অধিক উৎপাদনকারী ১০ জেলা যেমনঃ ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, নরসিংদী, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছাড়ি এবং মৌলভীবাজার।

APSU কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম	সম্ভাব্য মেয়াদ	অগ্রাধিকার
(ক)	কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন ও রপ্তানি বৃদ্ধি ও বিপণন সেবা সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২	উচ্চ অগ্রাধিকার
(খ)	স্ট্রেংদেনিং এন্ড এক্সপানশন অব শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২	উচ্চ অগ্রাধিকার
(গ)	কৃষিপণ্যের গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি সম্প্রসারণ সহায়ক সেবা জোরদারকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭-জুন/২০২২	উচ্চ অগ্রাধিকার
(ঘ)	বাজার ও আর্থিক বিষয়ে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে টেকসই কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮-জুন/২০২৩	মধ্যম অগ্রাধিকার
(ঙ)	গবেষণা ও কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য বিশ্লেষণে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮-জুন/২০২৩	নিম্ন অগ্রাধিকার
(চ)	কৃষি বাজার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮-জুন/ ২০২৩	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ছ)	কৃষিপণ্যের বিপণন সেবা সম্প্রসারণ, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও ভ্যালুচেইন উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৮-জুন/ ২০২৩	নিম্ন অগ্রাধিকার
(জ)	পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের পরিবেশ বান্ধব ফসল চাষাবাদের সমন্বিত প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭-জুন/ ২০২২	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ঝ)	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও আধুনিকায়ন।	জুলাই/২০১৮-জুন/ ২০২৩	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ঞ)	বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭-জুন/ ২০২২	নিম্ন অগ্রাধিকার
(ট)	মাগুড়া- যশোর-নড়াইল-খুলনা ও সাতক্ষীরা সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭-জুন/ ২০২২	নিম্ন অগ্রাধিকার

(১) মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) ঃ

০১.	বাস্তবায়নকরী সংস্থা	:	ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি) খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী) ঙ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৭
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯৪৪.০০ লক্ষ টাকা।
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	(ক) সংগ্রহোত্তর অপচয় এবং বিপণন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ; (খ) সংগঠিত ব্যবস্থায় সংরক্ষণকৃত কৃষিপণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কম মূল্যে আপদকালীন বিক্রয় (Distress sale) থেকে সুরক্ষা প্রদান ; (গ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন করা ; (ঘ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	১) কুষ্টিয়া ২) চুয়াডাঙ্গা ৩) মেহেরপুর ও ৪) ঝিনাইদহ জেলার ২০টি উপজেলা।

			ডিপিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	৯৪৪.০০	৮২.০০	৮১.৩০ (৯৯.১৫%)	৯৩৪.৯৯ (৯৯.০৪%)

প্রকল্পের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম বাস্তব অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	প্রশিক্ষণ: কৃষিপণ্যের উচ্চমূল্য সংযোজন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষিপণ্যের সংগ্রহোত্তর/কর্তনোত্তর ব্যবস্থাপনা, ব্যাংক ঋণ সুবিধা বিষয়ক (শগঋক মডেল), কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা ও টিওটি বিষয়ে ৩,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ৩,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(খ)	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ: প্রকল্পভূক্ত এলাকার শাক-সব্জির কেন্দ্রীভূত আমদানী স্থানে পাইলট ভিত্তিতে ৮টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা।	প্রকল্পভূক্ত ০৪টি জেলায় ৮টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(গ)	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১টি অফিস-কাম-ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা।	চুয়াডাঙ্গা জেলায় ১টি অফিস কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(ঘ)	কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ: বীজ, খাদ্যশস্য, ফলমূল এবং শাক-সব্জীর সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন	কৃষিপণ্যের সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
(ঙ)	সার্ভে: প্রকল্প এলাকার কার্যক্রমের বিষয়ে একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা।	প্রকল্পের আওতায় একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।
(চ)	মোটিভেশনাল ট্যুর: উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি, বিপণন ধারণা সম্পর্কে মোট ২৫ ব্যাচে সর্বমোট ১,০০০ জনকে নিয়ে মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ২৫ ব্যাচে সর্বমোট ১,০০০ জনকে নিয়ে মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।
(ছ)	এলজিইডি গুদাম সংস্কার: ০৩টি নতুন ও ০২টি পুরাতন এলজিইডি গুদাম সংস্কারের মাধ্যমে শগঋক মডেল সম্প্রসারণ করা।	০৩টি নতুন ও ০২টি পুরাতন এলজিইডি গুদাম সংস্কারপূর্বক শগঋক মডেল সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
(জ)	সেমিনার ও ওয়ার্কসপ: ৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(২) পিরোজপুর-গোপালগঞ্জ-বাগেরহাট সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প (বিপণন অংগ) ঃ

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি) খ) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ঘ) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রী) ঙ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (এসআরডিআই) চ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)			
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০১২ হতে ৩০ জুন, ২০১৭			
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,০০৯.০০ লক্ষ টাকা।			
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি			
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	(ক) সংগ্রহোত্তর অপচয় এবং বিপণন ব্যয়হ্রাসের মাধ্যমে কৃষি বিপণন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ; (খ) সংগঠিত ব্যবস্থায় সংরক্ষিত কৃষিপণ্যের বিপরীতে কৃষকদের ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কম মূল্যে আপদকালীন বিক্রয় (Distress sale) থেকে সুরক্ষা প্রদান ; (গ) প্রকল্প এলাকার কৃষকদের সাথে টার্মিনাল ও রপ্তানী বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং কৃষি বিপণন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা ; (ঘ) সুবিধাভোগীদের মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং মোটিভেশনাল ও প্রমোশনাল কর্মকান্ডের মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক নির্ধারিত কৃষিপণ্যের বাজার উন্নয়ন করা ; ঙ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ; চ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।			
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	(১) পিরোজপুর ২) গোপালগঞ্জ ও ৩) বাগেরহাট জেলার ২১টি উপজেলা।			
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	ডিপিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১,০০৯.০০	৩৮৩.০০	৩৭৭.৭৫(৯৮.৬৩%)	৮৮৭.২০ (৮৭.৯২%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃ উদ্যোক্তা উন্নয়ন, বাজার ব্যবস্থাপনা, বাজার উন্নয়ন ও টিওটি বিষয়ে ৯,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ৯,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(খ)	কৃষক দল গঠনঃ বাজার ও কৃষকদের চাহিদার আলোকে ২১০টি কৃষক দল গঠন করা হবে।	ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় ২৭০টি কৃষক দল গঠন করা হয়েছে।
(গ)	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণঃ নির্ধারিত ৩টি জেলার ফলমূল ও শাক-সব্জির কেন্দ্রীভূত আমদানী স্থানে পাইলট ভিত্তিতে ৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের সংস্থান আছে।	প্রকল্পভূক্ত বাগেরহাট ও গোপালগঞ্জ জেলায় ৬টি এসেম্বল সেন্টার নির্মান সম্পন্ন হয়েছে।
(ঘ)	এলজিইডি গুদাম সংস্কারঃ ০৩টি নতুন এলজিইডি গুদাম সংস্কারের মাধ্যমে শগঋক মডেল সম্প্রসারণ করা।	০৩ টি নতুন এলজিইডি গুদাম সংস্কার করা হয়েছে।
(ঙ)	সার্ভেঃ প্রকল্প এলাকার কার্যক্রমের বিষয়ে একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা।	প্রকল্পের আওতায় একটি বেইজ লাইন সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।
(চ)	মোটিভেশনাল ট্যুরঃ উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, ব্যবহার, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি, বিপণন ধারণা সম্পর্কে মোট ৫০ ব্যাচে সর্বমোট ২,০০০ জনকে নিয়ে মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ৫০ ব্যাচে সর্বমোট ২,০০০ জনকে নিয়ে মোটিভেশনাল ট্যুর এর আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।
(ছ)	সেমিনার ও ওয়ার্কসপঃ ১২টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১২টি ওয়াকসর্প/ ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(ঘ) কৃষি ব্যবসা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা শাখা

বাজার ব্যবস্থাপনা শাখার কার্যাবলী ঃ

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোসমূহের পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম নীতিমালা অনুযায়ী সম্পাদন করা হচ্ছে কি না তা তদারকি করা।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন বাজার অবকাঠামোর সামগ্রীক কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় বিষয়ে মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামোসমূহ পরিচালনার বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধন বিষয়ক কার্যক্রম সম্পাদন।
- অধিদপ্তরের আওতাধীন বাজার অবকাঠামো চালুকরণে নীতিগত পরামর্শ প্রদান।

পটভূমি (এনসিডিপি, পাবা ও সেন্ট্রাল মার্কেট) ঃ

বাজারে কৃষকদের সহজ প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৮২টি বাজার নির্মাণ করা হয়। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরাধীন "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের" আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাদি যেমন দোকান/স্টল, গুদাম, সেড, টয়লেট, টিউবওয়েল, কসাইখানা, গোহাটা প্রভৃতি আইটেম সম্বলিত প্রকল্পভূক্ত ৬টি জেলায় ৬টি পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (লীড এজেন্সী) ও ৫টি সহযোগী সংস্থার (কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, এলজিইডিসহ অন্যান্য) সমন্বয়ে নর্থওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় প্রকল্পভূক্ত ১৬টি জেলায় ১৫টি পাইকারী, ৬০টি গ্রোয়ার্স এবং ঢাকার গাবতলীতে প্রায় ৭.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ০৩ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল মার্কেটটির নির্মাণ কাজ ৩০/০৬/২০০৯ তারিখে সমাপ্ত হয়। "উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ" প্রকল্প এর আওতায় উৎপাদিত উচ্চমূল্য ফসলের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় কার্যকর সরবরাহ চেইন ও প্রকল্প এলাকায় নির্মিত বাজারসমূহের জন্য ফরওয়ার্ড লিংকেজ স্থাপনের জন্য সেন্ট্রাল মার্কেটটি নির্মাণ করা হয়।

সার্বিক সুবিধাদি সম্বলিত এ ধরণের গ্রামীণ বাজার বাংলাদেশে এই প্রথম। উল্লিখিত অবকাঠামোর উন্নয়নের ফলে প্রকল্পেরর আওতায় বাজারসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ, আধুনিক ও মডেল বাজার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়তন ও অবস্থান ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেটটি সর্বমোট ১.৪১ একর জমির উপর নির্মিত। বাস্তবে মার্কেট স্থাপনার আওয়ায় ১.০০ একর জমি এবং অবশিষ্ট ০.৪১ একর জমি পার্শ্ববর্তী রাস্তা ও পুকুর হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। বর্ণিত সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীর তুরাগ নদীর তীরে অবস্থিত। বাজারটি ঢাকা আরিচা মহাসড়ক হতে গাবতলী বেড়িবাঁধ ধরে প্রায় ১/২ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত। বেড়িবাঁধ হতে মার্কেটের সাথে পাকা সংযোগ সড়ক রয়েছে।

বিদ্যমান অবকাঠামোর সুবিধা ঃ

নং	অবকাঠামোর সুবিধার বিবরণ	পরিমাণ
০১	জমির পরিমান	১.৪১ একর
০২	ওয়াশিং এরিয়া	২২০ বর্গফুট
০৩	অকশন এরিয়া	৯১৭ বর্গফুট
০৪	সটিং, গ্রেডিং এবং ড্রাইং এরিয়া	৫০০ বর্গফুট
০৫	ড্রাই ষ্টোরেজ	১,২৫২ বর্গফুট
০৬	প্রিকুলিং এরিয়া	৩০৫ বর্গফুট
০৭	কুলিং এরিয়া	৬৯০ বর্গফুট
০৮	গোডাউন	৩৬৪ বর্গফুট
০৯	আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভার	৫০ বর্গফুট
১০	টয়লেট এরিয়া	৭১৬ বর্গফুট
১১	মার্কেট ম্যানেজমেন্ট কমিটি অফিস	৫৪৫ বর্গফুট
১২	ট্রেনিং সেন্টার	১,৬৩৫ বর্গফুট
১৩	ভেজিটেবলস সেলস এরিয়া	৫,৪৬৫ বর্গফুট
১৪	উইমেন্স কর্ণার	৫৪০ বর্গফুট
১৫	ফ্রুট এন্ড স্পাইসেস সেলস এরিয়া	৩,১৭০ বর্গফুট
১৬	স্পেসিয়ালাইজড এরিয়া ফর ভ্যালু এডিশন	২,৩৪৮ বর্গফুট
১৭	লোডিং-আনলোডিং এরিয়া	৭,২৬২ বর্গফুট
১৮	পার্কিং এরিয়া	৩,৮০০ বর্গফুট
১৯	ইন্টারনাল ড্রেইন	৪১০ বর্গফুট
২০	ইন্টারনাল রোড	১৭,৫০০ বর্গফুট
২১	গ্যারেজ	২৮১ বর্গফুট
২২	গার্ডসেড	১২২ বর্গফুট
২৩	ডাস্টবিন	২১৫ বর্গফুট
২৪	সাব-স্টেশন (যন্ত্রপাতি সহ)	৭১০ বর্গফুট

বিদ্যমান লজিস্টিক সুবিধা ঃ

- পরিবহণ সুবিধাঃ কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য ঢাকাস্থ গাবতলী সেন্ট্রাল মার্কেটে ০৬টি রিফারভ্যান (কুলিং সুবিধাসহ) ও ০৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি ট্রাক রয়েছে। এগুলো পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট ভাড়ার হার নির্ধারণ আছে।
- কুল চেম্বার সুবিধাঃ কৃষি ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য ২০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০৩টি কূল চেম্বার রয়েছে যা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- পাইকারী প্রসেসিং সুবিধাঃ হিমাগারটির সাথে সব্জি ও ফল প্রমিতকরণ, প্যাকেজিং সুবিধাসহ সকল ধরণের কর্তনোত্তর সেবা (Post Harvest Management) প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।
- উৎপাদিত কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার চেইনের ভিত্তি কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ও কৃষিপণ্য রপ্তানীতে কার্যকর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা।
- কৃষিপণ্যের উৎপাদনকারী, ব্যবসায়ী ও সরবরাহকারীদের পণ্য সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার (Post Harvest) সকল সুবিধা একই স্থান হতে (One stop Service Centre) প্রদান নিশ্চিত করা।

সেন্ট্রাল মার্কেটের আয়-ব্যয় ঃ

সেন্ট্রাল মার্কেট হতে পরিচালিত আয় হতে অবকাঠামোর মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট অর্থ প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি এর নামে ব্যাংকে রক্ষিত হিসাবে জমা করা হয়। বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি আয়-ব্যয়ের বিষয়টি তদারকি করে থাকেন। গত ৩০শে জুন,২০১৮ তারিখ পর্যন্ত মার্কেটের এফডিআর ফান্ডে প্রায় ৪৯.৫৪ লক্ষ টাকা এবং চলতি হিসাবে প্রায় ১৮.০৩ লক্ষ টাকা রক্ষিত আছে।

বাজারের অবস্থান ও ধরণ ঃ

এনসিডিপি নির্মিত ৭৫টি বাজারের মধ্যে ১৫টি পাইকারী বাজার জেলা সদরে ও ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট উপজেলা পর্যায়ে বিস্মৃত এবং সেন্ট্রাল মার্কেটটি ঢাকার গাবতলীতে অবস্থিত। তাছাড়া 'পাবা' প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ০৬টি পাইকারী বাজার প্রকল্পভূক্ত ০৬টি জেলায় অবস্থিত।

নং	জেলার নাম	বাজারের সংখ্যা				বাজারের ক্যাটাগরী
		গ্রোয়ার্স	পাইকারী	সেন্ট্রাল মার্কেট	মোট	
১	শেরপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
২	বরিশাল	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৩	যশোর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৪	হবিগঞ্জ	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৫	দিনাজপুর	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৬	নোয়াখালী	-	০১	-	০১টি	পাবা বাজার
৭	ঢাকা	-	-	০১টি	০১টি	এনসিডিপি বাজার
৮	রাজশাহী	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
৯	রংপুর	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১০	বগুড়া	০৩	০১	-	০৪টি	এনসিডিপি বাজার
১১	দিনাজপুর	০৮	০১	-	০৯টি	এনসিডিপি বাজার
১২	পাবনা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৩	সিরাজগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৪	পঞ্চগড়	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৫	নীলফামারী	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৬	নওগাঁ	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
১৭	লালমনিরহাট	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
১৮	নাটোর	০৪	০১	-	০৫টি	এনসিডিপি বাজার
১৯	ঠাকুরগাঁও	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২১	গাইবান্ধা	০২	০১	-	০৩টি	এনসিডিপি বাজার
২২	কুড়িগ্রাম	০১	-	-	০১টি	এনসিডিপি বাজার
২৩	জয়পুরহাট	০৫	০১	-	০৬টি	এনসিডিপি বাজার
সর্বমোট		৬০	২১	০১টি	৮২টি	

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদি ঃ

এনসিডিপি বাজারগুলোতে ব্যবসার নিমিত্ত সর্বমোট ১,৬৪৩টি স্পেস রয়েছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুসারে এ সকল স্পেসগুলোর মধ্যে ৭২৮টি স্পেস এফএমজি ভূক্ত কৃষক, ৬২০টি স্পেস সাধারণ ব্যবসায়ী এবং অবশিষ্ট ২৯৫টি মহিলা কর্ণার দোকান মহিলা ব্যবসায়ীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। "কৃষিপণ্যের পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৬টি বাজারের মধ্যে প্রতিটি বাজারে ২৪টি দোকান/স্টল, ২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি গোডাউন শেড, টয়লেট, গোহাঁটা ও ০১টি কসাইখানা রয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের বিভিন্ন সুবিধা ঃ

বাজারে বিদ্যমান সুবিধাদির বর্ণনা	পাবা বাজার	এনসিডিপি বাজার
২৫০ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম	০৬টি	-
৫ মেঃটন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কুল চেম্বার	-	০৭টি
দোকান/স্টল	১৪৪টি	-
ওপেন স্পেস (সাধারণ)	-	৬২০টি
ওপেন স্পেস (এফএমজি)	-	৭২৮টি
মহিলা কর্ণার	-	২৯৫টি
শেড	১৮টি	-
কসাই খানা	০৬টি	-
অফিস/ট্রেনিং রুম	০৬টি	৭৫টি

বাজার পরিচালনা পদ্ধতি ঃ

এনসিডিপি ও পাবা বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত নীতিমালা রয়েছে। এ সকল নীতিমালার আওতায় বাজারসমূহ পরিচালনা করা হচ্ছে। এ সকল নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক বাজারের জন্য একটি বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতি এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা বাজার কর্মকর্তা/জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এনসিডিপি বাজারের নীতিমালা অনুযায়ী যে সকল বাজার পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত সে সকল বাজারের বাজার ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা কমিটির সভাপতি হিসেবে পৌর মেয়র দায়িত্ব পালন করছেন। উক্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি বাজারের দোকান/স্পেস বরাদ্দ প্রদানসহ বাজার ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

বাজারের আয়-ব্যয় ঃ

এনসিডিপি বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৫০% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ৫০% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্ত বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পাবা বাজার পরিচালনা নির্দেশিকা অনুযায়ী স্পেস/দোকান ভাড়া বাবদ আদায়কৃত রাজস্ব হতে ৭৫% সরকারী কোষাগারে জমাদান এবং অবশিষ্ট ২৫% বাজার রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামতের নিমিত্তে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ হিসাবে জমা করা হয়। উক্ত জমাকৃত অর্থ হতে বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্ত্বাবধানে বাজারের রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

এনসিডিপি ও পাবা বাজারের আয়-ব্যয়ের হিসাব ঃ

(লক্ষ টাকায়)

বাজারের ক্যাটাগরি	বাজারের সংখ্যা	শুরু থেকে জুন/১৮ পর্যন্ত আয়-ব্যয় (টাকা)			
		মোট আয়	সরকারী কোষাগারে জমা	বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যাংক একাউন্টে জমাদান	মোট ব্যয়
পাবা বাজার	৬	১৮৭.৮১	১৭৪.১৬	১৩.৬৫	৩.১০
এনসিডিপি বাজার	৭৫	১৩৬.৬৪	৬৭.৯১	৬৮.৭৩	২৪.৩৪
মোট=	**৮১**	**৩২৪.৪৫**	**২৪২.০৭**	**৮২.৩৮**	**২৭.৪৪**

(ঙ) প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা

কার্যাবলী ঃ

- অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের বৈদেশিক এবং অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৫ তারিখের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- অধিদপ্তরের বিভাগীয় এবং জেলা অফিসসমূহের সাথে বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারী বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সাথে বিভাগীয় কার্যাদির সমন্বয় সাধন;
- প্রতি মাসের ০২ (দুই) তারিখের মধ্যে অধিদপ্তরের মাসিক কার্যাবলী সম্পর্কে নির্ধারিত 'ছক'-এ কৃষি মন্ত্রণালয়ে
- প্রতিবেদন প্রেরণ;
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- দেশের সকল জেলা মার্কেটিং অফিস হতে প্রাপ্ত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- জেলা পর্যায়ের অফিস কর্তৃক সম্পাদিত বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট সংগ্রহ ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;
- প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা;
- প্রধান কার্যালয়ে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা;

সমন্বয় সভার আয়োজন ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও বিভাগীয় উপ-পরিচালকগণের সমন্বয়ে প্রত্যেক মাসে মাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বিভিন্ন সমস্যা, কাজের অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরবর্তী সভায় তার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণ ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সমন্বয় শাখা হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নিম্নলিখিত প্রতিবেদনসমূহ কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে ঃ

- ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কার্যাবলী সম্পর্কিত ১২ মাসে ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তের আলোকে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমুহের ১২টি অগ্রগতি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত ১২টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের নির্ধারিত ছক অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের কর্মকান্ডের ০১টি প্রতিবেদন কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

- কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের অগ্রগতির তথ্য পুস্তিকারে প্রকাশের লক্ষ্যে (তথ্য ও ছবিসহ) কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও সমন্বয় শাখা হতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় হার্ড ফাইলে ২৪১টি এবং ই-ফাইলে ২১১টি পত্র জারী করা হয়েছে।

দেশে ও বিদেশে অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ঃ

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ ঃ

আধুনিক সেবা প্রদানের পূর্ব শর্ত হলো দক্ষ মানব সম্পদ। সে লক্ষ্যে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী এবং Refresher Training-এর আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা, পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ক নির্দেশনা, Right to Information (RTI) Act with proactive Disclosure, National integrity Strategy (NIS), সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫, গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত হাজিরা) অধ্যাদেশ, ১৯৮২, অফিসে উধর্ষ্তন কর্মকর্তা ও দপ্তরে আগত ব্যক্তিবর্গের সাথে আচরণ, দাপ্তরিক সভা এবং অতিথি আপ্যায়নের জন্য চা-নাস্তা ও পানীয় সরবরাহের বিষয়ে করণীয়, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের অপচয় রোধকল্পে দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা, নোট লিখন ও নথি উপস্থাপনা, গাড ফাইল, ই-মেইল-এ পত্র প্রেরণ, দাপ্তরিক পত্রঃ রকমফের, লিখন রীতি ও প্রেরণ, Public Procurement Act, 2006, Public Procurement Regulations, 2008, Procurement Process of Goods, Works & Services, Annual Performance Agreement, 2017-2018, Sustainable Development Goals, Citizen's/Client's Charter, টিম বিল্ডিং, উদ্ভাবন বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী ধারণা সৃজন, বাছাই ও দলগঠন, নির্বাচিত সেবার উদ্ভাবনী ডিজাইন, উদ্ভাবনী আইডিয়া ডিজাইন, উপস্থাপন ও পর্যালোচনা, সেবায় উদ্ভাবনী ডিজাইন (আইডিয়া) চূড়ান্তকরণ, ইনোভেশন ধারণা, ইনোভেশন টিম ও কর্মপরিধি এবং ইনোভেশন টিমের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে নির্দেশিকা পর্যালোচনা ও উপস্থাপনা, উদ্ভাবনী আইডিয়া বাস্তবায়নের এ্যক্টিভিটি প্লান উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, অধিদপ্তরের উদ্ভাবন (২০১৭-২০১৮) কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন, পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ, নাগরিক সেবায় সোশ্যাল মিডিয়াঃ করণীয় ও বর্জনীয়, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদাহরণ, উপস্থাপিত উদ্ভাবনী উদাহরণের শিখন সংকলন, প্রেক্ষিত ভিন্নতা, সেবায় জনবান্ধবতার নিয়ামক, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবন এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদাহরণ, ওয়ার্কশপ পর্যালোচনা এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ভিশন, মিশন ও করণীয়, ই-ফাইলিং, Implementation Strategy of APA & it's Future Challenges: DAM Perspectives, Effective Communication & its impact on Administration, Total Quality Management for Better Service Delivery, বেতন নির্ধারণ, ভ্রমনভাতা বিল, পেনশনঃ প্রস্তুতি ও নির্ধারণ, নির্ধারিত ছুটি বিধিমালা, ১৯৫৯, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, তথ্য অধিকার আইন,২০০৯, নৈতিকতা ও সেবাপরায়ণতা, পরিচ্ছন্নতা ও অফিস পরিবেশ উন্নয়ন, পত্র জারী, পত্র গ্রহণ, নথি প্রেরণ, নথি গ্রহণ, নথি চলাচল সম্পর্কে দায়িত্ব, সরকারী (অবসর) আইন,১৯৭৪, সরকারি (অবসর) বিধিমালা,১৯৭৫, পেনশন ও আনুতোষিক, Agri-Entrepreneurship & Supply Chain Management-বিষয়ক ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগ এবং সদর দপ্তর, ঢাকায় কর্মরত ৩১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া উন্নয়ন বাজেটের প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী, এনজিও কর্মী, কৃষক ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিসহ মোট ৬,২০০ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচী, দাতা সংস্থা ও বিভিন্ন দেশের সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় চীন, ভারত, মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় স্বল্প মেয়াদী ০৬টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ০৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নানাবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প এবং কর্মসূচী'র মাধ্যমে মোট ১২ টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। যথাঃ

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় সমাপ্ত শস্য বহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) মাধ্যমে ১৯৯৯-২০০৪ সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোরে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় ডালকলাই ও তৈলবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী, মিলার ও উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ৪(চার)টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সমাপ্ত শস্যবহুমূখীকরণ কর্মসূচী'র (সিডিপি) আওতায় নির্মিত প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন। প্রত্যেক ভবনের ২য় তলায় একটি প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। সেখানে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণ কক্ষের পার্শ্বে প্রসস্থ খোলা জায়গা ও ১টি ব্যালকনী আছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষ ব্যবহারের জন্য মাইক্রোফোন ও প্রজেক্টর সিস্টেম আছে।

অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সমন্বিত মান সম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) -এর আওতায় প্রকল্পের অধীনে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী ১২টি জেলার মোট ১৩,৭২০ (তের হাজার সাতশত বিশ) জন কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারীর সমন্বয়ে ৬৮৬ (ছয়শত ছিয়াশি)টি গ্রুপ গঠন পূর্বক উদ্যান ফসলের বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যে নরসিংদী, কুমিল্লা, রংপুর ও খুলনা জেলায় মোট ০৪(চার)টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ কাজ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হয়েছে। বর্তমানে ০৪(চার)টি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বিভাগীয় ও জেলা অফিস স্থানান্তর করা হয়েছে। চারতলা বিশিষ্ট প্রত্যেকটি অফিস-কাম- প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারের প্রতিটি ফ্লোর ৩,৫০০ বর্গফুট আয়তনের। প্রত্যেকটি ভবনের ১ম ফ্লোর প্রসেসিং এবং ডিসপ্লে সেন্টার, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, সভা কক্ষ, ডাইনিং, কিচেন, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তার রুম, ওয়েটিং প্লেস এবং ৪র্থ তলায় প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০-১১০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া ঢাকাস্থ সাভারে প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে নির্মিত ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় এবং আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

সমাপ্ত শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম (শগঋক)-এর আওতায় প্রকল্পের ডিডিপি অনুযায়ী প্রকল্প এলাকায় কৃষকের পণ্যের উপর্যুক্ত মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে শস্য সংরক্ষণ, রক্ষণা-বেক্ষণ, সংরক্ষণে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ, ঋণ ব্যবস্থাপনা এবং শস্যের রূপান্তরগত, স্থানগত, সময়মত ও পেশাগত উপযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে হাতে কলমে কারিগরী ও প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১৯৮৭ সালে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলায় ০১(এক)টি এবং ১৯৯১-৯২ সালে মাগুড়া জেলার সদর উপজেলায় ০১(এক)টিসহ মোট ০২(দুই)টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় পঞ্চগড় (বোদা) ৫৩ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত টিনশেড ভবন। এই ভবনটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এলাকা কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১টি ডরমেটরী আছে। ডরমিটরীতে প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা রয়েছে। মাগুরা আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ২০ শতক জমির উপর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতল ভবন। এই ভবনটি আঞ্চলিক অফিস- কাম- প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেখানে ১৪-১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ভবনের ২য় তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ ও আঞ্চলিক অফিস অবস্থিত। এই ভবনের ২য় তলায় ২টি গেষ্ট রুম । সেখানে ৪জন থাকার ব্যবস্থা আছে এবং ভবনের নীচতলায় প্রশিক্ষণার্থী-দের আবাসন সুবিধা রয়েছে। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঃ

সমাপ্ত মুজিবনগর সমন্বিত কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যয় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় হ্রাসকরণ-এর লক্ষ্যে প্রকল্পকালীন সময়ে ২০০টি স্বপ্রণোদিত কৃষক দলের সদস্যসহ ৪,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার নিমিত্ত চুয়াডাংগা জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-অফিস ভবনটি ১৫ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতি ফ্লোর ২,৫০০ বর্গফুট আয়তনের তিন তলা ভবন। ভবনের নীচ তলায় প্রশিক্ষণ কক্ষ, ২য় তলায় অফিস, ৩য় তলায় ডরমেটরী। প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রায় ১০০ (একশত) জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। পাশে একটি ওয়েটিং, একটি ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি রেস্ট রুম এবং এটাস্ট টয়লেট রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অধীনে বিভিন্ন সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্পের আওতায় কৃষক প্রশিক্ষণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন-ভিন্ন কাঠামোর উল্লিখিত ট্রেনিং সেন্টারসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে। এই সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত ভিন্নতা ছাড়াও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও পার্থক্য বিদ্যমান। এছাড়া প্রশিক্ষণ আয়োজনের সুবিধার্থে একাধিক ট্রেনিং সেন্টারের সাথে আবাসিক সুবিধাও বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল ট্রেনিং সেন্টারসমূহের বিদ্যমান সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর ব্যবহার ও পরিচালনা বিষয়ে একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকা অনুযায়ী কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে।

(চ) বাজার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ শাখা

কার্যাবলী ঃ

- বাংলাদেশ কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) এর আওতায় মাঠ পর্যায় হতে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করার উপযোগী বাজারের প্রস্তাব যাচাই বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বাংলাদেশ কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রস্তাবিত মেয়াদ উত্তীর্ণ জেলা বাজার উপদেষ্টা কমিটির প্রস্তাব যাচাই বাছাই পূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও গেজেটে অনুমোদনের জন্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বাংলাদেশ কৃষি পণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) এর আওতায় দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারের বাজার কারবারীদের জন্য তফসিলভূক্ত কৃষি পণ্যের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতি ০৩(তিন) বৎসর মেয়াদে মার্কেট চার্জ নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন ।
- জেলা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে মার্কেট চার্জ বাস্তবায়নে মনিটরিং কার্যক্রম।
- বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন,১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) এর আওতায় সময়ে-সময়ে দেশের সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহে বাজার কারবারীগণকে প্রদত্ত লাইসেন্স এর হার নির্ধারণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
- কৃষিপণ্যের লাইসেন্স এর আওতায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নন-ট্র্যাক্স রেভিনিউ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জেলা পর্যায়ে মনিটরিং, নিরীক্ষা ও উক্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ।
- বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) এর আওতায় দেশে বিদ্যামান প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহে মান সম্পন্ন পরিমাপ যন্ত্র ও ওজন পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ এর লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
- বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) এর আওতায় জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত কোন অভিযোগ মিমাংসায় প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান।
- জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পাদন।
- জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/কৃষিমন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিশের জবাব (৭১ বিধি ও ৭৩ বিধিতে প্রদত্ত) সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সম্পর্কিত গৃহীত যাবতীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির আলোচ্য সূচীর আলোকে প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- জেলা প্রশাসক সম্মেলনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সংক্রান্ত গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়ন অগ্রগতির মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- কৃষি বিপণন আইন ও বিধি প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- বিভিন্ন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থার প্রস্তাবিত আইনের উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- অধিদপ্তরের জেলা কার্যালয়সমূহের চাহিদা মোতাবেক লাইসেন্স ফরম, আবেদন ফরম, নোটিশ ফরম ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে সরকারী মুদ্রণালয় হতে মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- জেলা কার্যালয় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রজ্ঞাপিত বাজারসমূহের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারীদের তালিকা হালনাগাদকরণে যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
- ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কেন্দ্রীয় বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবানসহ অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন।
- ঢাকা সেন্ট্রাল মার্কেটের কেন্দ্রীয় বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ঃ

বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫) ঃ

কৃষিপণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে উৎপাদক ও ক্রেতার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অবিভক্ত ভারত উপমহাদেশে ১৯২৮ সালে 'রয়েল কমিশন অন এগ্রিকালচার' এর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দেশে উৎপাদিত কৃষিজাতপণ্য গুদামজাতকরণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৫৯ সালে The Warehouses Ordinance, 1959 এবং কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় ও বাজারসমূহ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালে The Agricultural Produce Markets Regulation Act, 1964 প্রণয়ন করা হয় এবং বাজার ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে ১৯৮৫ সালে এ আইনটি সংশোধন করা হয়।

উক্ত আইনসমূহ ইংরেজি ভাষায় প্রণীত। ইংরেজি ভাষায় প্রণীত আইনসমূহ পরিবর্তন ও সংশোধনক্রমে বাংলা ভাষায় কৃষিজাতপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে যুগোপযোগী একটি নতুন আইন প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। সে মোতাবেক আইন ও অধ্যাদেশ দুটি রহিত করে বাংলা ভাষায় নতুন আইন প্রণয়নের নিমিত্ত সকল অত্যাবশ্যকীয় প্রক্রিয়া ও অনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে প্রস্তাবিত কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮ এর খসড়া মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয় এবং আইনটি মন্ত্রীসভা বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। অতপরঃ খসড়া আইনটি ভেটিং এর জন্য আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয়ের লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হলে লেজিসলেভিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ হতে খসড়া আইনটির কিছু বিধানকে সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত করে ভেটিংকৃত বিলের খসড়াটি কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে আইনটি মন্ত্রীপরিষদ বিভাগে চুড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষণা ঃ

"বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন,১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫)-এর অধীনে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক সমগ্র বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৯২৪টি বাজারকে প্রজ্ঞাপিত বাজার হিসেবে ঘোষণা করে বাজারসমূহের পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদার, কমিশন এজেন্ট ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণির প্রায় ৫০ হাজারেরও অধিক কৃষিপণ্যের বাজারকারবারীদের লাইসেন্সের আওতায় আনা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপিত বাজারের লাইসেন্সধারী বাজারকারবারী ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় নির্মিত বাজার অবকাঠামো ব্যবহারকারী কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে কর বহির্ভূত রাজস্ব (NTR) আয় আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করা হয়।

লাইসেন্স ইস্যু ঃ

বাংলাদেশ কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন,১৯৬৪(সংশোধিত,১৯৮৫)-এর অধীনে প্রজ্ঞাপিত বাজারের বাজার কারবারীদের অনুকূলে লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকে।

রাজস্ব আদায় ঃ

বিদ্যমান বাজার নিয়ন্ত্রন আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট বাজার কারবারীদের জন্য লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের জন্য নির্ধারিত হারে ফি প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণীর বাজারকারবারীদের জন্য ধার্যকৃত লাইসেন্স ফি ও নবায়ন ফি সংক্রান্ত তথ্য এবং গত ০৪ বছরের বিভাগ ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিম্নরূপ ঃ

টেবিল-১: কৃষিপণ্যর বাজারকারবারীদের শ্রেণী ভিত্তিক লাইসেন্স প্রদান ঃ

শ্রেণী বিভাগ	লাইসেন্স ফি	লাইসেন্স নবায়ন ফি
ক) পাইকারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, মজুদদার	৫০০/-	৫০০/-
খ) কমিশন এজেন্ট, ব্রোকার (দালাল), কয়াল, গুদামজাতকারী	৪০০/-	৪০০/-
গ) ওজনদার, পরিমাপকারী, নমুনা সংগ্রহকারী, যাচনদার অথবা গ্রেডার	১০০/-	১০০/-

টেবিল-২: রাজস্ব আদায়ের পরিমান ঃ

(লক্ষ টাকা)

বিভাগ	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ঢাকা	৫৩.০৬	৫৪.৪২	৫২.৪২	৫২.৯৯
চট্টগ্রাম	৩৬.০৯	৪৪.০৮	৩৭.৩৬	৩৪.২৮
সিলেট	-	-	৭.৯৫	৮.৩১
রাজশাহী	২৩.৩২	২৭৩৬৭	২২.১০	২১.৯১
রংপুর	-	-	৬.২১	৮.৪০
খুলনা	২৫.৩৪	৩১.৬৯	২৩.১৫	২৩.৭২
বরিশাল	-	-	১৩.১১	১৩.০১
মোট	১৩৭.৮১	১৫৭.৮৬	১৬২.১৭	১৬২.৬৪

২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত বিভাগ ওয়ারী রাজস্ব আদায়ের রেখা চিত্র ঃ

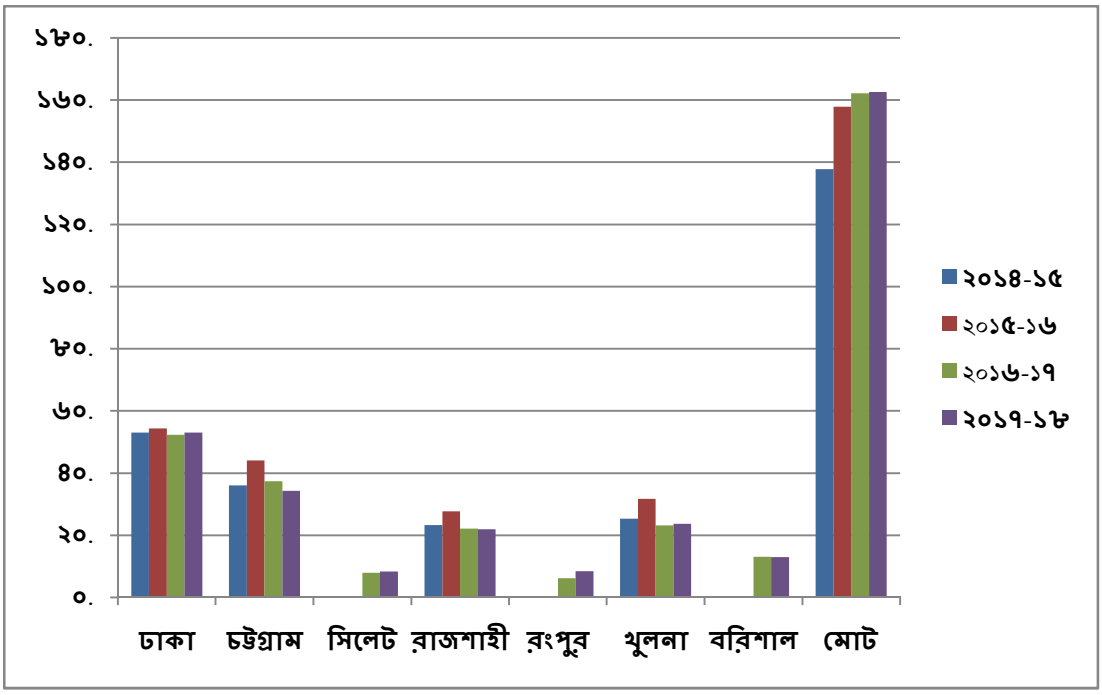

(ছ) গবেষণা শাখা

গবেষণা শাখার নিয়মিত কার্যাবলী ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন খরচ ও অর্থনৈতিক লাভ লোকসান নিরূপন করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মূল্য বিস্তৃতি, ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন খরচ ও বিপণন মার্জিন নিরূপন করা;
- কৃষিপণ্যের মাসিক মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- মাসিক প্রাপ্ত বাজার দরের ভিত্তিতে গড় বাজার দর প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ, উদ্বৃত্ত, ঘাটতি পরিস্থিতি এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- পণ্যের সরবরাহ, বিপণনজনিত সমস্যা চিহ্নিত ও উহার সমাধানকল্পে পরামর্শ প্রদান;
- কৃষিপণ্যের সরবরাহ বিঘ্নিত হলে, মূল্য কম/বৃদ্ধি বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সেই পণ্যের পরিস্থিতি প্রতিবেদন (situation report) প্রস্তুত করে তা সরকারকে অবহিত করা।

গবেষণা শাখা ভিত্তিক বিশেষায়িত কার্যাবলী ঃ

গবেষণা শাখা- ১ (খাদ্য শস্য এবং ডাল- কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল) এর কার্যাবলী ঃ

- আমন, বোরো ও গম মৌসুমে ধান, চাল ও গমের সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যে উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- নিয়মিতভাবে ধান, চাল, গম, আটা ও ভূট্টা ফসলের মাসিক পরিস্থিতির প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- সারা দেশের সাপ্তাহান্তিক বাজার দর সংকলনের মাধ্যমে ধান, চাল, গম ও ভূট্টা এর জাতীয় গড় বাজার দর পরিসংখ্যান প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল ও গম এর জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করে বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা;
- মাসিক ভিত্তিতে মোটা চাল, লাল গম ও খোলা আটার জাতীয় গড় বাজার দরের প্রতিবেদন খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারন ইউনিট, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- সময় সময় কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে চাহিত তথ্য অনুসারে ধান, চাল ও গমের বাজার দর সরবরাহ ও আমদানি পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী খাদ্য শস্যের বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করা হয়;
- ধানের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;

ডাল- কলাই, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় ফসল ঃ

- জাতীয় পর্যায়ে ডাল, কলাই, তেল ও মসলার মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়;
- পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন খরচ নির্ণয় করে ওয়েব সাইটে প্রকাশ;

- ডাল, কলাই, তেল ও মসলার সাপ্তাহিক, মাসিক জাতীয় গড় বাজারদর হ্রাস-বৃদ্ধি এবং তুলনামূলক তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন তৈরী করা হয়;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ডাল, কলাই, তেল ও মসলার বাৎসরিক জাতীয় গড় বাজার দর প্রস্তুত করা হয়;
- পেঁয়াজ ও রসুনের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;
- মৌসুম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকারের ডাল, মসলা জাতীয় পণ্য বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন ও আদার উৎপাদন খরচ, মূল্য বিস্তৃতি, চাহিদা ও সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রেরণ করা হয়;
- পবিত্র রমজান মাস এবং ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা এর সময়ে ছোলা, বুটের ডাল, মসুর ডাল, খেসারী ডাল, সয়াবিন তেল ও অত্যাবশ্যকীয় মসলার বাজার দর সহনীয় পর্যায়ে রাখার নিমিত্ত মহানগরীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাইকারী বাজারের ব্যবসায় সমিতির সাথে মত বিনিময় করা হয়।

গবেষণা শাখা- ২ (অর্থকরী ফসল এবং প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ) এর কার্যাবলী ঃ

বাজার দর ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ঃ

- পাট, তামাক ও তুলা জাতীয় অর্থকরী ফসলের জেলা পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে খুচরা ও পাইকারী বাজার দরের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ইউরিয়া, টিএসপি, এমপি, দস্তা, জিপসাম, গোবরসহ জৈব ও অজৈব সারের ৬৪টি জেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাপ্তাহিক পাইকারী ও খুচরা বাজার দর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অপ্রধান কৃষি পণ্যের (যেমন- বাঁশ, নারিকেল, তেঁতুল, মধু, বনজ এবং জ্বালানি কাঠ প্রভৃতির) মাসিক খুচরা বাজার দর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- ৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ভেষজ (যেমন- আমলকী, হরতকী, নিমপাতা, মেহেদী পাতা ইত্যাদি) কৃষিপণ্যের মাসিক খুচরা বাজার দর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।

কৃষিপণ্যের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ ঃ

প্রতি বছর কৃষক পর্যায় হতে তামাক কোম্পানী ও ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক তামাক ফসলের ক্রয়কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তার জন্য ১৯৭৭ সনে গঠিত কৃষি মূল্য উপদেষ্টা কমিটির সভা আহবানের মাধ্যমে প্রতি বছর তামাক ক্রয় বিক্রয় মৌসুমের পূর্বেই তামাক ফসলের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত মূল্যে তামাক ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয় কেন্দ্রসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সর্বনিম্ন মূল্য প্রদর্শণের পাশাপাশি লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে অবহিত করা হয়। এছাড়াও তামাকের উৎপাদন ও কিউরিং বিষয়ে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সম্মতি নির্দেশনা (Compliance Guideline) উন্নয়নের নিমিত্ত একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে যার কার্যক্রম চলমান আছে। তাছাড়া, দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার তামাক ফসলের গ্রেডিং পূনঃ নির্ধারণের জন্য গঠিত সাব কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। পাশাপাশি তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক তুলা ফসলের মূল্য নির্ধারণী সভায় অত্র অধিদপ্তর তার যথাযথ ভূমিকা রেখে আসছে।

প্রাণীজ ও মৎস সম্পদ ঃ

৬৪টি জেলা ও ৪টি উপজেলা হতে প্রাণীজ ও মৎস্য সম্পদ এর তথ্য নিয়মিতভাবে সংগ্রহের মাধ্যেমে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর, তুলনামূলক বিবরণী, হ্রাস-বৃদ্ধির পর্যালোচনা প্রতিবেদন, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বাজাদর প্রস্তুতকরণ এবং উৎপাদন বিশেষায়িত জেলা চিহ্নিত করে পণ্যের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য বিস্তৃতি এবং ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর সহনীয় রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মোরগ-মুরগী ও মাছের উৎপাদন খরচ, বিপণন ও মূল্য বিস্তৃতি সম্পর্কে অবগত/ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন পাইকারী ও খুচরা বাজারের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, উৎপাদক, আড়ৎদার, মোরগ-মুরগী ব্যবসায়ী, মাছ ব্যবসায়ী, ভোক্তা, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে ভোক্তা পর্যায়ে বাজারদর যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং, বাজারে মূল্য প্রদর্শন, মেট্রিক পদ্ধতির বাস্তাবায়ন ও ওজনে কারচুপি/প্রতারণা থেকে রক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। বাজারগুলিতে বাজার কমিটি কর্তৃক তদারকী ও সমন্বয় অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা, যাতে ভোক্তা যৌক্তিক ও সহনীয় পর্যায়ে পণ্য ক্রয় করতে পারেন সে বিষয়ে নিয়মিত মনিটর করা হয়।

গবেষণা ও নীতি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ঃ

IFPRI পরিচালিত Food Security এবং Climate change readiness assessment সংশ্লিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ এবং বিশ্লেষণী কার্যে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আত্ততাধীন FPMU কর্তৃক প্রণীত খাদ্য নীতি ও Country Investment Plan (CIP)- এর উপর পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে।

গবেষণা শাখা- ৩ (শাক-সব্জি ও ফলমুল) এর কার্যাবলী ঃ

- মৌসুম ভিত্তিক শাক-সব্জির উৎপাদন খরচের ব্যয় প্রাক্কলন প্রস্তুত করা;
- মাসিক ভিত্তিক বিভিন্ন শাক-সব্জির পাইকারী ও খুচরা এবং বিভিন্ন ফলের পাইকারী জাতীয় গড় বাজার দর পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- আলু উৎপাদন মৌসুমে হিমাগারে আলু সংরক্ষণের নিমিত্ত ঋণ প্রদানের সুবিধার্থে চলতি মূলধনের পরিমাণ নিরুপণের জন্য বর্তমান বাজারদর বিভিন্ন সংস্থা/ব্যাংকে সরবরাহ করা;
- পাবর্ত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙ্গমাটি) উৎপাদিত কমলা ও মাল্টার উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- শাক-সব্জি জাতীয় ফসলের উৎপাদন খরচ নির্ণয় ও ওয়েব-সাইটে প্রকাশ;
- আলু, টমেটো ও বেগুনের গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ;
- আলু ফসলের উৎপাদন, বিপণন, সংরক্ষণ পরিস্থিতির উপর সার্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রতি মাসে সারাদেশের আলু খালাসের প্রতিবেদন প্রস্তুত করা;
- প্রতি বছর সারাদেশের হিমাগারের সংখ্যা, ধারণ ক্ষমতা ও সংরক্ষণের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সংস্থায় প্রেরণ করা।
- গবেষণা শাখাসমূহের অন্যান্য কার্যাবলী
- কৃষি বিপণন প্রক্রিয়ায় পণ্যের অবচয় ও ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং এর কারণ ও প্রতিকার নির্ণয়ের জন্য
- প্রয়োজনীয় সমীক্ষা পরিচালনা করা;

- মূল্য ও সরবরাহ পরিস্থিতি সংক্রান্ত সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক ও বিশেষ পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পাদন করা;
- ফসলের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- কৃষি পণ্যের সংরক্ষণ, পরিবহন এবং মিলিং সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ করা;
- বার্ষিক অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন এবং প্রয়োজনে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য ফসলের বিশ্লেষণমূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন ফসলের নির্ধারিত জমির লক্ষ্যমাত্রা, অর্জিত জমির পরিমান, মাঠে ফসলের অবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান, সম্ভাব্য উৎপাদন এবং জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাগন কর্তৃক প্রেরিত এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বাজার দর নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা, মূল্যের গতিধারা এবং বাজারজাতকরণ সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- বিভিন্ন কৃষিপণ্যের জমি, উৎপাদনের পরিমান ও আমদানি/রপ্তানির পরিসংখ্যান বিশ্লেষনপূর্বক বাৎসরিক চাহিদা, মাথাপিছু প্রাপ্যতা নিরূপণ এবং চাহিদার পূর্বাভাস (Forecasting) সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;
- আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে কৃষিপণ্যের সরবরাহ, মূল্য পরিস্থিতি ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে সীমিত আকারে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ এবং তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজ সম্পাদন করা;
- কৃষিপণ্যের বিপণন, গবেষণা এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন ও তত্ত্বাবধান করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিরীখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নীতিমালার নিরীখে দেশীয় পণ্যের বাণিজ্যিক প্রসারের জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের উৎপাদন, চাহিদা, মূল্য ও ট্যারিফ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহসহ প্রতিবেদন তৈরী ও সরকারকে সুপারিশ করা।

(জ) শস্য গুদাম ব্যবস্থাপনা

(১) শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমটি ভূমিহীন, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষক এবং বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী ও কৃষি উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত শস্যের পরিবেশসম্মত এবং সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে আর্থিক ঋণদানের ব্যবস্থাকারী একটি বিশেষায়িত কার্যক্রম।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- শস্য-কর্তন মৌসুমে স্বল্পমূল্যে অভাব-তাড়িতভাবে (Distress Sale) শস্য বিক্রয়ের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষা করা;
- গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদেরকে সরাসরি প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করা;
- উৎপাদিত শস্যের গুদামজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সুসংরক্ষণ, অপচয়রোধ এবং শস্যের গুণগত ও পুষ্টিমান অক্ষুন্ন রাখা;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক জনগোষ্ঠীকে একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে আনয়নের ব্যবস্থা এবং উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য একটি বিকল্প বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বল্প আয়ের কৃষকদের দারিদ্রের আওতাভুক্ত থেকে বের করে উন্নয়ন ধারায় সম্পৃক্তকরণ;
- কার্যক্রমের আওতাভূক্ত কৃষকদের গুদামজাতকরণ ব্যবস্থাপনায় পারদর্শী করে তোলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে গুদাম পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর।

বর্তমান কার্যক্রম ও সাধারণ বর্ণনা ঃ

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতাভূক্ত রংপুর, শেরপুর, মাগুরা ও বরিশাল অঞ্চলের আওতায় ২৭টি জেলায় ৫৬টি উপজেলায় ৮১টি গুদামের মাধ্যমে এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে। ৮১টি গুদামের মধ্যে ১২টি গুদাম নিজস্ব এবং অবশিষ্ট ৬৯টি গুদাম স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিকট হতে বার্ষিক ভাড়ার ভিত্তিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। চলমান গুদামসমূহে বাৎসরিক গড়ে ৫,১২১ জন কৃষক পরিবারকে ৫,৮৫২ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৮৪৬.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়ে থাকে (বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির গড় হিসাব)।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন তফসিলি ব্যাংকসমূহ যথা- সোনালী, রূপালী, অগ্রণী, জনতা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত গুদামে শস্য জমাদানকারীদের ঋণ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী কার্যক্রমটির মাধ্যমে গুদামে সংরক্ষিত শস্যের বিপরীতে কৃষকদের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গুদাম এলাকার ২ কিলোমিটারের মধ্যে জরীপের মাধ্যমে গুদাম ও ব্যাংক নির্ধারণ, কৃষকদের তালিকা তৈরী, গুদাম সংস্কারকরণ এবং কৃষক/গুদাম রক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ৭ সদস্য বিশিষ্ট গুদামভিত্তিক গুদাম কমিটি এবং একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, গুদাম উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

গুদাম পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য কৃষকদের কাছ থেকে শস্য জমার বিপরীতে গুদাম ভাড়া আদায় করা হয়। আদায়কৃত ভাড়া হতে গুদামের ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

গুদাম উদ্বোধনের সময় হতে প্রথম ২৪ মাস পর্যন্ত গুদামটিকে সরকার হতে সহায়তা (আর্থিক, কারিগরী ও ব্যবস্থাপনাগত সহযোগীতা) প্রদান করা হয়ে থাকে। ২৪ মাস অতিক্রান্ত হলে গুদাম পরিচলনার দায়িত্ব গুদাম কমিটির নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং গুদাম কমিটি সংশ্লিষ্ট উপদেষ্টা কমিটির সহায়তায় গুদাম কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। এ সময় কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক গুদামসমূহ সার্বিকভাবে মনিটর করা হয়ে থাকে।

অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর ঃ

চলমান ৮১টি গুদামের আওতায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ৪,৩৮৮ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন এবং গুদামে ৫,০০৫ মেঃ টন শস্য জমার বিপরীতে ৭০২.১১ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। নিম্নে অঞ্চল অনুযায়ী ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এবং বিগত ৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

২০১৭-২০১৮ **সালের সেবাগ্রহীতা ও ঋণ কার্যক্রম ছক ঃ**

বিভাগের নাম	গুদাম সংখ্যা	কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ (লক্ষ টাকা)	গুদাম তহবিলের পরিমান (লক্ষ টাকা)
ঢাকা	২০	১৩০৮	১২১৮	১১৬.৫৪	২৮.৯০
খুলনা	১৩	৯১৮	৮৭৯	৬৯.৮৭	১৫.০৩
রংপুর	৪৭	২০৬৫	২৮৯১	৫১৫.৭০	৭৬.৭৭
বরিশাল	১	৯৭	১৭	-	০.০৩
মোট=	৮১	৪,৩৮৮	৫,০০৫	৭০২.১১	১২০.৭৩

অংশগ্রহণকারী কৃষক সংখ্যা, শস্য জমা ও ঋণ বিতরণ (৫ বৎসরের অগ্রগতির তথ্য) ঃ

অর্থ বছর	সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষক সংখ্যা (জন)	শস্য জমার পরিমান (মেঃ টন)	ঋণ বিতরণ(লক্ষ টাকায়)
২০১৩-২০১৪	৫৪২৪	৬১৬৩	১৪০৩.০৭
২০১৪-২০১৫	৫৩৯৯	৫৮০৫	৬৩৯.২৭
২০১৫-২০১৬	৬৯৯৫	৮৫০৬	১০১৮.২৬
২০১৬-২০১৭	৩৩৯৯	৩৭৮৩	৪৬৯.৮০
২০১৭-২০১৮	৪৩৮৮	৫০০৫	৭০২.১১
সর্বমোট=	২৫,৬০৫	২৯,২৬২	৪,২৩২.৫১

(২) ওয়ার হাউজ/গুদাম কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়ার হাউজ অর্ডিন্যান্স,১৯৫৯ এর বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য ওয়ার হাউজের জেলা ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন/২০১৮ পর্যন্ত ৮টি বিভাগের ২৪টি জেলা হতে ৬০১টি ওয়ার হাউজের/গুদামের তথ্য পাওয়া যায়, ৬০টি গুদামের/ওয়ার হাউজের লাইসেন্স করা হয়েছে। উল্লেখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নিম্নে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো।

ওয়ার হাউজের পরিসংখ্যান ও লাইসেন্সের সংখ্যা বিভাগ অনুযায়ী দেখানো হলোঃ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	ওয়ার হাউজের সংখ্যা	লাইসেন্স সংখ্যা
১।	ঢাকা	১৪৭টি	-
২।	খুলনা	৮২টি	১০টি
৩।	চট্টগ্রাম	৬৩টি	২৪টি
৪।	রাজশাহী	৩৯টি	২টি
৫।	রংপুর	৪টি	-
৬।	বরিশাল	১৪৮টি	২৪টি
৭।	সিলেট	১১৫টি	-
৮।	ময়মনসিংহ	৩টি	-
	মোট =	৬০১টি	৬০টি

হিমাগার সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

হিমাগারের আলু সংরক্ষণ ঃ

(লক্ষ মেঃ টন)

সন	হিমাগারের সংখ্যা (চালু)	মোট ধারণ ক্ষমতা	মোট সংরক্ষণ	শতকরা হার
২০১৪	৩৪৪	২৫.৭২	২০.০২	৭৮%
২০১৫	৩৪৩	২৭.৩৭	২২.২২	৮১%
২০১৬	৩৫২	২৬.৬৪	২২.২৩	৮৩%
২০১৭	৩৬৩	২৭.৮১	২৫.০৬	৯০%
২০১৮	৩৬৪	২৮.৩৩	২২.৯২	৮১%

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০টি জেলা থেকে সংগৃহীত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় সরাদেশে মোট ৩৬৪টি চালু হিমাগার রয়েছে। গত ৫ বছরে হিমাগারের আলু সংরক্ষণের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সবচেয়ে বেশি আলু সংরক্ষিত হয়েছে ২০১৭ সালে এবং সবচেয়ে কম আলু সংরক্ষিত হয়েছে ২০১৪ সালে ২০.০২ লক্ষ মেঃ টন যা মোট ধারণ ক্ষমতার ৭৮%। ২০১৮ সালে মোট চালু হিমাগারের ধারণ ক্ষমতা ২৮.৩৩ লক্ষ মেঃ টন। ২০১৮ সালে আলু সংরক্ষিত হয়েছে ২২.৯২ লক্ষ মেঃ টন যা চালু হিমাগারসমূহের মোট ধারণক্ষমতার প্রায় ৮১%। অন্যদিকে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে ২৫.০৬ - ২২.৯২ = ২.১৪ লক্ষ মেঃ টন কম আলু সংরক্ষিত হয়েছে। উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রাপ্ত তথ্য মতে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ লক্ষ মেঃ টন এবং ২০১৮ সালে হিমাগারে সংরক্ষিত আলুর পরিমাণ ২২.৯২ লক্ষ মেঃ টন অর্থাৎ মোট উৎপাদনের ২৩% আলু হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আলু গৃহ পর্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ২-৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

(ঝ) আইসিটি সেল

কার্যাবলী ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০টি জেলা নিয়ে পাইলট প্রকল্প হিসাবে ২০০২ সনে এফএও-এর আর্থায়নে এগ্রিকালচার মার্কেট ইনফরমেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (AMMI) চালু হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ১০টি জেলায় আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইন্টারনেট সংযোগ, সদর দপ্তরে একটি সার্ভার স্থাপন এবং একটি Static website উন্নয়ন করা হয় (www.dam.bd.org)। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ১০টি জেলা হতে ডায়াল আপ কানেকশন নিয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে বাজার তথ্য সংগ্রহপূর্বক সদর দপ্তর হতে উক্ত বাজার তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হতো। মূলতঃ এই প্রকল্প দিয়েই চালু হয় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের জেলা পর্যায় হতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাজার তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিটি ছিল অনেকটা সময় সাপেক্ষ। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাপোর্ট টু ইনফরমেন কমিউনিকেশন টেকনোলজি (SICT) প্রকল্পের আওতায় সদর দপ্তরে একটি সার্ভার স্থাপনসহ আরও ২০টি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট ৩০টি জেলায় উক্ত কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য সামগ্রীসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়। এছাড়া পাশাপাশি পূর্বতন ওয়েব সাইট-এর স্থলে ডায়নামিক ওয়েব সাইট (www.dam.gov.bd) উন্নয়ন করা হয়। জেলা পর্যায় হতে অন লাইনে বাজার তথ্য প্রেরণের জন্য লোকাল হোস্ট হিসেবে আলাদা একটি সফটওয়ার তৈরী করা হয়। উক্ত সফটওয়ারে জেলা পর্যায়ে প্রথমে বাজার তথ্য এন্ট্রি করা হয় এবং পরবর্তীতে ইন্টারনেট সংযোগ নিয়ে তা ওয়েব সাইটের এডমিন পোর্টালে প্রেরণ করা হয়। জেলা পর্যায় হতে প্রেরণকৃত বাজার তথ্যসমূহ সদর দপ্তরের ওয়েবসাইটে এডমিন পোর্টাল হতে যাচাই-বাছাই করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। পরবর্তীতে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত এনসিডিপি প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়। প্রতিটি জেলায় প্রকল্পের অর্থায়নে ডায়াল আপ কানেকশন এর মাধ্যমে অন লাইনে বাজার তথ্য প্রেরণ প্রক্রিয়া আরও সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অবশিষ্ট সকল জেলায় কম্পিউটার সরবরাহসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের মাধ্যমে দেশব্যাপী অন লাইন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ইনফরমেশন সিস্টেমের প্রসার করা হয়।

এই কার্যক্রমের আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রম ঃ

- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা হতে কৃষিপণ্যের খুচরা ও মৌসুম ভিত্তিক কৃষক প্রাপ্ত বাজারদর সংগ্রহ করে অন লাইনে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।
- ওয়েবভিত্তিক কৃষিপণ্যের মূল্য, বিপণন ও বাজার ব্যবস্থাপনা সেবা এবং কৃষি ব্যবসা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে।
- প্রতিটি জেলা অফিসের জন্য ই-মেইল (অফিসিয়াল ওয়েব-মেইল) খোলা হয়েছে।
- প্রতিটি জেলায় আগের ডায়াল আপ কানেকশন এর পরিবর্তে মোবাইল মডেম ব্যবহার এর মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারীভাবে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর আওতায় পরিচালিত বাংলা গভনেট প্রকল্পের মাধ্যমে অত্র অধিদপ্তরে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপনসহ আইপি ফোন স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহে অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের সাথে-সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া আইপি ফোনের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় ও প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসকদের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিলবিহীন কথা বলা যাচ্ছে।

- সদর দপ্তরের প্রতিটি শাখায় ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু আছে। বিভাগীয় প্রতিটি কার্যালয় এবং ৩০টি জেলা কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের সকল দপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রমে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অবস্থান খুবই সন্তোষজনক।

- সমন্বিত মানসম্পন্ন উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) এর আওতায় ইংরেজী ওয়েব-সাইটের পাশাপাশি বাংলা ওয়েব সাইট চালু, ওয়েব-সাইটে নতুনভাবে ই-এগ্রিমার্কেটিং ও ই-গর্ভণেন্স, ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড, এস,এম,এস ভিত্তিক মোবাইল পুশ-পুল সার্ভিস সংযুক্ত করা হয়েছে।

- সদর দপ্তরের প্রতিটি শাখায় কম্পিউটারসহ বিটিসিএল থেকে দ্রুতগতির ফাইবার অপটিকস ইন্টারনেট লাইন সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

- ই-তথ্য কোষ, সরকারী পোর্টালে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটটি যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সরকারী পোর্টালে (dam.portal.gov.bd) নামে একটি পোর্টালও খোলা হয়েছে। উক্ত পোর্টালে বিভিন্ন তথ্য যেমনঃ নোটিশ, খবর, বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন সেবাসমূহ, সার্কুলার, বাজার দরের লিংকসহ নিয়মিত তথ্য প্রকাশ করা হচ্ছে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট www.dam.gov.bd-এ প্রতি কর্মদিবসে ৩২টি অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের খুচরা বাজার দর এবং প্রতিদিনের শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধির হার স্ক্রল আকারে প্রচারিত হচ্ছে।

- কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের নতুন ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বাজার দর লিংকে প্রবেশ করে কৃষক, ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ীর জন্য সহায়ক বিভিন্ন ধরণের পণ্যভিত্তিক মূল্য প্রতিবেদন যেমনঃ পণ্যভিত্তিক প্রতিবেদন, তুলনামুলক বিবরণী (সাপ্তাহিক, মাসিক, বাৎসরিক), দৈনিক বাজার দর প্রতিবেদন, প্রয়োজনীয় পণ্যের খুচরা বাজারদরের তুলনামুলক বিবরণী, উপজেলা ভিত্তিক মুল্য প্রতিবেদন ও বৃহত্তর জেলাসমূহের সদর বাজারের খুচরা মূল্যের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে।

- ই-মার্কেটিং এর মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার মধ্যে অনলাইন লিংকেজ স্থাপন করার মাধ্যম তৈরী করা হয়েছে। এখানে কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ী ফ্রি রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে কৃষিপণ্য পোষ্ট করে বিজ্ঞাপন দিতে পারে এবং সাধারণ ভোক্তা ও কৃষি ব্যবসায়ী কৃষিপণ্য ক্রয় করতে পারে। যার মাধ্যমে কৃষক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তার মধ্যে সরাসরি লিংকেজ স্থাপিত হচ্ছে।

- আইকিউএইচডিপি-২য় পর্যায় (বিপণন অংগ) প্রকল্পের আওতায় সদর দপ্তরের প্রতিটি রুমের প্রতিটি কম্পিউটারে ব্রডব্যান্ড ওয়াই-ফাই কানেকশন প্রদান করা হয়েছে।

"ডিজিটাল বাংলাদেশের পথে অগ্রযাত্রা" শীর্ষক কর্মপরিকল্পনায় আইসিটি শাখার গৃহীত পদক্ষেপসমূহ, অগ্রগতি ও আগামীর কর্মপরিকল্পনাঃ

গৃহীত পদক্ষেপ	অগ্রগতি	আগামীর কর্মপরিকল্পনা
১। প্রাইস স্ক্রলিং	দেশের ৬৪টি জেলা হতে সংগৃহীত গুরুত্বপুর্ণ কৃষিপণ্যসমূহের প্রাত্যহিক বাজারদর ওয়েব-সাইটে (www.dam.gov.bd) স্ক্রলিং-এর মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।	ভবিষ্যতে গুরুত্বপুর্ণ কৃষিপণ্যের বাজারদর অধিকহারে স্ক্রলিং-এ দেখানো হবে
২। ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড	ঢাকা শহরসহ দেশের বিভাগীয় শহরে কৃষিপণ্যের বাজারদর প্রদর্শনের জন্য গুরুত্বপুর্ণ স্থানে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।	পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের বাজারে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হবে
৩। অনলাইন মার্কেট ডাইরেক্টরী	দেশে বিদ্যমান বাজারসমূহের অবকাঠামো ও অন্যান্য গুরুত্বপুর্ণ সেবা সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যসহ অনলাইনে মার্কেট ডাইরেক্টরী প্রণয়ন করা হয়েছে। যেটি কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে (www.dam.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।	দেশের বিদ্যমান বাজারসমূহের তালিকা আপডেট করা হবে।
৪। ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং	অনলাইনে কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ই-এগ্রিকাল-চারাল মার্কেটিং সেবা তৈরী করা হয়েছে। এখানে কৃষক, ব্যবসায়ী এবং কৃষিপণ্যের সাথে জড়িত অন্যন্য ব্যবসায়ী ফ্রি রেজিষ্ট্রেশন করে কৃষিপণ্য ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে এবং ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য জানতে পারবে।	ই-এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সেবা জোরদারকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন আইসিটি সেবা এবং ডাটাবেজ প্রস্তুত ও উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।
৫। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল তালিকা প্রণয়ন।	বি,এ,ডি,পি প্রজেক্টের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। যা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটে (www.dam.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।	দেশের বিদ্যমান ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল তালিকা আপডেট করা হবে।
৬। ই-ফাইলিং কার্যক্রম	সদর দপ্তরসহ বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩০টি জেলাকে ইতোমধ্যে ই-ফাইলিং কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।	সকল জেলা-কে পর্যায়ক্রমে ই-ফাইলের আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭। ই-জিপি কার্যক্রম	ইতোমধ্যে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।	রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের সকল ক্রয় সিপিটিইউ এর নিয়মানুসারে ই-জিপিতে প্রকাশ করা হবে।
৮। মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার কৃষক/উদ্যোক্তা/কৃষি ব্যবসায়ী ও বাজার কারবারীদের ডিজিটাল তালিকা প্রণয়ন।	মৌলভীবাজার জেলার সদর উপজেলার কৃষক/উদ্যোক্তা/ কৃষি ব্যবসায়ী ও বাজার কারবারীদের ডিজিটাল তালিকা প্রণয়ণের কাজ শেষ হয়েছে। যা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সরকারি পোর্টালে (www.dam.portal. gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।	পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
৯। ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার গুদামের (ওয়ার হাউজ) তথ্য সম্বলিত ডিজিটাল তালিকা প্রণয়ন।	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলার গুদামের (ওয়ার হাউজ) তথ্য সম্বলিত ডিজিটাল তালিকা প্রণয়ণের কাজ শেষ হয়েছে। যা কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সরকারি পোর্টালে (www.dam.portal.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে।	পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
১০। নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার বাজার কারবারীগণের লাইসেন্স নবায়নের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে নোটিফিকেশন প্রদান।	নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার বাজার কারবারীগণের লাইসেন্স নবায়নের জন্য এসএমএসের মাধ্যমে নোটিফিকেশন প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রক্রিয়াটি চলমান রয়েছে। আগামী ডিসেম্বর/১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে।	অনলাইনে লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন।

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বিবেচ্য সালঃ ২০১৭-১৮

ক্রঃ নং	বিষয়/ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদন্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১।	উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	০১/০৭/১৭	৩০/০৭/১৭	ইনোভেশন অফিসার	পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদিত হবে এবং লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে গতিশীল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১টি উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা প্রণীত।
২।	ইনোভেশন টিমের সভা	প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের সভা	০১/০৭/১৭	৩০/০৬/১৮	ইনোভেশন অফিসার	কার্যক্রম পর্যালোচনা, তদারকী, মানোন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্ভব হবে।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের ১২টি সভা অনুষ্ঠিত।
৩।	প্রতিবেদন	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক (০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/২০১৭) প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ	০১/০৭/১৭	২০/০৭/১৭	ইনোভেশন অফিসার	কর্মফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণে সহায়ক হবে। এছাড়া ইনোভেশন কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন এবং এ সংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণক সংরক্ষণ সম্ভব হবে।	ইনোভেশন সংক্রান্ত ২০১৭ সালের ষান্মাসিক প্রতিবেদন ওয়েব-সাইটে প্রকাশ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৪।	উদ্ভাবনী ধারণা	উদ্ভাবনী ধারণা আহবান ও যাচাই-বাছাইপূর্বক সংকলন ও সংরক্ষণ।	০১/০৭/১৭	৩০/০৮/১৭	ইনোভেশন অফিসার	একটি উদ্ভাবনী ডাইরেক্টরী তৈরী হবে যা থেকে পাইলটিংয়ের জন্য উপযুক্ত ধারণা নির্বাচন সম্ভব হবে এবং ধারণা প্রদানকারীর স্বত্ব সংরক্ষিত থাকবে।	উদ্ভাবনী ধারণার সংকলন প্রস্তুতকৃত।
৫।	উদ্ভাবনী ধারণার পাইলটিং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাইলটিং-এর কার্যক্রম গ্রহণ	০১/০৯/১৭	৩১/১২/১৭	ইনোভেশন অফিসার	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন	৫টি পাইলটিং সম্পন্ন।
৬।	উদ্ভাবনী উদ্যোগের অভিজ্ঞতা অর্জন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন ও তদারকী এবং এ সংক্রান্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা (সফল/বিফল) প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুতকরণ	০১/০৬/১৮	৩০/০৬/১৮	ইনোভেশন অফিসার	উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা অর্জন ও সফলতা/বিফলতার প্রতিবেদন প্রস্তুতের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।	৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন এবং ০৫টি প্রতিবেদন প্রস্তুত।
৭।	জাতীয়ভাবে বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প দেশ ব্যাপী বাস্ত বায়ন	০১/০৭/১৭	৩১/১২/১৭	ইনোভেশন অফিসার	নাগরিক সেবার জনবান্ধবতা বৃদ্ধিতে ভুমিকা রাখবে।	২টি উদ্যোগ দেশব্যাপী সম্প্রসারণ।

ক্রঃ নং	বিষয়/ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত হবে তাঁর নাম ও পদবী)	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুনগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরী হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদন্ড)
			শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
৮।	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন।	০১/০৭/১৭	৩০/০৬/১৮	ইনোভেশন অফিসার	কর্মকর্তাদের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	৫টি ব্যাচ প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কসপ/ শিক্ষা সফর।
৯।	নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশিপ সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	অংশীজনদের সংগে মতবিনিময় সভা আয়োজন	০১/০৭/১৭	৩০/০৬/১৮	ইনোভেশন অফিসার	পারস্পারিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হবে এবং কর্মসম্পাদন সহজতর হবে।	৫টি সভা আয়োজন।
১০।	ই-সেবা ও ফাইলিং কার্যক্রম	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার অব্যাহত রাখা এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার অধিকতর বৃদ্ধি করা।	০১/০৭/১৭	৩০/০৬/১৮	ইনোভেশন অফিসার	দ্রুত ও কার্যকরী যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার।	বিদ্যমান ফেসবুক পেইজ ও ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি।
১১।	ই-সেবা ও ফাইলিং কার্যক্রম	ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা ও ই-সেবা বাস্ত বায়ন।	০১/০৭/১৭	৩০/০৬/১৮	ইনোভেশন অফিসার	দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতা আনায়নের পাশাপাশি জনগণকে দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদান।	ই-ফাইলিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ই- সেবার অনলাইন ভার্সন প্রকাশ।

২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বার্ষিক প্রতিবেদন
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
বিবেচ্য সময়ঃ ০১-০৭-২০১৭ হতে ৩০-০৬-২০১৮পর্যন্ত।

ক্রমিক নং	বিষয়/ক্ষেত্র	প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
১।	ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক ৩০-০৭-২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	ইনোভেশন টিমের সভা	প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের সভা আহবান ।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে ইনোভেশন টিমের ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩।	প্রতিবেদন	ইনোভেশন টিমের বাৎসরিক (২০১৭-১৮) প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রেরণ।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ইনোভেশন সংক্রান্ত ২০১৭ সালের প্রথম ষান্মাসিক প্রতিবেদন ২০-০৭-২০১৭ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
৪।	উদ্ভাবনী ধারণা	উদ্ভাবনী ধারণা আহবান ও যাচাই-বাছাইপুর্বক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংকলন ও সংরক্ষণ।	মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক মোট ১০টি উদ্ভাবনী ধারণা প্রস্তাব প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছে।
৫।	উদ্ভাবনী ধারণা পাইলটিং	উদ্ভাবনী উদ্যোগ পাইলটিং এর কার্যক্রম গ্রহন।	০৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগের পাইলটিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
৬।	উদ্ভাবনী উদ্যোগের অভিজ্ঞতা অর্জন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগের বাস্তবায়ন ও তদারকী এবং এ সংক্রান্ত অর্জিত অভিজ্ঞতা (সফল/বিফল) প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুতকরণ	০৫টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য জেলাসমূহে তা প্রচার করা হয়েছে।
৭।	জাতীয়ভাবে বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প দেশ ব্যাপী বাস্তবায়ন	২টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর রেপ্লিকেট ০২টি জেলায় বাস্তবায়িত।
৮।	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধি	উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন।	ইনোভেশন সংক্রান্ত ৫টি প্রশিক্ষণ/কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
৯।	নেটওয়ার্কিং ও পার্টনারশিপ	অংশীজনদের সংগে মতবিনিময় সভা আয়োজন	অংশীজনদের সংগে ৫টি মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়েছে।
১০।	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার	সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যহারের জন্য ফেসবুক পেইজ খোলা এবং নাগরিক সমস্যা সমাধানে তার ব্যবহার বৃদ্ধি করা।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিটি জেলা অফিসের ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে-সাথে কৃষিপণ্য বিপণনে সমস্যা সমাধানে ভুমিকা রাখছে।
১১।	ই-সেবা ও ফাইলিং কার্যক্রম	ই-ফাইল ব্যবস্থাপনা ও ই-সেবা বাস্তবায়ন	কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের সকল শাখা, ৭টি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ১১টি জেলা কার্যালয়কে ই-ফাইলিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।

বিভাগীয় কার্যক্রম

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা বিভাগের নিয়ন্ত্রাণাধীন ১৭টি জেলায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রতিদিন সরেজমিন পরিদর্শন ও যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ পূর্বক ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকেন। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং সরকার কৃষিপণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। মাঠ পর্যায়ের প্রতিটি অফিস আধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ বিধায় তাৎক্ষণিক ভাবে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাজারদরসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অতি দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণে সক্ষম। অত্র বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে দাপ্তরিক কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ১০৪টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৯৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত ও ভোক্তাসাধারণের সুলভমূল্যে পণ্যক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় ও বিভাগের আওতাধীন জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, পণ্যের ভেজাল রোধ, কেমিক্যালের ব্যবহার নিরুৎসাহিত ও পণ্য পরিবহন স্থিতিশীল করার জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিয়মিতভাবে বাজার মনিটরিং করেন। কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য পাইকারী মূল্যের সাথে বিপণন ব্যয় ও মুনাফা যোগ করে যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ করে বাজার সমিতির সাথে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়ন করে আসছেন। জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ সহযোগিতা করছেন। বাজার কারবারীদের নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধি ও ভোক্তাদের অধিকার সচেতন করার জন্য বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের বাজারে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ১৯,০০০ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ১২টি জেলায় বর্তমানে চালুকৃত ২০টি গুদামে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম চলমান। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮৮৬ জন কৃষকের ৯৫৫.৭০ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য গুদামে জমার বিপরীতে ১.০৮(এক কোটি আট লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৬৫৫ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

সেন্ট্রাল মার্কেট, গাবতলী ঃ

সমাপ্ত উত্তর-পশ্চিম শস্য বহুমুখীকরণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত 'সেন্ট্রাল মার্কেট' গাবতলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৬টি জেলা ও এর আওতাধীন ৬১টি উপজেলার কৃষকদের আর্থিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকে সামনে রেখে ঢাকা শহরের বাজারসমূহের সঙ্গে লিংকেজ স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। সেন্ট্রাল মার্কেট হতে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাইরেক্ট ফ্রেশ এবং ফসল নামক দুটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে সংগৃহিত শাক-সব্জি গ্রেডিং এবং প্রসেসিং করে ঢাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করছে। তাছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থাপনায় সরাসরি কৃষকের নিকট হতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ করে ০৭টি রিফার ভ্যান ও ০৩টি কুল চেম্বারের সহায়তায় ঢাকা শহরে বিভিন্ন পয়েন্টে বিপণন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতায় কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত একটি অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টার রয়েছে। উক্ত প্রসেসিং সেন্টারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে নরসিংদী জেলার ২৫৫ জন কৃষককে ফ্রেশকার্ট শাক-সব্জি প্রক্রিয়াজাতকরণ

ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং ঢাকা জেলার ১৪০জন কৃষককে একই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও জেলা কার্যালয় হতে ২২২ জন কৃষককে প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তা প্রদান, ১৩৬ জন কৃষকে প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রশিক্ষণ এবং ৫৪১ জন ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ২টি প্রশিক্ষণে ৪০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারী অংশগ্রহন করেন। এছাড়াও বিভাগীয় কার্যালয়সহ বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে অনুষ্ঠিত ১৮টি ইন হাউজ প্রশিক্ষণে ৮৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ঢাকা বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের ১,৪৬৮টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ব্যবসায়ীদের ৯,২৩৪টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ ৫২,৯৯,৩৯০/-(বায়ান্ন লক্ষ নিরানব্বই হাজার তিনশত নব্বই) টাকা আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

ঢাকা বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ পূর্বক অধিদপ্তরের কার্যক্রম মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে তুলে ধরেছেন।

ফ্রেশকাট শাক-সব্জি বিপণন কার্যক্রম ঃ

ঢাকা ও নরসিংদী জেলায় আধুনিক ভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট শাক-সব্জি বিপণন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল ষ্টোরে ফ্রেশকাট শাক-সব্জি বিপণনের জন্য সভা-সেমিনার করে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। সময়, ব্যয় সাশ্রয়ী ও স্বাস্থ্য সম্মত হওয়ায় বিষয়টি ভোক্তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হচ্ছে।

পাহাড়, সমুদ্র, নদী বিধৌত বন্দর নগরী চট্টগ্রাম বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী নামে পরিচিত। চট্টগ্রাম বিভাগে কৃষি বিপণনের কার্যক্রম ১১টি জেলা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, লক্ষীপুর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়াসহ ০৩টি পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি এবং আরো ০৪টি উপজেলা পটিয়া, কাপ্তাই, লামা ও রামগড় এ পরিচালিত হয়ে আসছে। দপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এই অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ও বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে আসছেন। অত্র বিভাগে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের জন্য অনুমোদিত ৭২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৫৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। বিভাগীয় কার্যালয়ে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

বাজার দর মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের অন্যতম মিশন কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ মজুদ ও মূল্যপরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্যের আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা। এলক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিভাগ ও আওতাধীন ১১টি জেলা থেকে নিয়মিত দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করে সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। যৌক্তিকমূল্য নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে ০৩টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও রয়েছে ৪২টি সাধারণ মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড।

কৃষক বিপণন গ্রুপ গঠন ঃ

কৃষক বিপণন গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দেয়া হয়। APA অনুযায়ী বর্তমান অর্থবছরে ১২১টি নতুন গ্রুপ গঠিত হয়েছে, যা উল্লেখযোগ্য অর্জন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি(APA) অনুযায়ী কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকরণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে যেমন কৃষিপণ্যের গ্রেডিং, সর্টিং, প্রক্রিয়াজাতকরন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত কৃষকের সংখ্য ২৫৫ জন, প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্ত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীর সংখ্যা ১৯৪ জন এবং কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য মোট ১৫৭ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। উল্লেখ্য, মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ০২(দুই) দিনব্যাপী অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালিত হয়। এই প্রশিক্ষণে ১৩-১৬ গ্রেডের ১৯(উনিশ) জন কর্মচারী প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এছাড়াও ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারীদের জন্য(Staff Development Training) শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। এতে ১৪ জন কর্মচারী প্রশিক্ষণ পায়। Sustainable Development Goals ও অফিস বিধি ও পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণে ১৩-১৬ গ্রেডের ১১ জন কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ণ এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

চট্টগ্রাম বিভাগে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কক্সবাজারে ০২টি, রাঙ্গামাটিতে ০২টি এবং নোয়াখালীতে ০২টিসহ মোট ০৬টি নতুন বাজারকে প্রজ্ঞাপিত করা হয়েছে। নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে ৮৭৭টি যা হতে লাইসেন্স ফি বাবদ ৩,৮৭,৮২০/-(তিন লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত বিশ) টাকা ও নবায়ন ফি বাবদ ৩০,৪০,৩২০(ত্রিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার তিনশত বিশ) টাকা আদায় পূর্বক উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি আদায় বৃদ্ধির হার বর্তমান অর্থ বছরেও অব্যাহত আছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ঃ

২০১৭-১৮ অর্থবছরে নিজস্ব ও অনান্য আইনে অত্র বিভাগে মোট ৩১৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে। যার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ২৫,৫০,৪০০/-(পঁচিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত) টাকা, যা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

বাজার সংযোগ সুবিধা সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

অত্র বিভাগে ১৭২ জন কৃষক বাজার সংযোগ সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়া, কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের মধ্যে ১৪৮ জন উদ্যোক্তা বাজার সংযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হয়েছেন। প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষকের সংখ্যা ৭৫ জন। কুমিল্লায় কুলভ্যানের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ফল ও সবজি বিক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম ঃ

জনগণকে খাদ্য তালিকায় তাজা ফলমূল ও সব্জি অন্তর্ভূক্তিতে সচেতন করার লক্ষ্যে কুমিল্লায় ফ্রেশকাট ফল ও সব্জির উপর মে/২০১৮ তে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। যা জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়। উক্ত মেলায় ১১টি জেলা ও ০৪টি উপজেলা অংশগ্রহণ করে। মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইট পরিচিতিসহ ভিডিও চার্টে বিভিন্ন কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়, যা মেলায় আগত দর্শকবৃন্দ কর্তৃক প্রশংসিত হয়।

ইনোভেশন কর্মসূচী ঃ

অত্র বিভাগের চাঁদপুর জেলায় মাঠা প্রক্রিয়াজাত ও বোতলজাতকরণের উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করে জেলা বাজার অনুসন্ধানকারী জনাব নিয়াজ মোহাম্মদ রেজাউল ইসলাম ইনোভেশন পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, নতুন ০৫(পাঁচ)টি ইনোভেশন প্রস্তাব সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

উৎপাদিত সব্জি প্রক্রিয়াজাতকরণ ঃ

ফ্রেশকাঁট শাক-সব্জি ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কর্মসূচীর আওতায় কুমিল্লা জেলায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোড়কীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল সরবরাহ করা হয়। এতে কৃষক দলের সদস্যগণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে আয়বর্ধনশীল পেশায় নিয়োজিত হতে পারে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগের কার্যক্রম চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জসহ মোট ৮টি জেলায় পরিচালিত হচ্ছে। বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহে অনুমোদিত ৬৩ পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। রাজশাহী অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, গম, ভূট্টা, আখ, আলু, রসুন, পিঁয়াজ, টমেটো ইত্যাদি প্রধান। উৎপাদিত ফলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ আম, লিচু, পেয়ারা, কলা, তরমুজ, বাঙ্গি, বরই ইত্যাদি। কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা, হাটবাজার উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিককরণসহ বাজারদর সংগ্রহ পূর্বক ওয়েব সাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে বিভাগ ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

বিভাগ ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজার দর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা ও সদর দপ্তরে নিয়মিতভাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন জেলায় পরিচালিত মোট ১৫৬টি মোবাইল কোর্টে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ পূর্বক দেশের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ফলে দেখা গেছে রমজান, ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবে কৃষিপণ্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

রাজশাহী বিভাগে ৫টি জেলায় ১১টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১,৩৪৬ জন কৃষকের ৭৯৪ মে:ট: শস্য গুদামে সংরক্ষণ-এর বিপরীতে কৃষকদের মাঝে ১.২৫ (এক কোটি পঁচিশ লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম আরো সম্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে।

এনসিডিপি কার্যক্রম ঃ

কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তা কর্তৃক সহনীয় মূল্যে পণ্য ক্রয়ের লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজশাহী বিভাগের আওতায় রাজশাহী বিভাগের ০৮টি জেলায় ৮টি পাইকারী ও ২৮টি উপজেলায় ২৮টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এনসিডিপি মার্কেটগুলো পরিচালনা পূর্বক ভাড়া বাবদ ১৩,১১,৭৮১/-(তের লক্ষ এগারো হাজার সাতশত একাশি) টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

বাজার সংযোগ তৈরী ও কৃষিপণ্যের প্যাকেজিং, সর্টিং-গ্রেডিং, প্রসেসিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী পর্যায়ে ৩,৯০৬ জন কৃষক/কৃষাণীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৬৪০ জন সদস্য সম্বলিত ৮২টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে APA অনুযায়ী বিভাগীয় কার্যালয ও আওতাধীন জেলাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধাচার কৌশল, নাগরিক সেবা উদ্ভাবন, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য ঃ

রাজশাহী বিভাগের আওতাধীন ০৮টি জেলায় ১১৮টি প্রজ্ঞাপিত বাজার রয়েছে। এ সকল বাজারে বিপণন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে কৃষিপণ্য বাজার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) প্রয়োগের মাধ্যমে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ০৮টি জেলা অফিসের মাধ্যমে ৬৫২টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৩,৪৫৯টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ মোট ২১,৮৭,৭০০/- (একুশ লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত) টাকার রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

দেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বহুমুখী ব্যবহার বিষয়ে জনসচেতনতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ মোট ০২টি খাদ্য প্রদর্শনী ও ১৪টি মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগ ও তার আওতাধীন খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, নড়াইল ও আঞ্চলিক কার্যালয়, শস্য গুদাম কার্যক্রম, মাগুরা অঞ্চলসহ ১০টি জেলা নিয়ে কৃষিপণ্য বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় ও আওতাধীন জেলাসমূহে অনুমোদিত ৭৫টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৬০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছন। এই বিভাগের সকল জেলায় কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার তথ্য সংগ্রহপূর্বক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগের আওতাধীন ১০টি জেলা অফিস হতে অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর ও বাজার তথ্য, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক ভিত্তিতে সংগ্রহ, সংকলন ও সংরক্ষণ পূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা সুবিধাভোগী যথা: কৃষক, ভোক্তা, ব্যবসায়ী, সরকারী-বেসরকারী সংস্থাসহ নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ১০টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহে ইতোমধ্যে কৃষিপণ্যের ৩৮টি মূল্য প্রদর্শণী বোর্ড স্থাপন পূর্বক বাজার মূল্য লিখনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অত্র বিভাগের ১০টি জেলা অফিসে ২৪টি বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলার কর্মকর্তাগণ প্রতিনিয়ত বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যের যোগান, সরবারহ ও বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ও স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

খুলনা বিভাগের আওতাধীন শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রমের মাগুরা অঞ্চলের ১০ জেলার চালুকৃত ১৬টি গুদামে ১,০৭৮ জন কৃষকের ১,৪৭৩ মে:ট: শস্য জমার বিপরীতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৭৬ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শস্য গুদাম ঋন কার্যক্রমের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৮৪৬ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়সহ জেলা পর্যায়ের ৭০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাজার সংযোগ স্থাপন পূর্বক কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের সর্টিং, গ্রেডিং, প্রসেসিং, প্যাকেজিং ও কোয়ালিটি বিষয়ে কৃষক/ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তা ও প্রক্রিয়াজাতকারীগণকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ১০৫টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে। এছাড়া ৭৭ জন কৃষককে প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা ও ৩২২ জন কৃষক/ব্যবসায়ীকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নতুন লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় ১৩৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের ৬৭৭টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ৩,৯৭৯টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ ২৪.৮০ লক্ষ টাকা নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় পূর্ব সরকারি কোষাগরে জমা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নন-ট্যাক্স রাজস্ব আদায় কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

খাদ্য হিসেবে আলুর বহুমুখী ব্যবহার এবং বসত বাড়ীতে আলু সংরক্ষণ বিষয়ে জনগণকে অধিকতর সচেতন করার লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের আওতাধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ১০টি জেলা কার্যালয় মেলায় অংশ গ্রহণ করে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়সহ ১০টি জেলা কার্যালয় সরকারের উন্নয়ন মেলা, কৃষি মেলা, ফল মেলাসহ জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে।

৩৬০ আউলিয়ার পূণ্য ভূমি হিসেবে খ্যাত সিলেট। সিলেট বিভাগ ও সিলেট বিভাগের আওতাধীন ০৪টি জেলার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রশাসনিক ও বিপণন সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন। ০৪টি জেলা মার্কেটিং অফিস থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় কৃষি পণ্যের বাজার দর সরেজমিনে যাচাইপূর্বক তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করে থাকে। ফলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী, ভোক্তা রপ্তানীকারক ও সরকার কৃষি পণ্যের প্রতিদিনের বাজার মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে আসছেন। কৃষি পণ্যের বিপণন কার্যক্রমে সহায়তা এবং অত্র বিভাগ ও বিভাগের ০৪টি জেলায় দাপ্তরিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ৩২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন।

বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

সরকারকে দৈনিক বাজার দর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তা সাধারণের জন্য সুলভমূল্যে পণ্য ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট জেলাসমূহ প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিশেষ-বিশেষ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করে আসছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্যামিক্যালযুক্ত পণ্য বিক্রি রোধে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদলতে অংশগ্রহন করেছে। প্রতিদিনের বাজার মূল্য ক্রেতা-বিক্রেতাকে অবহিত করার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন জেলার প্রধান-প্রধান বাজারে মোট ০৮টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড এবং ০১টি ডিজিটাল মূল্য তালিকা বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। যার ফলে ক্রেতা সাধারণের কোনো অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণ বিষয়ক কার্যক্রম ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর "দেশে ক্রমবর্ধমান উৎপাদিত সবজি প্রক্রিয়াকরণ পূর্বক বাজারজাতকরণ" বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এ বিভাগের ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অত্র বিভাগের ইতোমধ্যে ৪০টি কৃষক বিপণন দল গঠন (যেখানে ৯১ জন নারী ও ৩৬৯ জন পুরুষ সদস্য) পূর্বক দলের সদস্যদের পর্যাক্রমে পণ্যের গ্রেডিং, সার্টিং, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ, উদ্যেক্তা উন্নয়ন এবং বিপণন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে পশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সিলেট জেলা বাজার কর্মকর্তার মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার একটি বিপণন দলকে সিলেট সদর বাজার ট্রেড সেন্টার এর সাথে লিংকেজ স্থাপন করা হয়েছে। অনুরুপভাবে হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার কৃষক গ্রুপের সাথে সদর বাজারের আড়ৎদারদের সাথে লিংকেজ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছে। সিলেট বিভাগের ৪০টি বিপণন দলের সদস্যবৃন্দ-কে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মৌলভীবাজার ও সিলেট এর বিসিক নগরীর প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানে ভ্রমণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন অফিসসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সামষ্টিক দাপ্তরিক কার্যক্রম, নিয়মিত উপস্থিতি, আচরণ ও শৃংখলা বিধি, আইসিটি এবং ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শুদ্ধাচার কার্যক্রম ঃ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অধীনে নৈতিকতা কমিটি গঠন পূর্বক ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অত্র কার্যালয়ের অন্তরায় চিহ্নিত করে তা সমাধানে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ০৪টি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজন করে মোট ১৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এতদ্‌বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা ওয়েবপোর্টালসহ দৃশ্যমান স্থানে অধিদপ্তরের মৌলিক তথ্যাদিসহ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের অভিযোগ জানার জন্য অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ হতে কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসায় লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের এই বিভাগের মোট ০৫টি নতুন প্রজ্ঞাপিত বাজার ঘোষণা করার জন্য গেজেট নোটিফিকেশন জারি করা হয়েছে। এ বছর ০৪টি জেলা অফিসের মাধ্যমে মোট ১৬৯টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১,২৫১টি লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে। লাইসেন্স ফি বাবদ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৮,৩১,১০০/-(আট লক্ষ একত্রিশ হাজার একশত) টাকা রাজস্ব আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলা আয়োজন ঃ

বিগত অর্থ বছরে এই বিভাগের আওতাধীন প্রতিটি জেলা কৃষি প্রযুক্তি এবং উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহন করেছে। এ ছাড়াও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জেলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার লিফলেট, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার জনগণের মাঝে বিতরণ এবং মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগ ও এর আতাধীন বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ঝালকাঠী, বরগুনা ও ভোলাসহ ০৬টি জেলা নিয়ে কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। "ধান-নদী-খাল এ তিনে বরিশাল" শ্লোগানটির সাথে বর্তমান বরিশালের অনেকাংশে মিল খুজে পাওয়া না গেলেও দেশের দক্ষিনাঞ্চলের এই বিভাগে কৃষি পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। অত্র বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহ হতে প্রতিদিন সরোজমিনে যাচাইয়ের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় কৃষিপণ্যের বাজারদর সংগ্রহ পূর্বক তা প্রধান কার্যালয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরণ, কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কৃষকদের বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করাসহ কৃষি বিপণন সংক্রান্ত কার্যাবলী মাঠ পর্যায়ে অব্যাহত রয়েছে। বরিশাল বিভাগ ও বিভাগের আওতাধীন ৬টি জেলায় সর্বমোট ৪৫টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন, যা কাজের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য একেবারেই অপ্রতুল।

বাজার মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

কৃষকের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের সুলভ মূল্যে পণ্যক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভাগীয় কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়সমূহ কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিভাগ ও নিয়ন্ত্রনাধীন জেলাসমূহ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক ভিত্তিতে বাজারদর সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা পূর্বক সদর দপ্তরে নিয়মিত প্রেরণ করে আসছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে বিভাগের আওতাধীন ৬টি জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহে ৬টি কৃষিপণ্যের মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন হয়েছে এবং নিয়মিত বাজার মূল্য বোর্ডে লিখন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জেলায় মোবাইল কোর্টে অত্র দপ্তরের কর্মকর্তাগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বাজার নিয়ন্ত্রনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগের আওতায় মোট ১৯৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ঝালকাঠি জেলায় বর্তমানে ১টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণকার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ২৭ জন কৃষকের ২১ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য গুদামে জমা রাখা হয় এবং গুদামে শস্য জমার বিপরীতে ভাড়া বাবদ ২,০৬৬/- টাকা আদায় হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৮৩ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পাইকারী বাজার অবকাঠামো ঃ

বরিশাল জেলায় গৈলা বাজার নামক একটি পাইকারী বাজার রয়েছে। যেখানে ২৪টি স্টলে ভাড়া বাবদ ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৩১,৮৯,৬০০/-(একত্রিশ লক্ষ উননব্বই হাজার ছয়শত) টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিভাগের আওতায় জেলা পর্যায়ের ১২জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে "অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরে APA চুক্তি অনুযায়ী ৮৬টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে এবং ১৮১ জন কৃষক ও কৃষি ব্যবসায়ীকে কৃষিপণ্য সংগ্রহত্তোর সর্টিং, গ্রেডিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯০ জন কৃষককে এবং ৭১ জন কৃষি ব্যবসায়ী/উদ্যোক্তাকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

লাইসেন্স ইস্যু/নবায়ন ও প্রজ্ঞাপিত বাজার তথ্য ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা মার্কেটিং অফিসসমূহ হতে পাইকারী বিক্রেতা, আড়ৎদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৯৭টি প্রজ্ঞাপিত বাজারে কৃষিপণ্য ব্যবসায়ীদের মাঝে ৫০২টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১,৯৯১টি লাইসেন্স নবায়ন পূর্বক ফি বাবদ ১৩,১২,৯২০/- (তের লক্ষ বার হাজার নয়শত বিশ) টাকা রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে এবং সেই সাথে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সরকারের আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ০৬টি জেলা অংশগ্রহণ করে। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের মাঝে অধিদপ্তরের কার্যাবলী সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট, পোস্টার প্রদর্শন ও বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ পূর্বক অত্র অধিদপ্তরের কার্যাদি সম্পর্কে মেলায় আগত দর্শণার্থীদের সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

রংপুর উত্তরাঞ্চলের কৃষিপণ্য উৎপাদনের একটি সম্ভাবনাময় বিভাগ। রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী ও পঞ্চগড় জেলা সমন্বয়ে এ বিভাগ গঠিত। কৃষি প্রধান এলাকা হিসেবে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের টেকসই বাজার ব্যবস্থার উপর এ বিভাগের অর্থনীতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। উৎপাদিত ফসলের সঠিক ও আধুনিক বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হলে জাতীয় অর্থনীতি আরো সমৃদ্ধ হবে। এ লক্ষ্য নিয়ে এ বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। এই বিভাগের সকল জেলা কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থাপনা জোরদার করার লক্ষ্যে কৃষি পণ্যের হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, গুদামে শস্য সংরক্ষণ, কৃষকের উৎপাদিন পণ্যের বাজার মূল্য নিশ্চিতকরণ, বাজার তথ্য সংরক্ষণ পূর্বক ওয়েব সাইটের মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালন করে আসছে। এ লক্ষ্য নিয়ে রংপুর বিভাগে অনুমোদিত ৭২টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী তাদের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

বিভাগের বাজারদর মনিটরিং কার্যক্রম ঃ

সদর দপ্তরে দৈনিক বাজারদর অবহিতকরণ ছাড়াও যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে কৃষকদের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাসাধারণের জন্য সুলভমূল্য নিশ্চিতকরণ এ অধিদপ্তরের প্রধান কাজ । কৃষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ভেজাল রোধ ও ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে এ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণে উদ্যোগে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ১৮৮টি ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ৭,৪৯,১০০.০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ আদালত পরিচালনার ফলে বিভিন্ন উৎসব এবং গুরত্বপূর্ণ সময়ে কৃষিপণ্যের যৌক্তিক মূল্য বাস্তবায়নসহ ভেজাল পণ্য বিক্রয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে। জেলার প্রধান-প্রধান বাজারসমূহে এ বিভাগের আওতায় মোট ৪৪টি মূল্য প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপিত হয়েছে। যার ফলে ক্রেতাসাধারণ মূল্য সম্পর্কে অবহিত থাকেন। ফলে অসাধু ব্যবসায়ী কর্তৃক প্রতারিত হবার সম্ভাবনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

এনসিডিপি ও পাবা বাজার কার্যক্রম ঃ

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর আর্থিক সহায়তায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমাপ্ত নর্থ ওয়েস্ট ক্রপ ডাইভারসিফিকেশন প্রজেক্ট (এনসিডিপি)-এর আওতায় এ বিভাগে মোট ৮টি পাইকারী, ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করা হয়। এ সব বাজারসমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে উৎপাদক, ব্যবসায়ী ও ভোক্তাগণের মধ্যে একটি টেকসই বাজার ব্যবস্থাপনা ও বাজার সংযোগ পদ্ধতি চালু করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্য নিয়ে এ বিভাগ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এনসিডিপি বাজার ছাড়াও অত্র বিভাগের দিনাজপুর জেলায় পাইকারী বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পাবা) এর ০১টি বাজার রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগের আওতায় উত্তরাঞ্চলের ৮টি জেলায় ৮টি পাইকারী ও ৩২টি গ্রোয়ার্স মার্কেট ১টি পাবা বাজার হতে শুরু থেকে জুন ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৩,৪৫,৮৫৮/-(তেষট্টি লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত আটান্ন) টাকা আয় হয়েছে।

শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম ঃ

কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলায় মোট ৩৪টি গুদামের মাধ্যমে শস্যগুদাম ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যেখানে কৃষকগণ ফসল সংগ্রহ মৌসুমে তাদের পণ্য বিক্রয় না করে গুদামে সংরক্ষণ করেন এবং বাজার মূল্যের ৮০% ব্যাংক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে আর্থিক প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। পরবর্তিতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে কৃষকগণ তাদের পণ্য বিক্রয় করে ব্যাংক ঋণ পরিশোধের পরেও আর্থিকভাবে লাভবান হয়ে থাকেন। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতাধীন ৩৪টি গুদামে ১,৬৯৮ মেট্রিক টন শস্য জমা করা হয় এবং জমাকৃত শস্যের বিপরীতে ১.৮১ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ঃ

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রংপুর বিভাগীয় কার্যালয়ে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ এবং এসডিজি বিষয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালায় বিভাগীয় কার্যালয়সহ ৮টি জেলা অফিসের জেলা কর্মকর্তা ও অফিস সহকারীসহ মোট ৩৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। রংপুর বিভাগের অফিস-কাম-প্রসেসিং এন্ড ট্রেনিং সেন্টারে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন-এর সংস্থান রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণ কক্ষে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে। এছাড়া পঞ্চগড় প্রশিক্ষন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কক্ষে ২০-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী আবাসন সুবিধাসহ একসাথে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। প্রশিক্ষণ কক্ষে ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা আছে।

লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন এবং প্রজ্ঞাপিত বাজার সংক্রান্ত তথ্য ঃ

এ বিভাগের আওতাধীন জেলা অফিসসমূহ কৃষিপণ্যের পাইকারী বিক্রেতা, আড়তদার ও কমিশন এজেন্টসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসার লাইসেন্স প্রদান করে থাকেন । ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এ বিভাগের ৮টি জেলা অফিস হতে মোট ৪৩৭টি নতুন লাইসেন্স ইস্যু এবং ১,০৪৪টি পুরাতন লাইসেন্স নবায়ন করা হয়। এ বাবদ মোট ৮,৩৮,২০০.০০ টাকা রাজস্ব আদায় সম্ভব হয়েছে । এ অর্থ বিধি মোতাবেক কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

মেলায় অংশগ্রহণ ঃ

এ বিভাগের ৮ জেলায় স্থানীয় জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগ এ অধিদপ্তরের জেলা অফিসসমূহ বিভিন্ন উন্নয়ন মেলায় অংশ নিয়ে সেবা প্রার্থী জনগণকে এ অধিদপ্তরের সেবা কার্যক্রম বিষয়ে সচেতন করে থাকেন।

অধিদপ্তরের
প্রকল্প/কর্মসূচী

(১) সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ) ঃ

০১.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক)কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)(লীড এজেন্সি) খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম) গ) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ মার্চ, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৯
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১,৩৭৮.০০ লক্ষ টাকা।
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
০৫.	প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য	:	(ক) বাজার তথ্য এবং অন্যান্য সেবার মাধ্যমে বিপণন ব্যয় হ্রাস এবং কৃষির লাভজনকতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষক, ব্যবসায়ী, প্রক্রিয়াজাতকারী ও রপ্তানীকারকদের মাঝে কাঙ্খিত সংযোগ স্থাপন করা ; (খ) সংগ্রহোত্তর ফসলের অপচয় কমানো এবং পুষ্টিমান নিশ্চিতকরণের জন্য গৃহস্থালি পর্যায়ে কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ; (গ) দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নারীদের কৃষি ও কৃষি ব্যবসায় জড়িত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ; (ঘ) প্রকল্প এলাকার কৃষক ও সুবিধাভোগীদের পুষ্টিমানের উন্নয়ন।
০৬.	প্রকল্প এলাকা	:	১) সিলেট ২) মৌলভীবাজার ৩) সুনামগঞ্জ ও ৪) হবিগঞ্জ জেলার ৩০টি উপজেলা।

			ডিপিপি বরাদ্দ	প্রকল্পের শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
০৭.	প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি	:	১৩৭৮.০০	৪১৮.৫৬	৩০.৩৭	৮০০.৩৩ (৫৮.০৮%)

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	প্রশিক্ষণ: বিপণন এবং কর্তনোত্তর প্রযুক্তি, উদ্যোক্তা উন্নয়নবিষয়ে ৭,৯০০ কৃষক, ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা এবং ৩৫০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ৬,৪১০ জন কৃষক/ব্যবসায়ী/ উদ্যোক্তা এবং ২২০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(খ)	অফিস-কাম-প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ: সিলেট বিভাগীয় শহরে ০১টি অফিস-কাম- ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	সিলেট বিভাগীয় শহরে ১টি অফিস-কাম-ট্রেনিং এ্যান্ড প্রসেসিং সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান আছে।
(গ)	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ: সিলেট বিভাগের ৪টি জেলায় ৪টি এসেম্বল সেন্টার নির্মাণ করা হবে।	এসেম্বল সেন্টার নির্মাণের ক্ষেত্রে মৌলভী বাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার রানীর বাজার এবং হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার পানি উমদা বাজারের জমিতে এসেম্বল সেন্টার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
(ঘ)	কৃষক বিপণন দল গঠন: বাজার ও কৃষকদের চাহিদার আলোকে ১৫০টি কৃষক দল গঠন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন সম্পন্ন হয়েছে।
(ঙ)	প্রদর্শনী: গৃহস্থালী পর্যায়ে কৃষকদেরকে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণে ৩০টি খাদ্যপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় ১২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
(চ)	সার্ভে: প্রকল্প এলাকায় বিপণন, সরবরাহ, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে ০২ টি সার্ভে ও গবেষণা পরিচালনা করা হবে।	প্রকল্পের আওতায় একটি বেইজ লাইন সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।
(ছ)	সেমিনার ও ওয়ার্কসপ: ২০টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ২টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।	০১টি জাতীয় ওয়াকসর্প এবং ১৫টি আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

(২) বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী ঃ

০১.	বাস্তবায়নকরী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০২.	বাস্তবায়নকাল	:	১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০১৮
০৩.	প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০০.০০ লক্ষ টাকা।
০৪.	অর্থায়নের উৎস	:	জিওবি
০৫.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	(১) বসতবাড়ীতে আলু সংরক্ষণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ ও মডেল হিসেবে স্বল্প মূল্যে আলু সংরক্ষণাগার নির্মাণ করে দেশীয় প্রযুক্তিতে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রদর্শন করা; (২) সঠিক সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার দ্বারা অপচয় হ্রাস করার মাধ্যমে আলুচাষীদের অধিক আয় নিশ্চিত করা ; (৩) কর্মসূচীর আওতাভূক্ত প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে কৃষক বিপণন দল গঠনপূর্বক তাদেরকে আধুনিক বিপণন কলাকৌশল বিষয়ে নিবিড় ও বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা ; (৪) ভ্যালুচেইন-সাপ্লাইচেইন এর ধারণার প্রয়োগসহ আলু চাষীদের কৃষি ব্যবসায় আগ্রহী করে গড়ে তোলা ; (৫) ভাত ও গমের পাশাপাশি আলুর বহুবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আলু হতে রকমারী খাবার তৈরীর রন্ধন-প্রণালী সম্পর্কে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আলুর বৈচিত্রময় খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করা ; (৬) আলুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কৃষক বিপণন দলসমূহকে ত্রিপল সরবরাহ করা ; এবং (৭) বিভিন্ন আলু প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানসমুহে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর মাধ্যমে আলু চাষীদের বাণিজ্যিক জাতের আলুর আবাদে উদ্বুদ্ধ করা ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সম্ভাব্য সংযোগ তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।
০৬.	কর্মসূচী এলাকা	:	ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের ১১টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, চাঁদপুর, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর)।

০৭.	কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১০০.০০	৭৪.৬৯	৭৪.৬৯%	৯৬.৮১(৯৬.৮১%)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ

ক্র: নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
(ক)	আলু সংরক্ষণ ঘর নির্মাণ: কর্মসূচীর আওতাভূক্ত নির্বাচিত উপজেলার প্রতিটিতে নির্ধারিত কৃষক দলের সদস্যের বসত বাড়ীর ছায়াযুক্ত স্থানে ০১টি করে (২৫×১৫ ফুট সাইজের এবং ৩৫-৪০ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন মোট ৪০টি অহিমায়িত ঘর নির্মাণ করা।	কর্মসূচীর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন জেলায় ইতোমধ্যে ৪০টি অহিমায়িত সংরক্ষণাগার ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।
(খ)	গ্রুপ গঠন: কর্মসূচীভূক্ত ১১টি জেলার ৪০টি উপজেলার প্রতিটিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষীদের সমন্বয়ে ০২টি করে সর্বমোট ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা। এ সকল কৃষক বিপণন দলের সাথে রপ্তানীকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠানের লিংকেজ স্থাপন করা।	ক্ষুদ্র ও মাঝারী আলু চাষীদের সমন্বয়ে ইতোমধ্যে ৮০টি কৃষক বিপণন দল গঠন করা হয়েছে।
(গ)	খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন: আলুর নানাবিধ ব্যবহার ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ৭২টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
(ঘ)	টিওটি প্রশিক্ষণ: অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ২৫ জনের ০২টি গ্রুপকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	ইতোমধ্যে ২৫ জনের ০২টি গ্রুপকে টিওটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(ঙ)	প্রশিক্ষণ: আলুর সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে ৩৫ ব্যাচে সর্বমোট ১,৯৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	কর্মসূচীর আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে ইতোমধ্যে ১,৯৫০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
(চ)	সেমিনার ও ওয়ার্কসপ: ৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হবে।	৩টি ওয়াকসর্প/ফোকাস সেশন এবং জাতীয় পর্যায়ে ১টি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

(৩) ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী ঃ

কর্মসূচী'র নাম : ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)

বাস্তবায়নকাল : জুলাই,২০১৬ হতে ৩০ জুন,২০১৯ পর্যন্ত।

প্রাক্কলিত ব্যয় : মোট- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা

অর্থানের উৎস : জিওবি- ১৪০.৬০ লক্ষ টাকা

কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য : কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হলো ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষক ও প্রক্রিয়াজাতকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, শাক-সব্জী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং উন্নত টেকসই বিপণন ব্যবস্থা তৈরীর মাধ্যমে কৃষকদের আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র হ্রাস করা।

কর্মসূচীর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীঃ

(১) কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীগণের মাঝে ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূলের প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান সম্প্রসারণ করা।

(২) প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সব্জী ও ফলমূল প্যাকেটজাতকরণের মাধ্যমে বিপণনের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা।

(৩) কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৪) শাক-সব্জী ও ফলমূলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতি (Post harvest loss) কমানো।

(৫) কৃষক, ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী প্রক্রিয়াজাতকারীদের সাথে সুপার শপ, রপ্তানীকারক ও ভোক্তার যোগসূত্র স্থাপন করা।

(৬) কর্মসূচী এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা।

(৭) কর্মসূচী এলাকার প্রক্রিয়াজাতকৃত ফ্রেশকাট শাক-সব্জি (বিশেষ করে মিশ্র সব্জি ও সালাদ বিভিন্ন ধরণের পাতাযুক্ত শাক-সব্জি, কচুর লতি) ও ফলমূল (কাঁঠাল, আনারস, পেঁপে, আম, তরমুজ ইত্যাদি) স্থানীয় ও ঢাকার সুপার শপগুলোতে সরবরাহের নিমিত্ত বাজার সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা।

(৮) বিভিন্ন বিপণন সেবা সম্প্রাসারণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের আয় বৃদ্ধি করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

কর্মসূচী এলাকাঃ ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, খুলনা ও রংপুর।

কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতিঃ	মোট পিপিএনবি বরাদ্দ	২০১৭-১৮ সনের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দের বিপরীতে ৩০শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি		৩০শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিতভূত অগ্রগতি (%)
	১৪০.৬০ সংশোধিত	মোট বরাদ্দ	অগ্রগতি (%)	
		৬০.৮০	৬০.৭৯৩ (১০০% প্রায়)	১১৫.৪০৩ (৮২%)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

ক্রঃ নং	কার্যক্রমের বিবরণ	৩০ জুন,২০১৮ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	**গ্রুপ গঠনঃ** প্রতি গ্রুপে ১৫ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের সমন্বয়ে কর্মসূচী এলাকাভূক্ত প্রতি জেলায় ২০টি করে মোট ১০০টি মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে ১০০টি মার্কেটিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে।
২	**প্রশিক্ষণঃ** কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট কৃষক গ্রুপ সদস্য, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারী, সুপার শপ প্রতিনিধি ইত্যাদিগণের সমন্বয়ে ফ্রেশকাট শাক-সব্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও মার্কেট লিংকেজ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াজাতকারী ইত্যাদিগণের সমন্বয়ে ৩২টি ব্যাচে মোট ৮৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
৩	**খাদ্য প্রদর্শনীঃ** ফ্রেশকাট শাক-সব্জি ও ফলমূল-এর ব্যবহার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস, উল্লেখযোগ্য স্থানে স্টল স্থাপন করে খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে মোট ১৭টি খাদ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
৪	**মোটিভেশনাল ট্যুরঃ** বাজার সম্প্রসারণ ও উৎপাদিত পণ্য লাভজনক উপায়ে বিক্রয়ের কলা-কৌশল সম্পর্কে বাস্তবভিত্তিক সম্যক জ্ঞান অর্জন/ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রুপে মোট ২৫ জন করে মোটিভেশনাল ট্যুর-এর আয়োজন করা।	কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে ১০টি ব্যাচে মোট ২৫০ জনের মোটিভেশনাল ট্যুর-এর আয়োজন করা হয়েছে।
৫	**সেমিনার ও ওয়ার্কসপঃ** আঞ্চলিক পর্যায়ে ০২টি ওয়ার্কসপ ও জাতীয় পর্যায়ে ০১টি সেমিনারের আয়োজন করা ।	আঞ্চলিক পর্যায়ে ০২টি ওয়ার্কসপের আয়োজন করা হয়েছে।

(৪) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী ঃ

০১.	কর্মসূচীর নাম	:	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক্স ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী
০২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (ডিএএম)
০৩.	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১৭ হতে ৩০ জুন, ২০২০ পর্যন্ত।
০৪.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৫.	অর্থায়ন উৎস (লক্ষ টাকায়)	:	জিওবি: ১৩৭.০০ লক্ষ টাকা
০৬.	কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য	:	১) অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন করে উৎপাদনকারী, মধ্যস্থকারবারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাসহ ভোক্তাসাধারণকে পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত তথ্য অবহিত করা ; ২) অধিদপ্তর কতৃক বর্তমানে ব্যবহৃত computer hardware এবং আনুষাঙ্গিক উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিস্থাপন ; ৩) মোবাইল ফোন ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও সরবারহ ব্যবস্থার প্রচলন ; ৪) online ভিওিক কৃষিপণ্যের ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্যের বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ; ৫) আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন ; ৬) বর্তমান ওয়েব-সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ ; ও ৭) বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় সহায়তা প্রদান।
০৭.	কর্মসূচীর আওতায় গৃহীতব্য উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ	:	১. ঢাকাসহ ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন। ২. অধিদপ্তরের ICT ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন। ৩. কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূল্য বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। ৪. আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরী ও উন্নয়ন। ৫. বর্তমান ওয়েব সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন।

০৮.	কর্মসূচী এলাকা	:	সমগ্র বাংলাদেশ			
০৯.	কর্মসূচীর আর্থিক অগ্রগতি	:	পিপিএনবি বরাদ্দ	কর্মসূচীর শুরু থেকে ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		৩০ শে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)
				মোট ব্যয়	অগ্রগতি (%)	
			১৩৭.০০	-	-	২২.৯৯ (১৬.৭৮)

কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তব অগ্রগতি ঃ

কার্যক্রম ঃ

- ঢাকায় ৬৪টি জেলায় ৭০টি অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর জন্য ইলেক্টনিকস ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন :
- অধিদপ্তেরর ICT ভৌত অবকাঠামো এর উন্নয়ন সাধন ;
- কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদক ও উচ্চমূলে বাজারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ;
- আইসিটি জ্ঞান সম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও উন্নয়ন ;
- বর্তমান ওয়েব সাইট ও এর উপাদানসমূহের উন্নয়ন ;

বাস্তব অগ্রগতি ঃ

কর্মসূচির আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অনলাইন প্রাইস মনিটরিং এর নিমিত্ত ১০টি ইলেকট্রনিক ডিসপ্লেবোর্ড খামারবাড়ি ঢাকাসহ নিউমার্কেট, মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, টাউন হল মার্কেট, মিরপুর ১নং কাঁচা বাজার, মহাখালী কাঁচা বাজার, নরসিংদী জেলা সদর বাজার, নারায়নগঞ্জ জেলা সদর বাজার, গাজীপুর জেলা সদর বাজার এবং ময়মনসিংহ জেলা সদর বাজারে স্থাপন করা হয়েছে। (৬×৪) ফুট মাপের এ সকল ডিসপ্লেবোর্ডে বাজারদরসহ অন্যান্য বাজার তথ্য, যৌক্তিক মূল্য এবং সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নির্দেশনাসমূহ জনগণের অবগতির জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

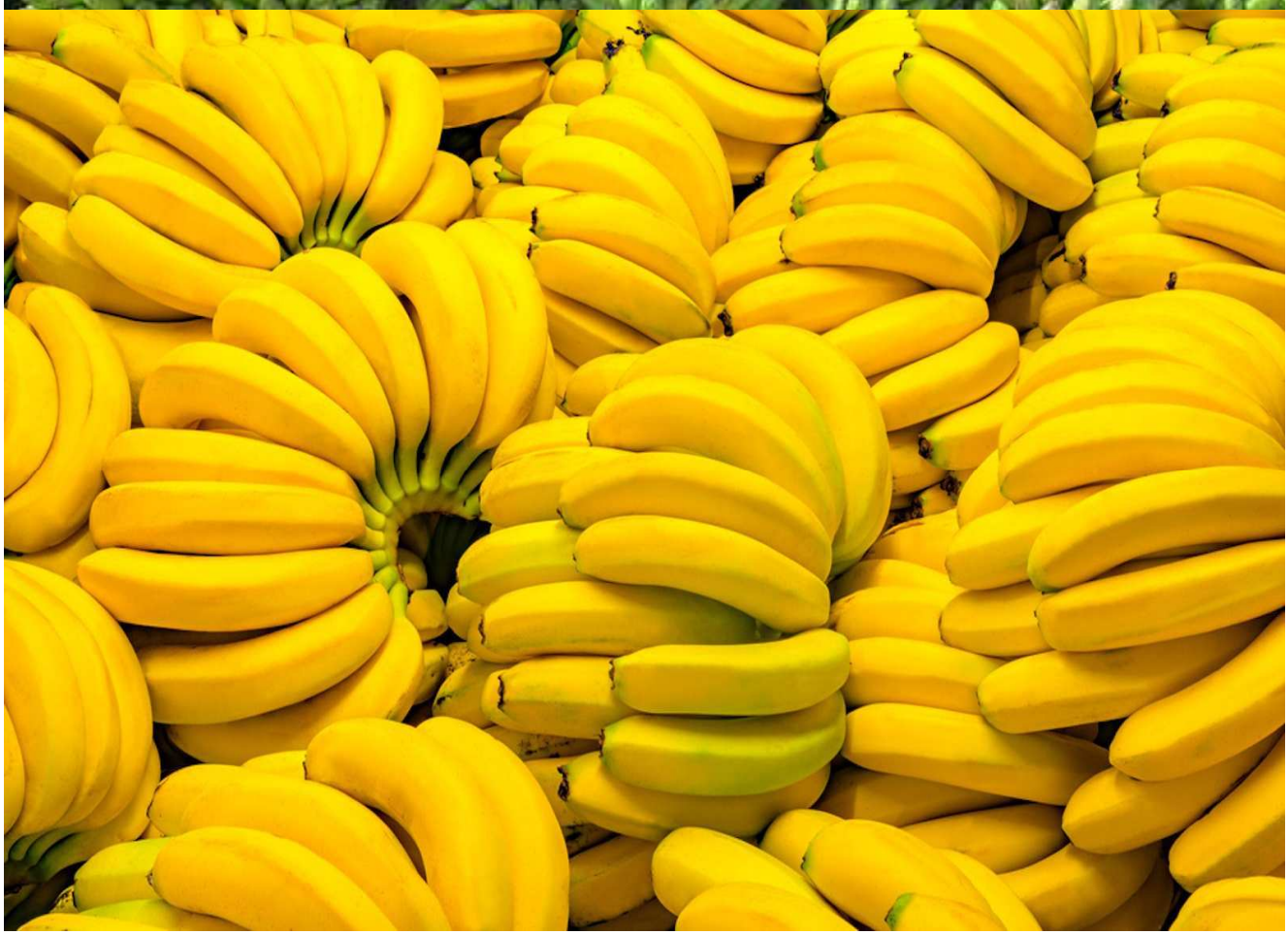

বাজেট
(অনুন্নয়ন+উন্নয়ন)

১. উন্নয়ন বাজেট ঃ (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
০১।	সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), ১৩,৭৮,০০ (০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯) অনুমোদিত	৫,৩০,০০	৩,৮২,০০	৩,৮১,৭৭ (৯৯.৯৪%)
	মোটঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (উন্নয়ন)	৫,৩০,০০	৩,৮২,০০	৩,৮১,৭৭ (৯৯.৯৪%)

২. রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী ঃ (হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচী নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	আর্থিক অগ্রগতি (%)
১।	বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী, ১০০,০০.০০ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	২৩,০০	২৩,০০	২২,১১.৫ (৯৬.১৫%)
২।	ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী। ১৪০,৬০.০০ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	৬০,৮০	৬০,৮০	৬০,৭৯.৩ (৯৯.৯৯%)
৩।	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী। জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	২৩,০০	২৩,০০	২২,৯৯ (৯৯.৯৬%)
	মোটঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কর্মসূচী)	১০৬,৮০	১০৬,৮০	১০৫,৯০ (৯৯.১৬%)

৩. কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন+উন্নয়ন+কর্মসূচী) ঃ (হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০১৭-১৮	
		বাজেট	সংশোধিত বাজেট
০১।	অনুন্নয়ন	২৩,৭১,১২	২৩,৯৩,৯৫
০২।	উন্নয়ন	৫,৩০,০০	৩,৮২,০০
০৩।	কর্মসূচী	১,০৬,৮০	১,০৬,৮০
সর্বমোট =		৩০,০৭,৯২	২৮,৮২,৭৫

৪. কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট ঃ

অনুন্নয়ন বাজেটঃ (হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	বিবরণ	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৭-১৮
(ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়				
১।	৪৫০০	অফিসারদের বেতন	২,০৫,০০	১,৭৮,০০
২।	৪৬০০	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৮,৭০,০০	৯,০০,০০
৩।	৪৭০০	ভাতাদি	৮,২৮,৫০	৮,২০,০০
৪।	৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	৩,৮৩,৪৫	৩,৬৬,১২
৫।	৪৯০০	মেরামত ও সংরক্ষণ	৮৫,০০	৮৫,০০
উপ-মোট (ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব			**২৩,৭১,৯৫**	**২৩,৪৯,১২**
(খ) অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়				
১।	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ/ ক্রয়	২২,০০	২২,০০
উপ-মোট (খ) অনুন্নয়ন মূলধন			**২২,০০**	**২২,০০**
মোট (ক+খ) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (অনুন্নয়ন)			**২৩,৯৩,৯৫**	**২৩,৭১,১২**

(হাজার টাকায়)

উন্নয়ন বাজেট ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৭-১৮
০১।	সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (বিপণন অংগ), ১৩,৭৮,০০ (০১/০৩/২০১৫-৩০/০৬/২০১৯),অনুমোদিত	৩,৮২,০০	৫,৩০,০০
	মোটঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (উন্নয়ন)	৩,৮২,০০	৫,৩০,০০

রাজস্ব বাজেটে অর্থায়নকৃত কর্মসূচী ঃ (হাজার টাকায়)

ক্রঃ নং	কর্মসূচী নাম, প্রাক্কলিত ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায়	সংশোধিত বাজেট ২০১৭-১৮	বাজেট ২০১৭-১৮
১।	বসতবাড়িতে আলু সংরক্ষন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে আলু চাষীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী, ১০০,০০.০০ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০১৮)	২৩,০০	২৩,০০
২।	ফ্রেশকাট শাক-সবজী ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কার্যক্রম সম্প্রসারণ কর্মসূচী। ১৪০,৬০.০০ (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/২০১৯)	৬০,৮০	৬০,৮০
৩।	অনলাইন প্রাইস মনিটরিং সংক্রান্ত ইলেক্টনিক ডিসপ্লেবোর্ড স্থাপন কর্মসূচী। জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০২০	২৩,০০	২৩,০০
	মোটঃ কৃষি বিপণন অধিদপ্তর (কর্মসূচী)	**১০৬,৮০**	**১০৬,৮০**

কর্ম পরিকল্পনা

(১) স্বল্প মেয়াদী ঃ

- কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও ভোক্তাগণ কর্তৃক সহনীয়মূল্যে পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বাজার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম সহজবোধ্য, আধুনীকিকরণ করে ওয়েব-সাইট (ইন্টারনেট)-এর মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলা হতে বাজারদর সংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যক্রম জোড়দারকরণ অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যেই দেশের ১৩টি বাজারে ইলেক্ট্রনিক ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় আরো ৬৪টি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স কমিটি গঠন এবং গঠিত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও দৈনিক বাজারদরের মূল্য তালিকার প্রদর্শনী বোর্ড স্থাপন।
- মোট উৎপাদন নিরুপণ, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ব্যয় ও কৃষকের পণ্যের বিক্রয়মূল্য বিবেচনা করে মাঠ পর্যায়ের তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা এবং ফসল বিপণনের পূর্বেই প্রতিবছর প্রধান-প্রধান ফসলের ন্যূনতম মূল্য সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ এবং আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।
- ফুল বিপণন সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজনের সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে ০৪টি প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া ফুল বিপণনে সহায়তা করা ও সমাপ্ত আইকিউএইচডিপি প্রকল্পের ০৫টি প্রসেসিং সেন্টার ও সেন্ট্রাল মার্কেটের অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে ফ্রেশকাট ভেজিটেবল ও ফলমূল বিপণনে সহায়তা করার নিমিত্ত কার্যক্রম হাতে নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।
- মাঠ পর্যায়ের কাযক্রম পর্যালোচনার জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং-এর পদক্ষেপ গ্রহণ।
- প্রধান-প্রধান কৃষিপণ্যের মূল্য প্রক্ষেপণ করার লক্ষ্যে অধিদপ্তর কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ।

(২) মধ্য মেয়াদী ঃ

- কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণনের জন্য বিপণন ব্যয়, ব্যবসায়ীদের লভ্যাংশ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা/সমীক্ষা করে বিপণন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিপণন ব্যয় হ্রাসের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, উৎপাদনকারী, ভোক্তা, সুপারমলসমূহের মধ্যে টেকসই সংযোগ স্থাপন ও বিপণনে সহায়তা দান এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- অভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা মোতাবেক বহুমুখী কৃষিপণ্য উৎপাদন, চাহিদা ও যোগানের প্রক্ষেপণ নিরুপণ করা, ফসলের মূল্যের পূর্বাভাস প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাহিদা নিরুপণ ও এর সম্ভাব্য বাজার মূল্য প্রক্ষেপণ।
- আখ ও ভুট্টাসহ প্রধান-প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান।
- মৌসুমে স্বল্পমূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের (Distress sale) মাধ্যমে কৃষকরা যাতে ক্ষতির শিকার না হন সে লক্ষ্যে শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ।

(৩) **দীর্ঘ মেয়াদী ঃ**

- সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার ও উৎপাদন এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ।
- বাজার সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে বাজারে কৃষি উপকরণ এবং কৃষিপণ্যের মজুদ ও সরবরাহ স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পণ্যের উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং অন্যায়ভাবে অধিক মুনাফা লাভ রোধকল্পে আমদানীকারক, পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ।
- কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন।
- কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিশেষ করে গৃহ পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান, পণ্য বিপণনে সহায়তার নিমিত্ত ব্রান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান।
- কৃষিপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রেসেবিলিটি (Traceability) উন্নয়ন এবং এর ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- পণ্য সংরক্ষণে বহুমুখী সুবিধা সম্বলিত কোল্ড স্টোরেজ/কুল চেম্বার স্থাপন এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে কুলভ্যানের ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ।

কৃষি পণ্যের
বিপণন চিত্র

ধান এর কৃষকপ্রাপ্ত বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
বোরো মোটা	১৭৮৯	১৬৮৮	১৪১৩	১৮৭০	২১২৪
বোরো মাঝারী	১৯০৯	১৮৪৮	১৬২৮	২০৩৮	২৪৪৪

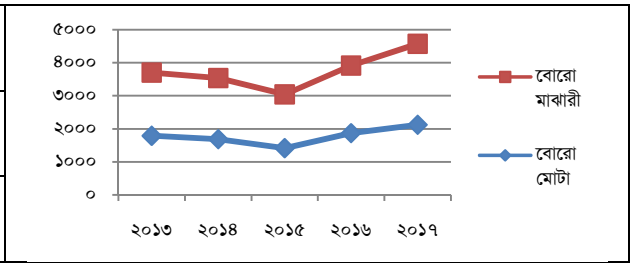

চালের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজারদর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
চাল মোটা	২৭৯১	৩০৯০	২৬৩৫	২৬৮০	৩৭১৮
চাল মাঝারী	৩৩৯৫	৩৬৫৬	৩৩২৮	৩৩৬৮	৪৩৭৯
চাল সরু	৪১১০	৪৪০৭	৪১১৬	৪১৮০	৫০৪৯

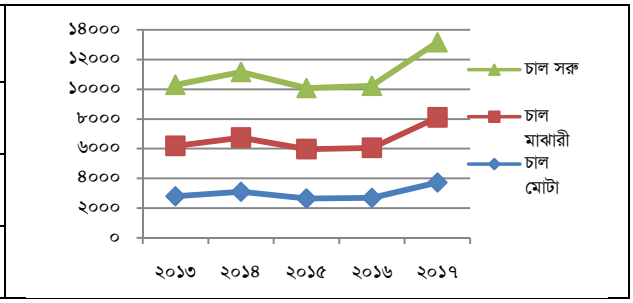

চালের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
চাল মোটা	৩০	৩৩	২৯	২৯	৪০
চাল মাঝারী	৩৬	৩৯	৩৬	৩৬	৪৬
চাল সরু	৪৩	৪৬	৪৪	৪৪	৫৩

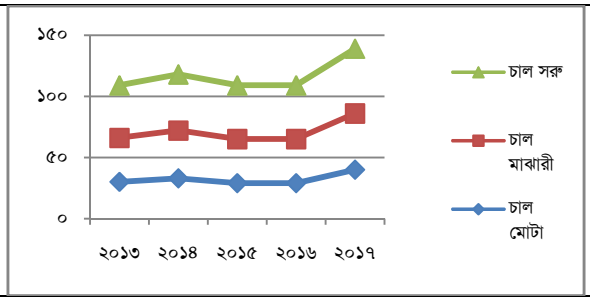

গমের তুলনামুলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
কৃষক প্রাপ্ত	২২	২২	২০	১৯	২০
পাইকারী	২৩	২৩	২২	২০	২২
খুচরা	২৬	২৫	২৪	২৩	২৪

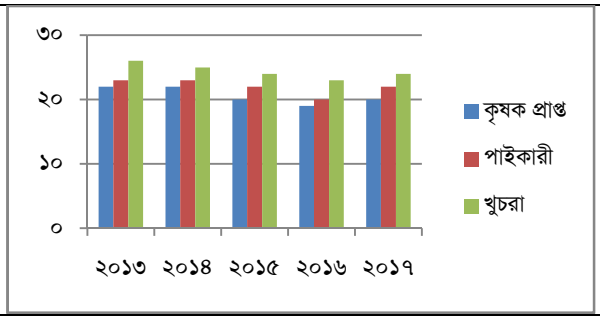

ভুট্টার তুলনামুলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
কৃষক প্রাপ্ত	১৭	১৫	১৫	১৫	১৬
পাইকারী	১৯	১৭	১৭	১৭	১৭
খুচরা	২২	২১	২০	২০	২০

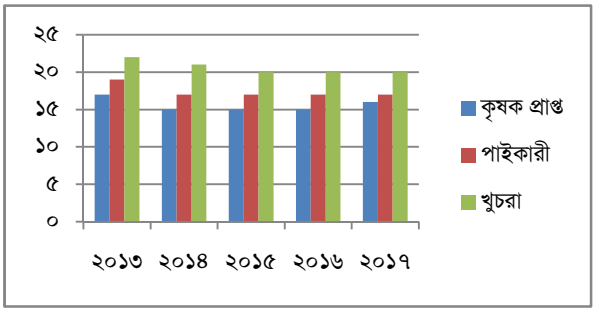

মসুর ডালের তুলনামুলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
কৃষক প্রাপ্ত	৭০	৭০	৮৭	৭৬	৫৯
পাইকারী	১০৭	৯৯	১১০	১২৯	১০৫
খুচরা	১১৭	১০৮	১১৯	১৩৯	১২১

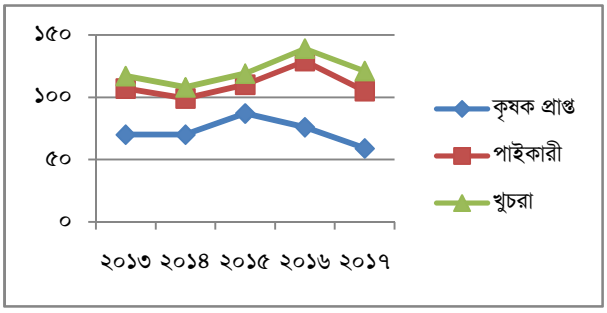

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
পেঁয়াজ	২৮১৯	৪১৬৫	৩৩৫৬	৩৩৬১	৪১০৯
রসুন	৩৯৪৯	৭০৭৩	৭০৬৬	৬৯৬৯	৫৫৪৯
আদা	৫৪৯৪	৭৬৫৩	৭৪৬১	৬৫০৯	৭৩৪২
শুকনা মরিচ	১৩৪১৩	১৩৮৫০	১৭২৫০	১৩১০৭	১৩৩০০
হলুদ	৫৮৫৯	৭১৭২	১৩৫০০	১২৫০২	১২৩৯৫
ধনিয়া	৪৫৬১	৫৫৪৯	৮৪৭৯	১০৯৫৫	৬৮৮৩
সরিষা	৪৫১৪	৪৩০৭	৪৩৩৫	৪৫০২	৪৮৬৮

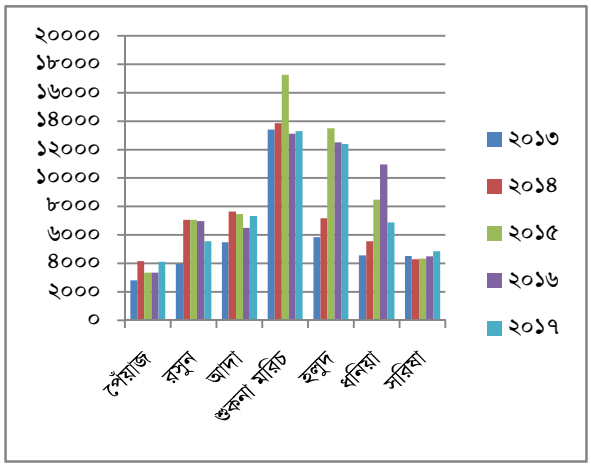

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
পেঁয়াজ	৪৬১০	২৮২১	৪০০৮	২৭১৮	৩৫৩১
রসুন	৫৫২৮	৬২৬৪	৫৯৭৪	৭০৯১	৮৫৮০
আদা	১০৩৬০	১৩০৪৩	৯৩৯৩	৭৪৪৯	৬৯৭৮
শুকনা মরিচ	১৫০২৩	১৫৩৩৪	১৪৪৪২	১৫২৯২	১৪৬০১
হলুদ	৭৪২২	৯৮৮০	১৩৫৩৪	১৩৭০৩	১৩৫৯৬
ধনিয়া	৫৫৫৪	১১৬৬৩	১৩৩৯১	৯২১৯	৮০১২
সরিষা	১৪১৫৬	১২৭০১	১২৩৭১	১২৪৯০	১২৬৭৩

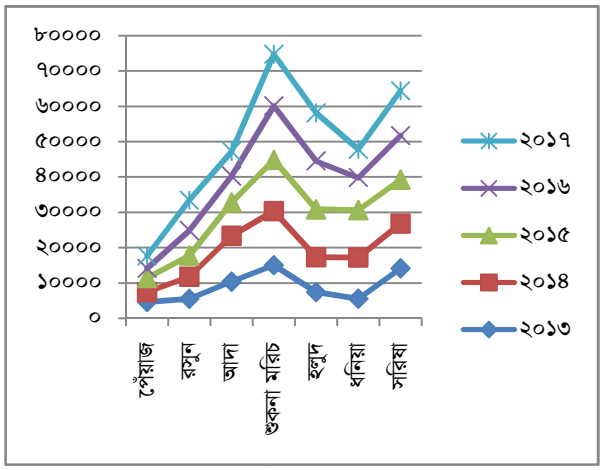

তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
পেঁয়াজ	৫২	৩২	৪০	৩২	৪০
রসুন	৬৬	৭৫	৭২	১২৯	১০৩
আদা	১১৮	১৫২	৬৬	৯১	৮৮
শুকনা মরিচ	১৬৯	১৭৪	১৬৫	১৭৩	১৬৬
হলুদ	৮৭	১১৪	১৫১	১৫২	১৫০
ধনিয়া	৬৪	১৩২	৬০	১০৯	৯৬
সরিষা	১৫৪	১৪৩	১৩৯	১৩৮	১৪০

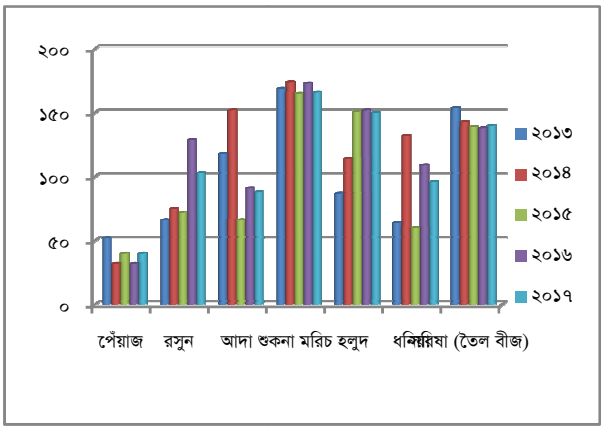

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় কৃষক প্রাপ্ত গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোরগ-মুরগী মাঝারী	২৬৫৩৬	২৫৯৭০	২৬৫২০	২৮১০৯	২৯৭০১
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১২৪১৬	১২১৫৮	১২৩০১	১২৮৪০	১২৩১২
গরুর মাংস	-	-	-	-	-
রুই মাছ মাঝারী	-	১৮৯৪৬	২০৮৫৪	২১৮১১	২২৫৪৯
কাতল মাছ মাঝারী	-	১৯২৮৭	১৯২৩৫	২০৫৬৪	২০৮৮১
পাংগাস মাছ ছোট	-	১০২৬৮	১০১২৯	১০২৪৬	৯৭৬০
ইলিশ মাছ	-	৪৪২৩৩	৫২০৯২	৫৪২৪৫	৫৩৫৪৪

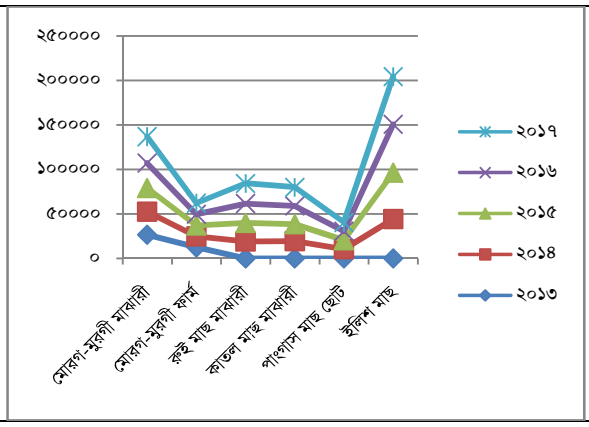

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় পাইকারী গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোরগ-মুরগী মাঝারী	২৬৬২৬	২৭৬৯৬	২৮৫২৫	২৯৪৯১	৩০৫৯২
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১২৬৮৮	১২৩৯২	১২৫৩৬	১৩০৪৫	১২৫১২
গরুর মাংস	২৫১৩৪	২৬১৪৯	৩৩২৭৫	৩৭৯৯৭	৪৩৬২২
রুই মাছ মাঝারী	২৭৭৮০	২৭১০৪	২৮৮৭৩	২৯১৮৩	২৯৪০৬
কাতল মাছ মাঝারী	২৫৯৯৯	২৫৬২৪	২৬৮০৯	২৭৪২৮	২৭২৬২
পাংগাস মাছ ছোট	৯৮১৪	৯৪০০	৯৬৫৮	৯৭২৬	৯২৩৭
ইলিশ মাছ	৫০২৬৯	৫৪০৭৩	৬৬৩৩৫	৬৮০০৭	৬৩৪৬০

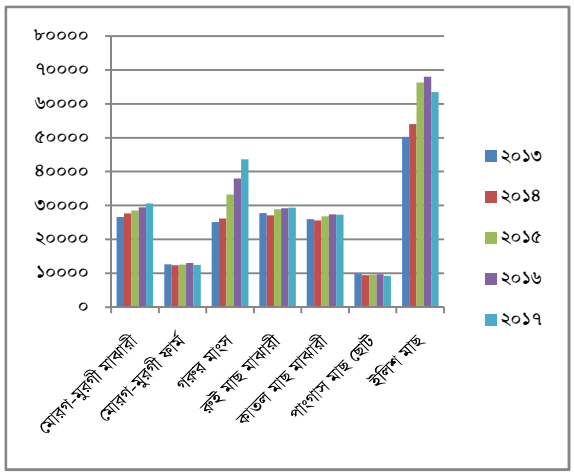

প্রাণিজপণ্যের বার্ষিক জাতীয় খুচরা গড় বাজার দর

(টাকা/কুইন্টাল)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোরগ-মুরগী মাঝারী	২৮৬	২৯৬	৩০৫	৩১৯	৩৩৩
মোরগ-মুরগী ফার্ম	১৩৯	১৩৭	১৩৮	১৪২	১৩৭
গরুর মাংস	২৭০	২৭৫	৩৪৪	৪০৩	৪৬৭
রুই মাছ মাঝারী	৩১২	৩০৩	৩২০	৩২৬	৩২৭
কাতল মাছ মাঝারী	২৯০	২৮৬	২৯৮	৩০৯	৩০৫
পাংগাস মাছ ছোট	১১৪	১১০	১১১	১১৪	১০৯
ইলিশ মাছ	৫৯০	৬২২	৭০৫	৭৭৬	৭১৮

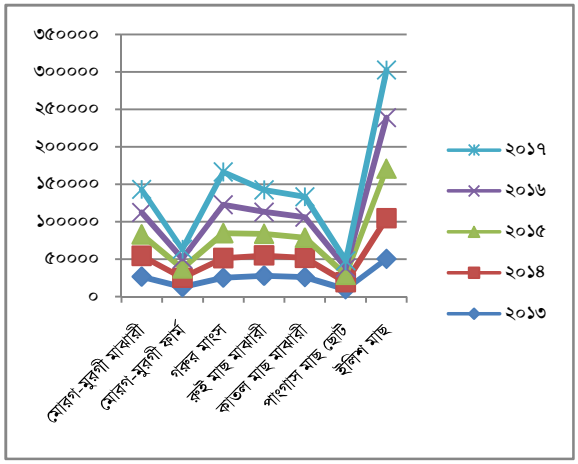

আলুর(হল্যান্ড-সাদা) তুলনামূলক বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
কৃষক প্রাপ্ত	১১	১৩	১৪	১৫	১২
পাইকারী	১২	১৫	১৬	১৭	১৩
খুচরা	১৫	১৮	১৯	২০	১৬

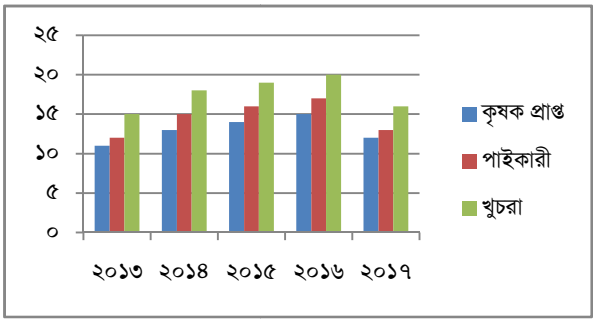

বেগুনের তুলনামূলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
কৃষক প্রাপ্ত	২১	২০	২৪	২৪	২৮
পাইকারী	২৬	২৬	২৯	২৬	৩৪
খুচরা	৩২	৩৩	৩৬	৩৩	৪১

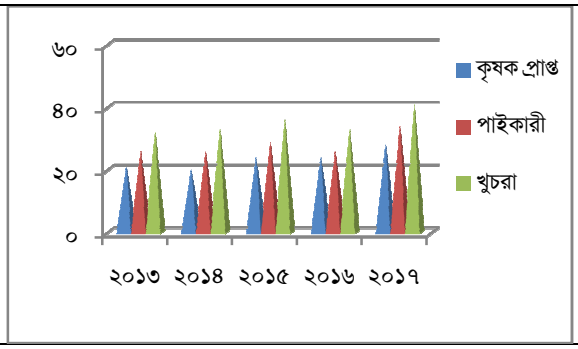

টমেটোর তুলনামূলক গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
কৃষক প্রাপ্ত	১৯	২০	১৭	২০	১৮
পাইকারী	৪০	৪০	৪৪	৪১	৩৪
খুচরা	৪৯	৫৮	৫৩	৫০	৪১

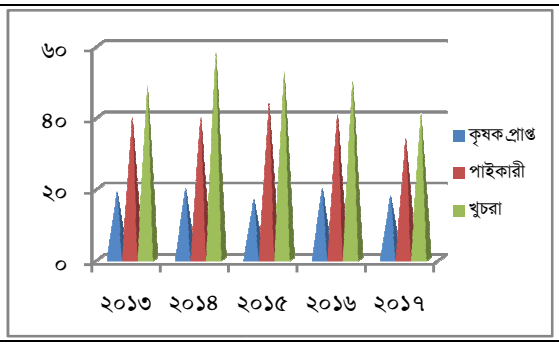

গুরুত্বপূর্ণ অপ্রধান কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
তেঁতুল	১৩১	১৪১	১৪৬	১৪৪	১১০
নারিকেল	৩৬	৪২	৪৫	৪৫	৩৫
কামরাঙ্গা	২৪	২৮	২৯	৩১	৩৩
মধু	৪৫৪	৫৩৮	৫৯৪	৫৯৭	৫০৭

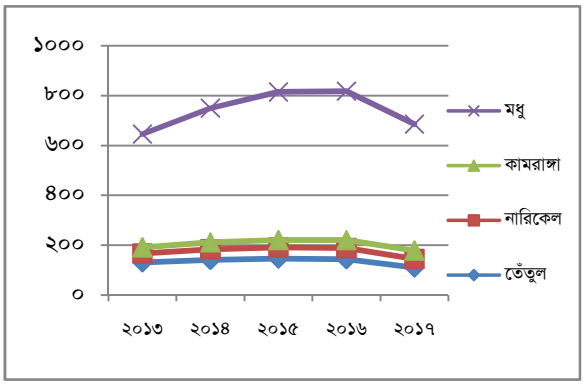

গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ কৃষি পণ্যের জাতীয় বার্ষিক খুচরা গড় বাজারদর

(টাকা/কেজি)

পণ্যের নাম / সাল	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
আমলকি	৯০	৯৩	১০৫	৮৯	১২৯
হরতকি	৬২	৬৬	৭১	৬০	৬৫
ইসবগুলের ভূষি	৫৪৩	৫৬৯	৬০৮	৬১০	৬৪৫
তুলশী	৬২	৬৬	৬৬	৬৩	৬২
জলপাই	৭১	৭৬	৭৪	৬২	৮৪

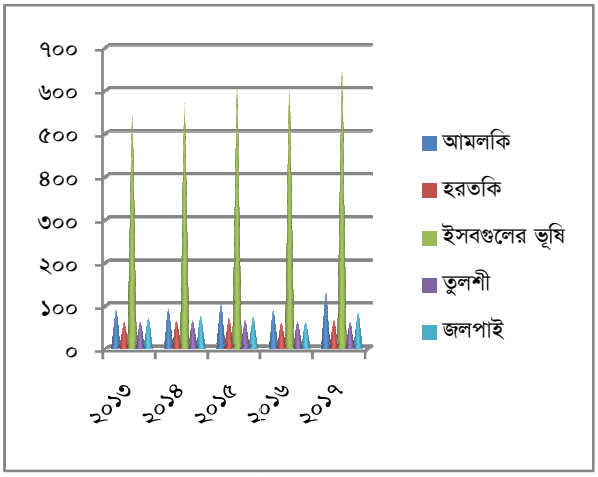

বোরো ধানের উৎপাদন খরচ (একর প্রতি)

উপকরণের বিবরণ	ব্যয়/টাকায়
বীজ	৯৯০
সার	৪৯৯৫
বালাই ব্যবস্হাপনা	১০০০
শ্রমের মজুরী	২৮০০০
জমি চাষ/পাওয়ার টিলার	৬০০০
সেচ	৭০০০
মূলধনের সুদ	১৬৫০
জমির ভাড়া/লিজ	৮০০০
মোট উৎপাদন ব্যয়	৫৭৬৩৫
উৎপাদন ঃ	
ধান	৭৭৪০০
খড়	৪৯৫০
নীট উৎপাদন ব্যয় (মোট ব্যয়-খড়ের মূল্য)	৫২৬৮৫
কেজি প্রতি উৎপাদন ব্যয়	২৪.৫০

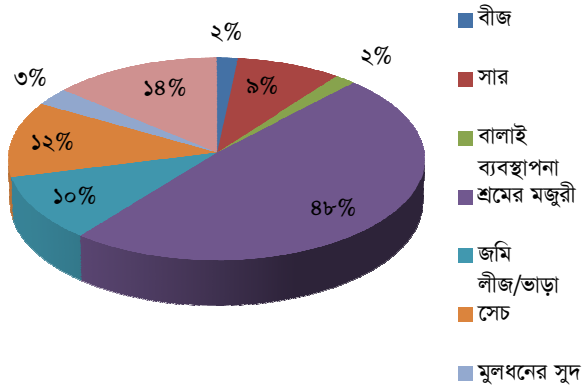

পেঁয়াজের উৎপাদন ব্যয় (একর প্রতি)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পেয়াজের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ১৭.০৫ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৭৬,৮৭৪ টাকা এবং মোট আয় ১,১৭,৫০৮ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪০,৬৩৩ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ৪,৫০৮ কেজি।

খরচের খাত	গড় ব্যয়/টাকায়
জমি তৈরী	৩৪৮৫
সার	৯১৯১
বীজ	১১৮৬১
শ্রমিক	৩১৭২১
সেচ	৩৭৫৭
কীটনাশক	২৯২৩
জমি লীজ/ভাড়া	১০১৯২
ঋনের সুদ	১৪১৪
অন্যান্য খরচ	২৩৩১
মোট উৎপাদন খরচ	৭৬৮৭৪
মোট উৎপাদনের পরিমান (কেজি)	৪৫০৮
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	১৭.০৫
প্রতি কেজির মূল্য	২৬.১৫
মোট আয়	১১৭৫০৮
নীট লাভ	৪০৬৩৩

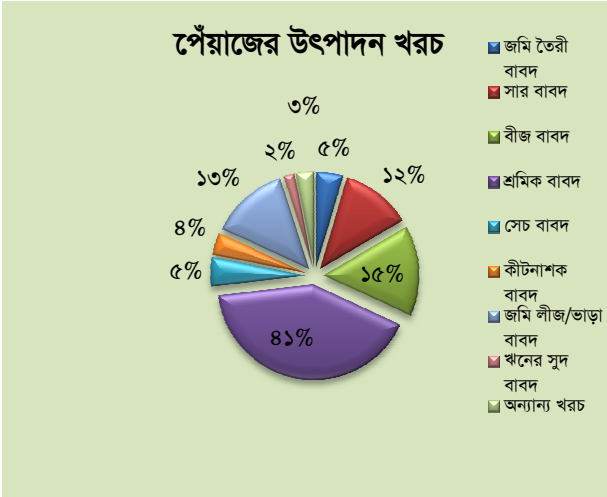

রসুনের উৎপাদন ব্যয় (একর প্রতি)

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রসুনের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৩১.৬৬ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৮১,৩৯৩ টাকা এবং মোট আয় ১,৩১,৫২৫ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৪৪,৪৯৮ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ২,৫৯০ কেজি।

খরচের খাত	গড় ব্যয়/টাকায়
জমি তৈরী	৩৬৭০
সার	৮৪৮৬
বীজ	১৬৫৭৫
শ্রমিক	৩০০৩৪
সেচ	৩৪৯০
কীটনাশক	১৮৫০
জমি লীজ/ভাড়া	১১২৫০
ঋনের সুদ	৪০৮৮
অন্যান্য খরচ	১৯৫০
মোট উৎপাদন খরচ	৮১৩৯৩
মোট উৎপাদনের পরিমান (কেজি)	২৫৯০
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৩১.৬৬
প্রতি কেজির মূল্য	৪৮.০০
মোট আয়	১৩২৫২৫
নীট লাভ	৫৪৪৯৮

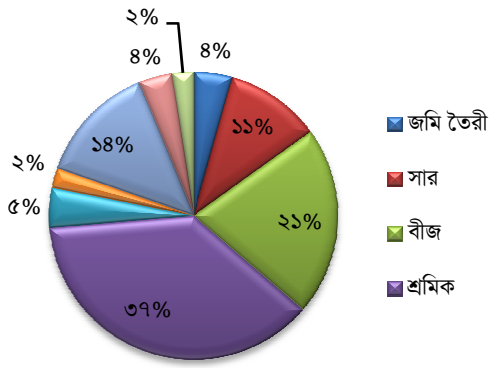

২০১৭-২০১৮ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আলুর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭.৬০ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৭৯,৯৩৪ টাকা এবং মোট আয় ১,১৫,০৪৯ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৩৫,১১৫ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১০,৫১৯ কেজি।

উপকরনের বিবরণ	গড় ব্যয়/টাকায়
জমি তৈরী	৪৪৩৪
সার বাবদ	১১৫৪২
বীজ বাবদ	১৪০২৬
শ্রমিক বাবদ	২০২৭৮
সেচ	৪১৮৪
কীট নাশক	৫৩১৬
জমি লিজ/ভাড়া	১৪১৮৮
অন্যান্য খরচ	৫৯৬৬
একর প্রতি উৎপাদন খরচ	৭৯,৯৩৪
মোট উৎপাদনের পরিমান(কেজি)	১০,৫১৯
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৭.৬০
মোট আয়	১,১৫,০৪৯
নীট লাভ	৩৫,১১৫

২০১৭-২০১৮ মৌসুমে আলুর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

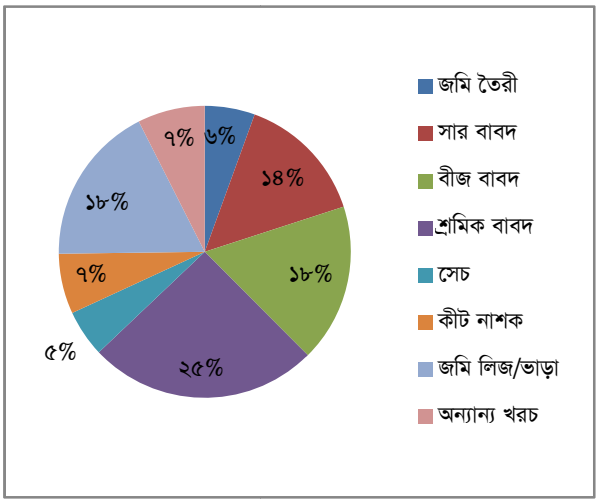

বেগুনের উৎপাদন খরচ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বেগুনের উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৮.৩৬ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯৬,৩৫১ টাকা এবং মোট আয় ১,৯৫,১৬২ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৯৮,৮১১ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১১,৫২৯ কেজি ।

উপকরনের বিবরণ	গড় ব্যয়/টাকা
জমি তৈরী	৩২২১
সার বাবদ	১২৭৫৮
বীজ বাবদ	৪৩৮৮
শ্রমিক বাবদ	৪১৮৪৩
সেচ	৫৬৩৬
কীট নাশক	৬২৭১
জমি লিজ/ভাড়া	১৭০৭১
অন্যান্য খরচ	৫১৬৩
একর প্রতি উৎপাদন খরচ	৯৬৩৫১
মোট উৎপাদনের পরিমান(কেজি) / একর)	১১৫২৯
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৮.৩৬
মোট আয়	১,৯৫,১৬২
নীট লাভ	৯৮,৮১১

বেগুনের উৎপাদন খরচের শতকরা হার

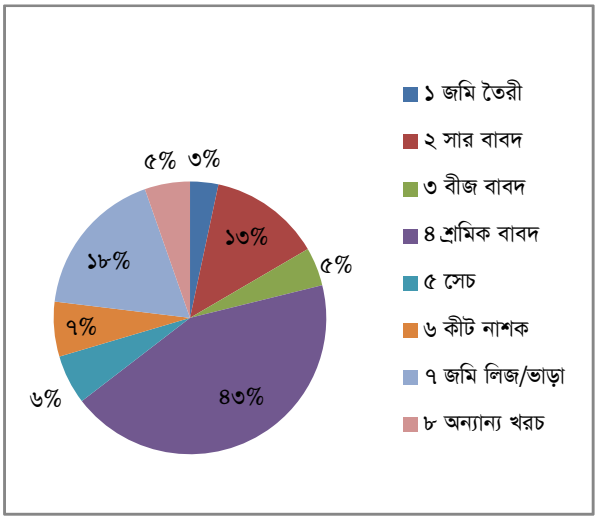

শসা ফসলের উৎপাদন খরচ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে শসার উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭.৫৫ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯৬,৯৮৩ টাকা এবং মোট আয় ১,৬৮,৭৯২ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৭১,৮০৯ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১২,৮৪৩ কেজি।

উপকরনের বিবরণ	গড় ব্যয়/টাকা
জমি তৈরী	৩৩০৭
সার বাবদ	১৩৩০১
বীজ বাবদ	৪৭৮০
শ্রমিক বাবদ	৩৯৩০৪
সেচ	৪৩৭১
কীট নাশক	৪২০০
জমি লিজ/ভাড়া	১৬২৮৬
অন্যান্য খরচ	১১৪৪৩
একর প্রতি উৎপাদন খরচ	৯৬৯৮৩
মোট উৎপাদনের পরিমান(কেজি)	১২৮৪৩
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৭.৫৫
মোট আয়	১,৬৮,৭৯২
নীট লাভ	৭১,৮০৯

শসার উৎপাদন খরচের শতকরা হার

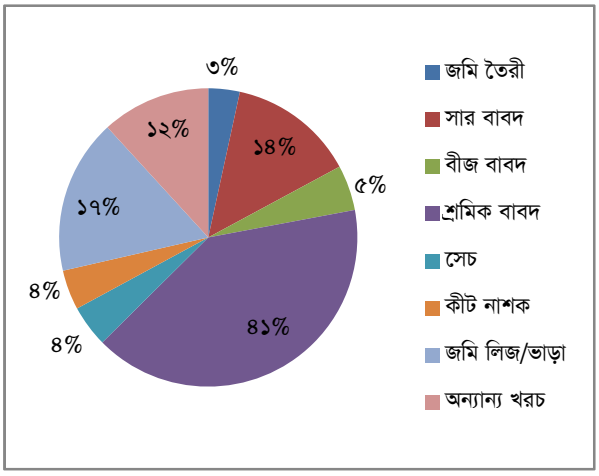

টমেটোর উৎপাদন খরচ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে টমেটোর উৎপাদন ব্যয় কেজি প্রতি ৭.৬৬ টাকা। একর প্রতি উৎপাদন খরচ ৯৩,২৮৩ টাকা এবং মোট আয় ১,৬১,৬৩৫ টাকা যা থেকে কৃষকের নীট লাভ ৬৮,৩৫২ টাকা। একর প্রতি মোট উৎপাদন ১২,১৮৬ কেজি।

উপকরনের বিবরণ	গড় ব্যয়/টাকা
জমি তৈরী	৪১১১
সার বাবদ	১০০৯৩
বীজ বাবদ	৬৪৪৩
শ্রমিক বাবদ	২৭৮৬৮
সেচ	৫৫০১
কীট নাশক	৬৮০০
জমি লিজ/ভাড়া	১৬৬৬৭
ঋণের সুদ/মূলধনের সুদ	৪৭৭২
অন্যান্য খরচ	১১০২৮
একর প্রতি উৎপাদন খরচ	৯৩২৮৩
মোট উৎপাদনের পরিমান(কেজি) / একর)	১২১৮৬
কেজি প্রতি উৎপাদন খরচ	৭৬৬
মোট আয়	১,৬১,৬৩৫
নীট লাভ	৬৮,৩৫২

টমেটোর উৎপাদন খরচের শতকরা হার

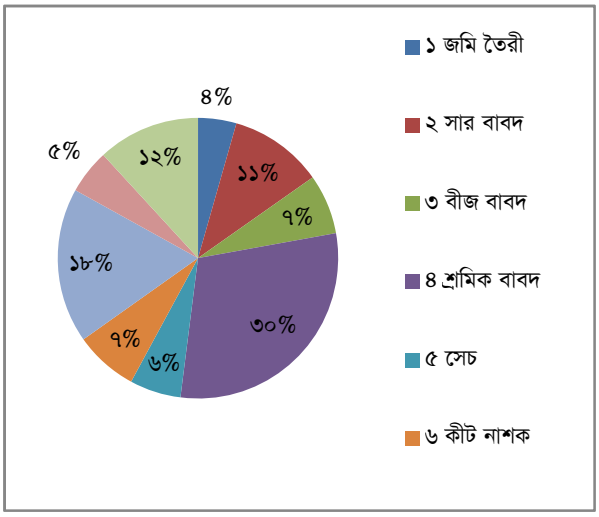

আলু ফসলের মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি/টাকায়

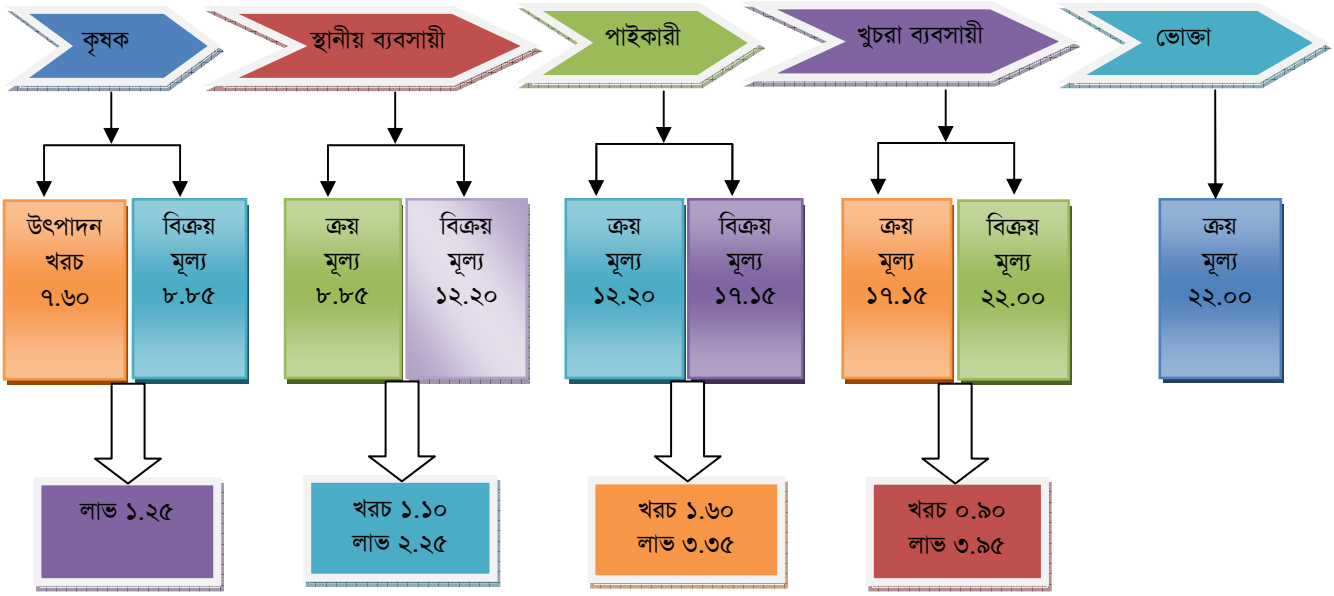

বেগুন ফসলের মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি/টাকায়

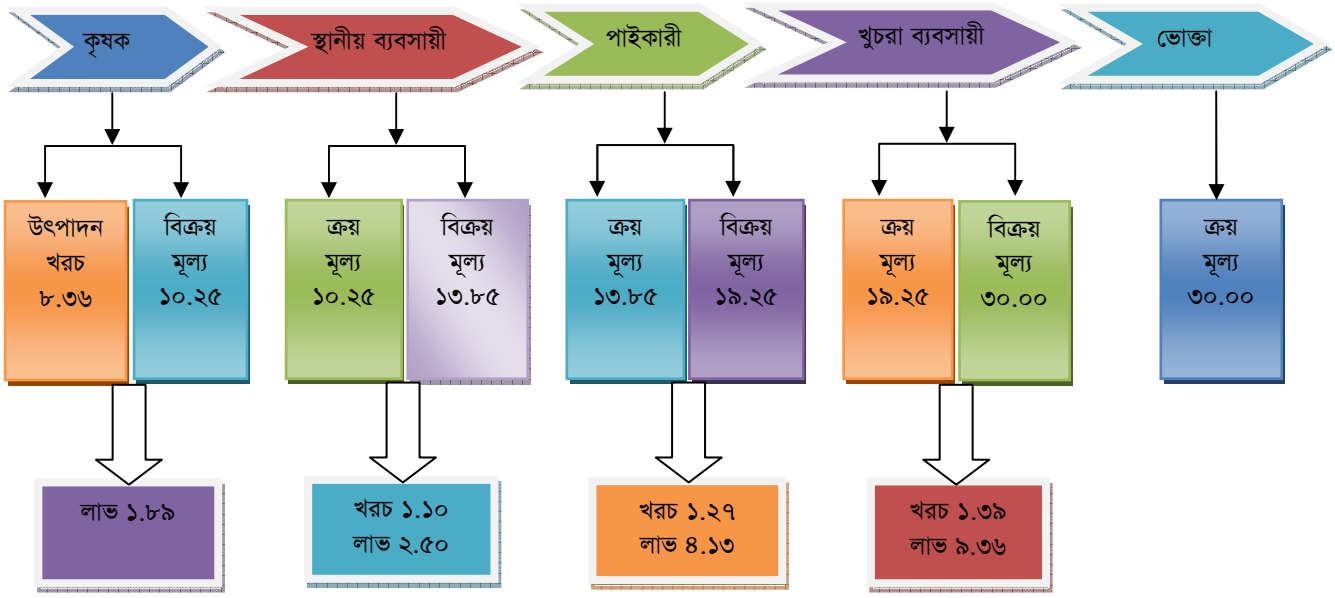

টমেটো ফসলের মূল্য বিস্তৃতি

প্রতি কেজি/টাকায়

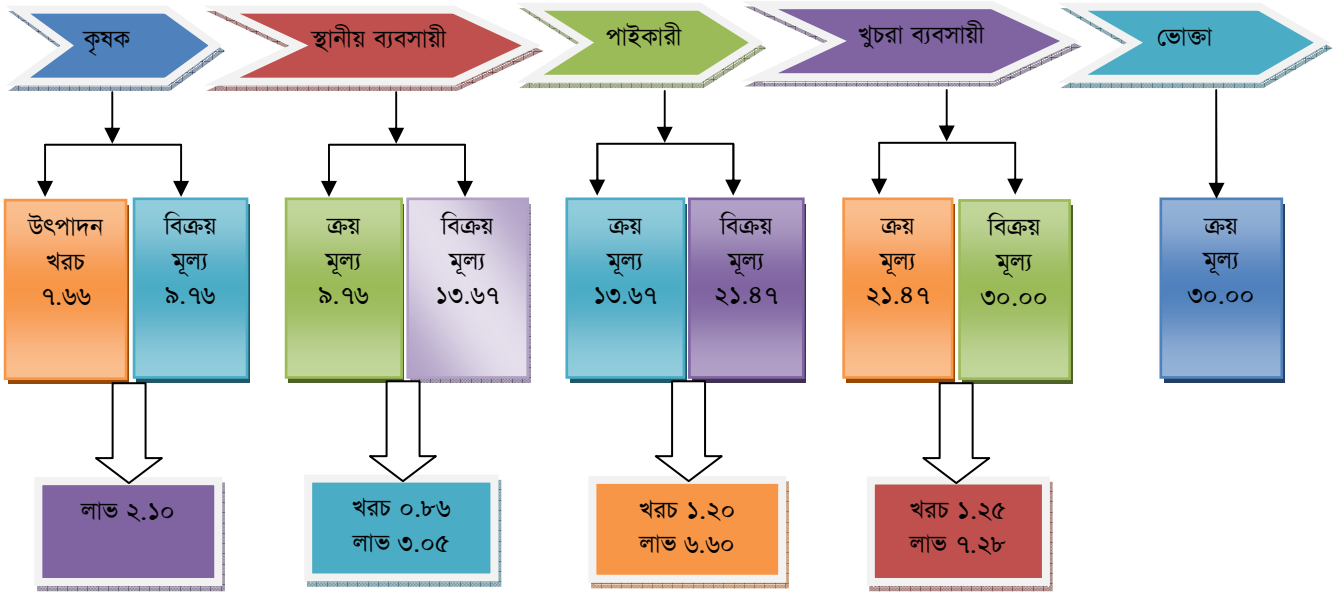

কৃষিপণ্যের বিদ্যমান মার্কেটিং চ্যানেল

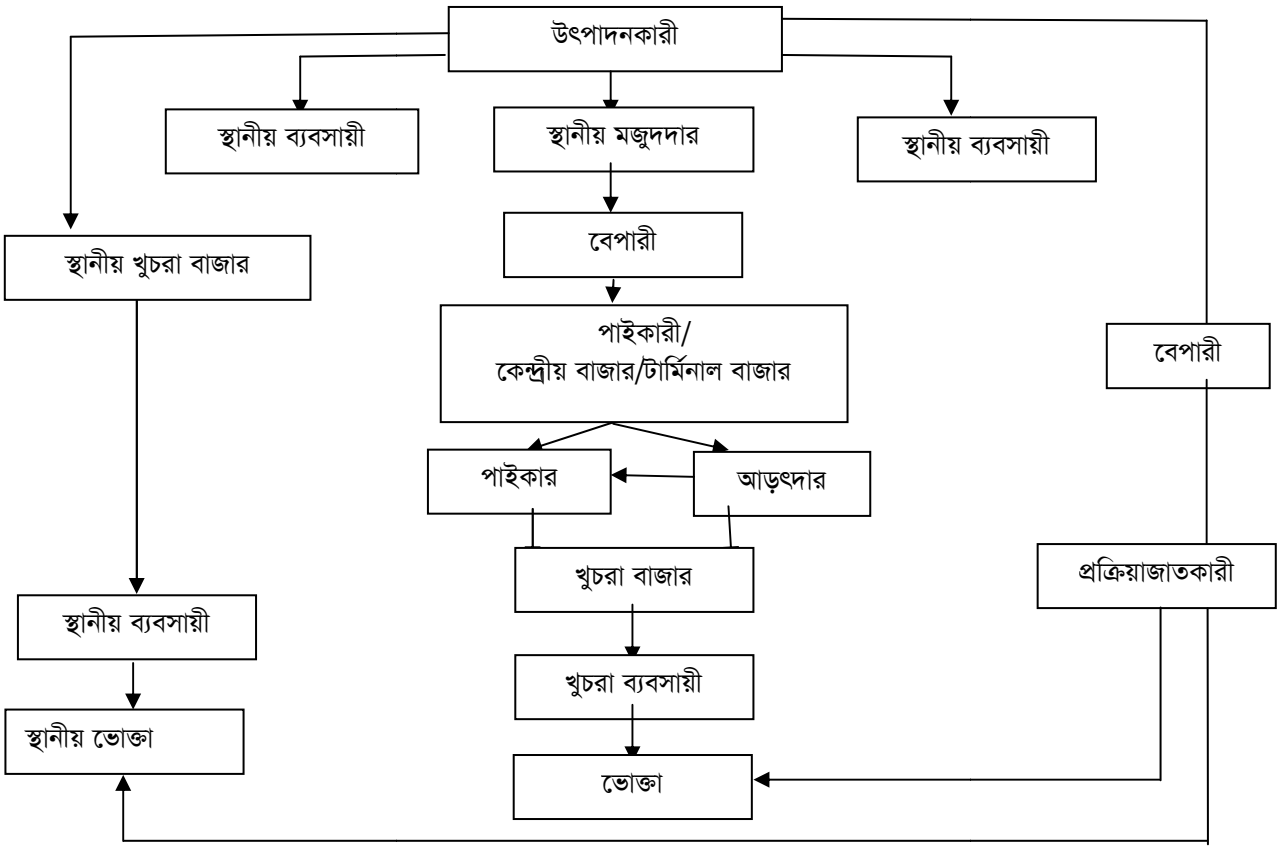

বিভিন্ন ধরণের ফসলের কর্তনোত্তর ক্ষতির পরিমান (শতকরা হারে)

ফসল	কর্তনোত্তর ক্ষতি(%)
দানাদার শস্য	১৫%
ফল ও সবজি	৩০%
তৈলবীজ ও ডাল	১২%
মসলা মরিচ	১০%
টমেটো	৩৫%
বেগুন	২৭%

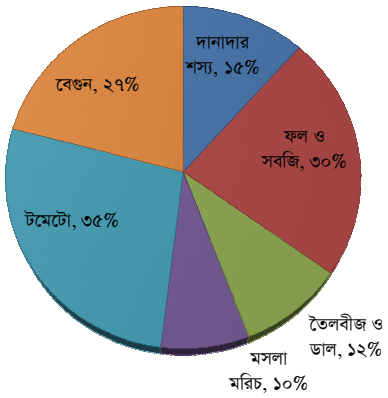

কলা, আলু, গম, কাঁঠাল, টমেটো, ভূট্টা ও আমের পণ্য প্রবাহ

মুখ্যপণ্য	পণ্য প্রবাহ (প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	উপযোগিতা
কলা	কাস্টার্ড, মিল্কশেইক, কেক, লাচ্ছি, চপ, প্যানকেক, পাউডার/আটা, জ্যাম, সস/টক, কলার ভিনেগার, পুরী, কলার পানীয়, রুটি, মিষ্টি, পাউরটি, লুচি, জুস, পাকোরা, রোল, চিপস, পিঠা।	হৃৎপিন্ডের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা করে, হাড়ের সুরক্ষায়, ডায়রিয়া চিকিৎসায়, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, অবসাদ দূর করে, দাঁত উজ্জল সাদা করে, মানসিক চাপ কমাতে, তাৎক্ষণিক শক্তি উৎপাদনে, ক্যান্সার প্রতিরোধক, চোখের সুরক্ষায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ধুমপান ইচ্ছা থেকে বিরত থাকতে, সকালের ঘুম ঘুম ভাব দূর করে, জ্বর কমাতে, পাইলস চিকিৎসায়, ত্বকের আর্দ্রতা বাড়াতে, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে, বয়সের ছাপ কমাতে, জুতা পরিস্কারক হিসাবে, ত্বকের মৃতকোষ দূর করতে, চর্মরোগ চিকিৎসায় ও আঁচিল দূরীকরণে, অনিদ্রা দূর করে।
আলু	তরকারি, চিপস, আলুর আটা, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চপ, দম, ভর্তা, পাকোরা, পরোটা, প্যানকেক, আলু ডোবা পিঠা, আলু পুরি, পোস্ত, রুটি, ক্রিস্পি আলুর সন্দেশ, সিঙ্গারা, কোরমা, স্যান্ডউইচ, আলুর মিনি চমচম, লুচি, আলুর বাদাম চপ, আলুর ডাল, আলু কিমা টিকিয়া, আলুর চাট, আলুর সালাদ, রসমালাই, আলুর সেমাই।	ত্বক পরিষ্কারক হিসেবে, ত্বক-এর রং উজ্জল করতে, আগুনে পোড়ার প্রাথমিক চিকিৎসায়, চোখের নিচে কালো দাগ দূর করতে, চুল কালো ও চুল পড়া রোধ করতে, ত্বকের তেল তেলে ভাব দূর করতে।
গম	আটা, ময়দা, সুজি, বার্লি, পেস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, ক্র্যাকার্স, ভাত, খিচুড়ি, কাপড়ের মাড়, বিস্কুট, নুডুলস, রুটি, পাউরুটি, রোল, মাফিন, পিঠা, লুচি, সেমাই, হালুয়া, বিয়ার, পঁচনশীল প্লাস্টিক পণ্য, কসমেটিকসের উপাদান, মাংসের প্রতিস্থাপক হিসাবে, পরোটা, ওষুধের কাঁচামাল, স্যান্ডউইচ, বার্গার, দানাদার খাদ্য, পাস্তা, গমের তুষ, গমের তুষের তেল, পশু খাদ্য, খই, বিভিন্ন স্বাদের বিস্কুট, মিষ্টি পাউরুটি, প্যানকেক, সুপ স্টিক, চানাচুর, কুকি, চিপস, চা-কফির প্রতিস্থাপক উৎপাদনে, এলকোহল তৈরীতে, ফ্যাটি এসিড উৎপাদনে।	ত্বক উজ্জ্বল ও ব্রন দূর করে, ত্বকের উপরের মৃত কোষ দূর করে, হজম শক্তি বৃদ্ধি করে, ডায়াবেটিকস ও ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, স্ট্রোকের ঝুকি হ্রাস করে, বয়সের চাপ কমাতে, ত্বক পরিস্কারক হিসেবে।
কাঁঠাল	কাঁচা কাঁঠালের সব্জি/তরকারি, ভর্তা, বার্গার, সাসলিক, পিৎজা, কাটলেট, সমুচা, নুডলস, সুপ, জুস, স্যান্ডউইচ, কাঁঠালের মাফিন, কাঁঠাল তরকারি, কাঁঠালের সত্ব, জ্যাম, জেলি, পিঠা, হালুয়া, আইসক্রিম, চিপস, আচার, কাঁঠাল বিচির ভর্তা, খিচুড়ি, তরকারি, বিচির হালুয়া, গরু মাংসে কাঁচা কাঁঠাল, কাঁচা কাঁঠালের মুরগী ভুনা, কাঁঠালের বিরিয়ানি, কোপ্তা, কাঁঠাল বিচির সন্দেশ, বিচির ডাল, কাঁচা কাঁঠালের কোরমা, কাবাব, পাঁপড়, জিলাপি, পুডিং, বড়া, চপ, রুটি, পায়েস, মোঘলাই, সালাদ, স্মুদি।	রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ভিটামিন ও খনিজের আধার, হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, হজম সমস্যায়, চুল পড়া রোধ ও নতুন চুল গজানো, শক্তি বর্ধক, ক্যান্সার চিকিৎসায়, কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধক, ত্বকের পোড়া ভাব দূর করে, হাড় গঠনে সহায়তা করে, ঠান্ডাজনিত ইনফেকশন মোকাবেলায়, রক্তে চিনির নিয়ন্ত্রণ, হাড় ক্ষয় রোধ করে, থাইরয়েড সমস্যায়, আলসার চিকিৎসায়, স্নায়ুতন্তের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে।
টমেটো	অর্থকরী ফসল, সবজি, সালাদ, আচার, কাসুন্দি, টমেটো পুরি, টমেটো পাউডার, তরকারী, ভর্তা, বাড়িতে বানানো সাধারণ সস, পাস্তা সস, রোস্টকৃত টমেটো, সুপ, জুস, জ্যাম, সালসা, ডেজার্ট।	রোদে পোড়াভাব দূর করে, ডার্ক সার্কেল ও রিংকেল দূর করে, ত্বক পরিস্কারক হিসাবে, পেটের মেদ কমাতে, ক্যান্সার ঝুঁকি কমায়, দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে, হজম সমস্যা দূর করে, ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে মুত্রনালীর ক্ষত চিকিৎসায়, হাড়ের গঠনে, শরীরের জ্বালাপোড়া কমাতে, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে, লিভারের সুরক্ষা করে, চুলের ভিটামিন ও নতুন চুল গজাতে, চুল পড়া রোধ করে, মাতৃকালীন সময়ে ভীষন উপকারী, সিগারেটের ধোঁয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব কমায়, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, স্তন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, মূত্রাশয় মলাশয়ের রোগ চিকিৎসায়, উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে, হজম সমস্যা দূর করে, মাথার ত্বক পরিস্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মুখ্যপণ্য	পণ্য প্রবাহ (প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্য)	উপযোগিতা
ভুট্টা	আটা, ময়দা, প্যাস্ট্রি, কেক, বিস্কুট, ক্রেকার্স, পাকোরা, ভুট্টার দুধ, তেল, পপকর্ন/খই, বিস্কুট, রুটি, পিঠা, বিয়ার, ওষুধের কাঁচামাল, দানাদার খাদ্য, চিপস, পরোটা, পুরি, সুপ, মিশ্রিত খাদ্য, খিচুরি, ভুট্টা, পোলাও, ভুট্টার অপরিণত মোচা অথবা দানা সিদ্ধ বা ভেজে, প্রতিষ্ঠানে স্টার্চ, অ্যাজবেস্টস বোর্ড, স্যান্ডউইচ, বার্গার, পাস্তা, চানাচুর গবাদিপশুর খাদ্য, প্রসাধন সামগ্রী, হরলিকস, কর্নফ্লেক্স, ভোজ্য তেল, এসিটিক এসিড, অ্যালকোহল, শিল্পজাত দ্রব্য, গোখাদ্য, হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য।	খনিজ ও ভিটামিনের উৎস, উচ্চমাত্রার আয়রণ ও ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পটাশিয়ামের আদর্শ উৎস, কোমরের হাড় ক্ষয়ে যাওয়া রোধ করে, ভিটামিন বি ১২, রক্তস্বল্পতা দূর করে, চুলের উজ্জ্বলতায়, ত্বক উজ্জলকারক, ক্যানসার প্রতিরোধক, হজম ক্ষমতা বাড়ায়, বাজে কোলস্টেরল নিয়ন্ত্রক, শক্তি বৃদ্ধি করে, হৃদ রোগের ঝুঁকি কমায়, কোষ্টকাঠিন্য দূর করে, পাকস্থলী এসিডিটি কমায়, ক্ষুধামন্দা দূর করে, ডায়াবেটিক নিয়ন্ত্রণ করে।
আম	জেলি, জুস, ললি, লাস্যি, আমের দই, কাষ্টার্ড, স্মুদি, কেক, ফিরনী, বরফি, পুডিং, সন্দেশ, আম পোলাও, আম ডাল, আম মাংস, আম সবজি, ম্যাংগো চিকেন লাজানিয়া, ম্যাংগো তন্দুরি চিকেন, মোরব্বা, আমসত্ব, আচার, চাটনি, আইসক্রিম, সস. হালুয়া, কাসুন্দি, আমের ম্যুজ।	ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, কোলোস্টেরল কমায়, ত্বক পরিস্কার করে, হজমে সহায়তা করে, হিট স্ট্রোক কমায়,হৃদ রোগের ঝুকি কমায়, উচ্চ রক্তচাপের ঝুকি কমায়।

মানচিত্রে
অধিদপ্তরের অবকাঠামো

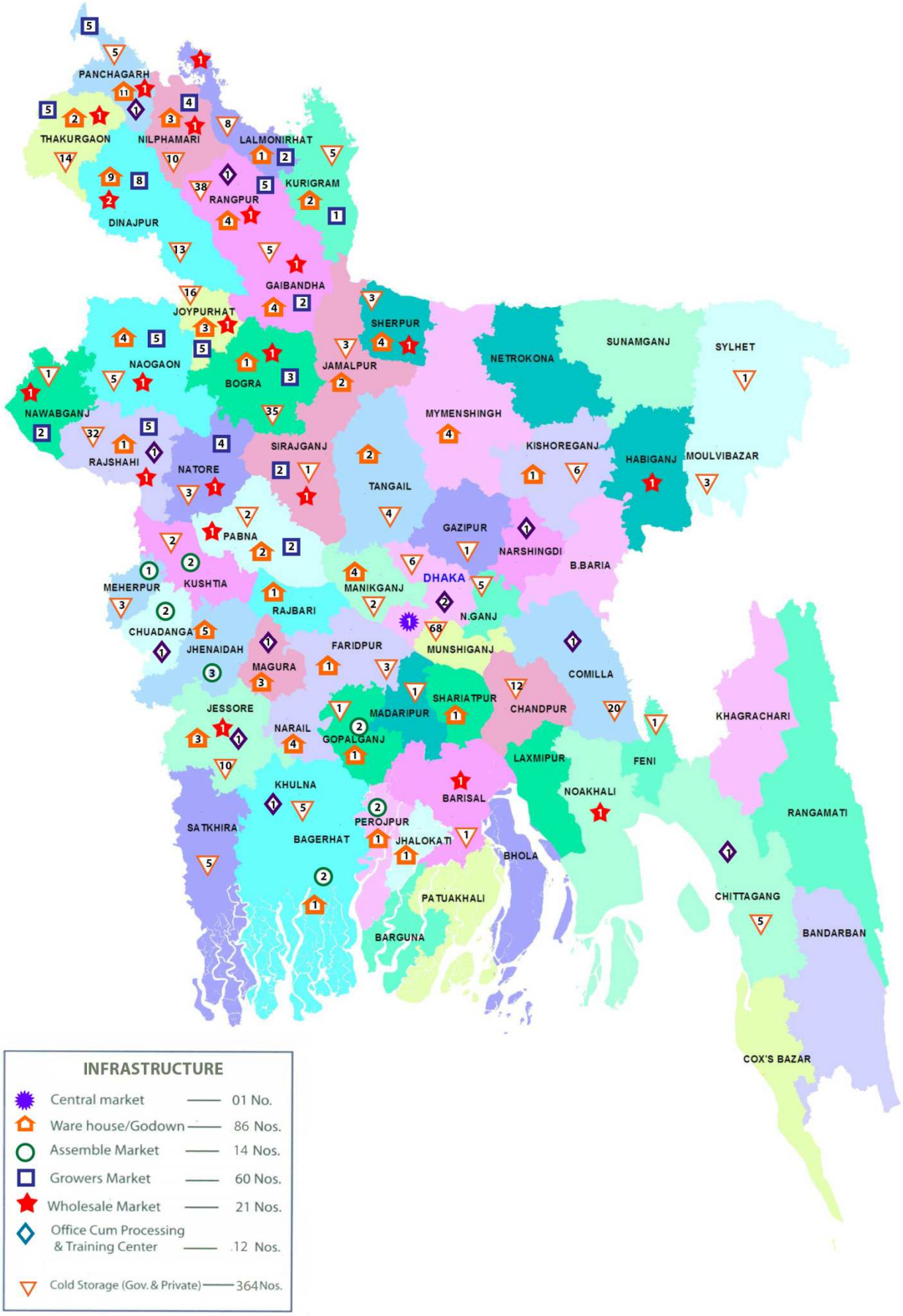
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
TANGAIL
GAZIPUR
PABNA
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
COMILLA
MAGURA
SHARIATPUR
CHANDPUR
JESSORE
MADARIPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
CHITTAGANG
PATUAKHALI
BANDARBAN
BARGUNA
COX'S BAZAR
INFRASTRUCTURE
Central market —— 01 No.
Ware house/Godown —— 86 Nos.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.
Office Cum Processing & Training Center —— 12 Nos.
Cold Storage (Gov. & Private) —— 364 Nos.

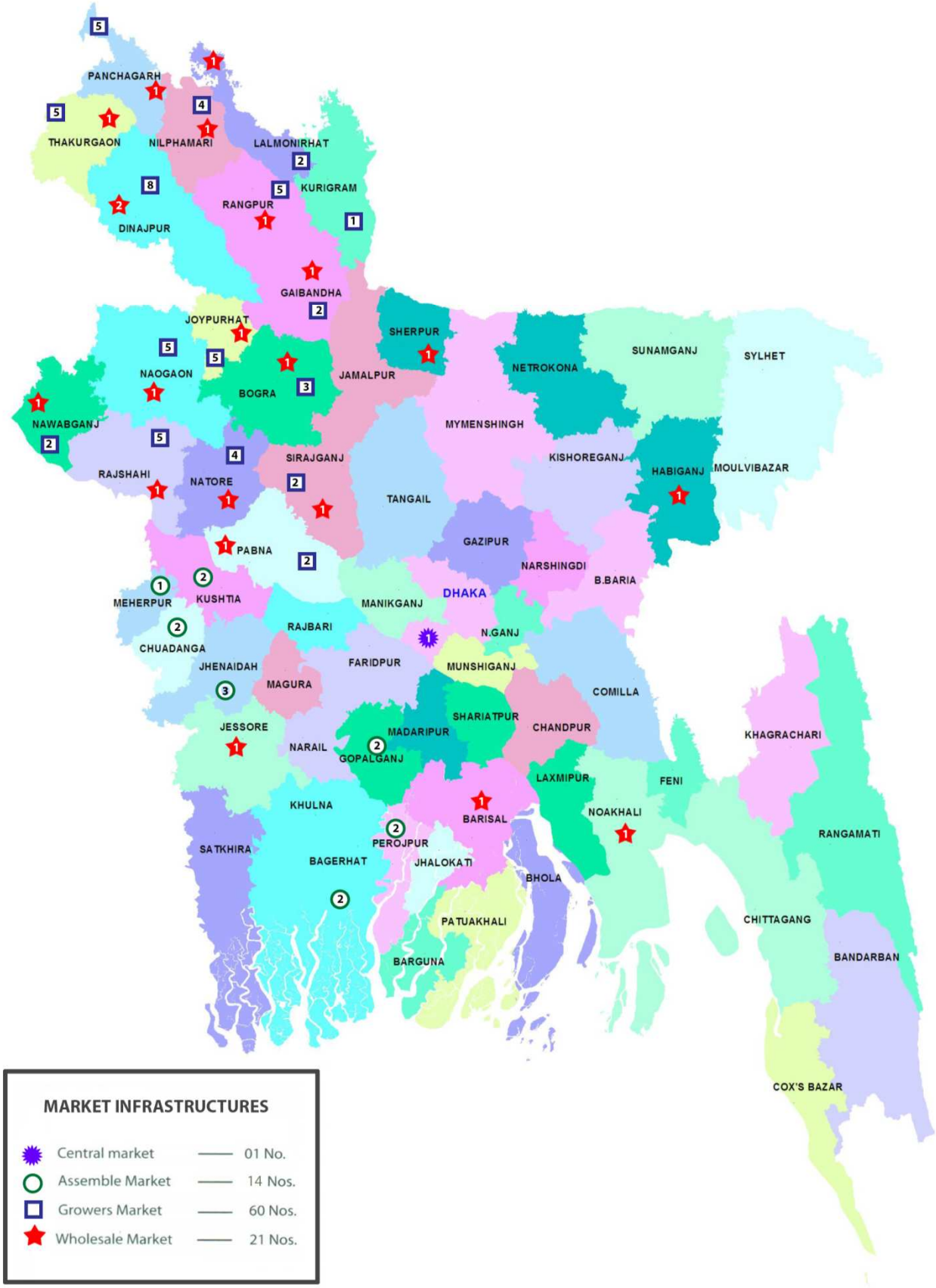
PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
RAJSHAHI
NATORE
SIRAJGANJ
TANGAIL
PABNA
GAZIPUR
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
BARISAL
NOAKHALI
RANGAMATI
SATKHIRA
PEROJPUR
BAGERHAT
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

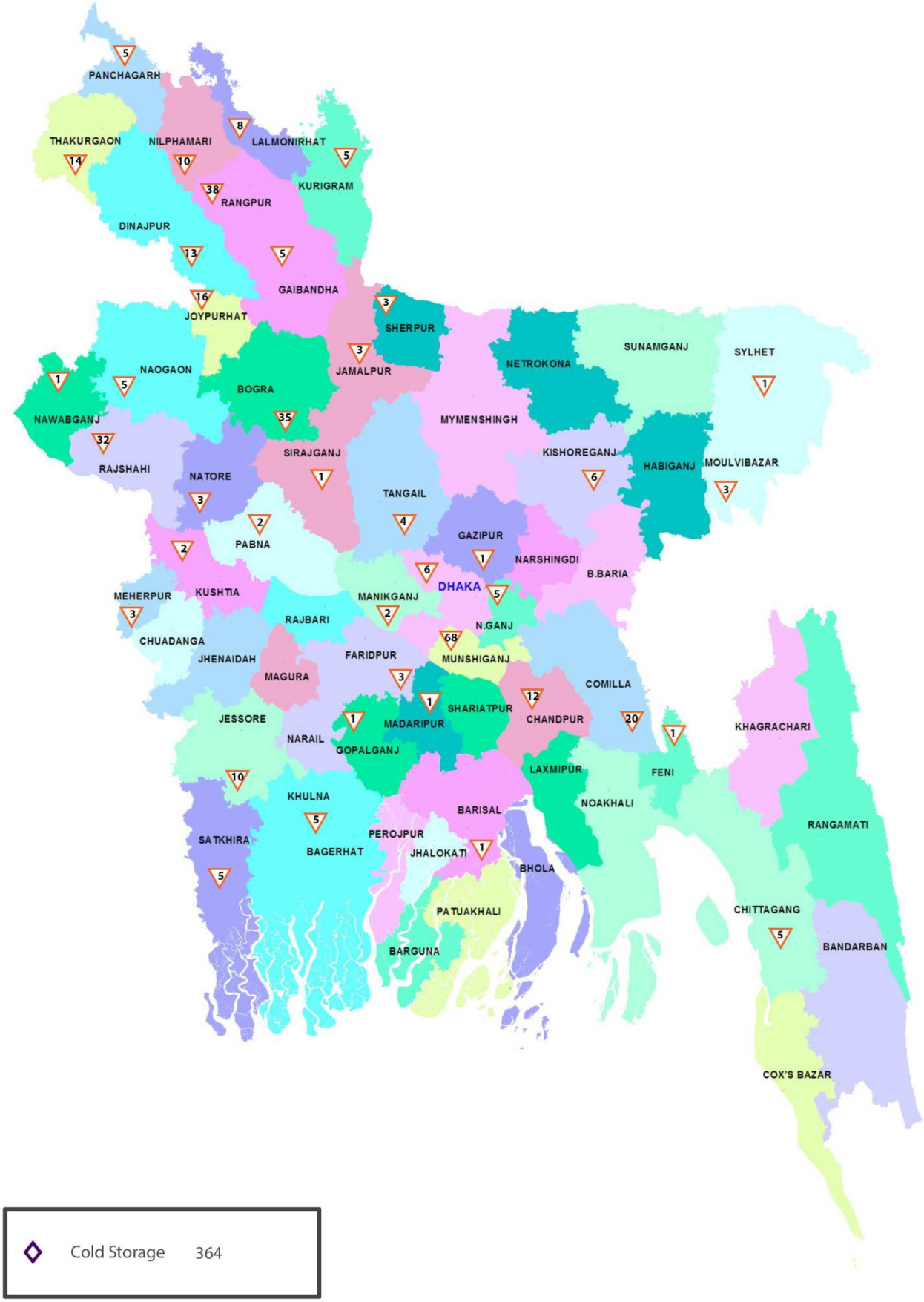
PANCHAGARH
5
THAKURGAON
14
NILPHAMARI
10
LALMONIRHAT
8
KURIGRAM
5
RANGPUR
38
DINAJPUR
13
GAIBANDHA
5
JOYPURHAT
16
SHERPUR
3
JAMALPUR
3
NAOGAON
5
BOGRA
35
NAWABGANJ
1
RAJSHAHI
32
SIRAJGANJ
1
NATORE
3
PABNA
2
KUSHTIA
2
MEHERPUR
3
CHUADANGA
JHENAIDAH
MAGURA
RAJBARI
TANGAIL
4
MANIKGANJ
2
DHAKA
6
GAZIPUR
1
NARSHINGDI
5
N.GANJ
68
MUNSHIGANJ
FARIDPUR
3
MYMENSHINGH
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
1
KISHOREGANJ
6
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
3
B.BARIA
COMILLA
12
CHANDPUR
20
1
KHAGRACHARI
SHARIATPUR
1
MADARIPUR
1
JESSORE
NARAIL
GOPALGANJ
10
KHULNA
5
SATKHIRA
5
BAGERHAT
PEROJPUR
JHALOKATI
1
BARISAL
LAXMIPUR
FENI
NOAKHALI
RANGAMATI
BHOLA
PATUAKHALI
BARGUNA
CHITTAGANG
5
BANDARBAN
COX'S BAZAR
Cold Storage 364

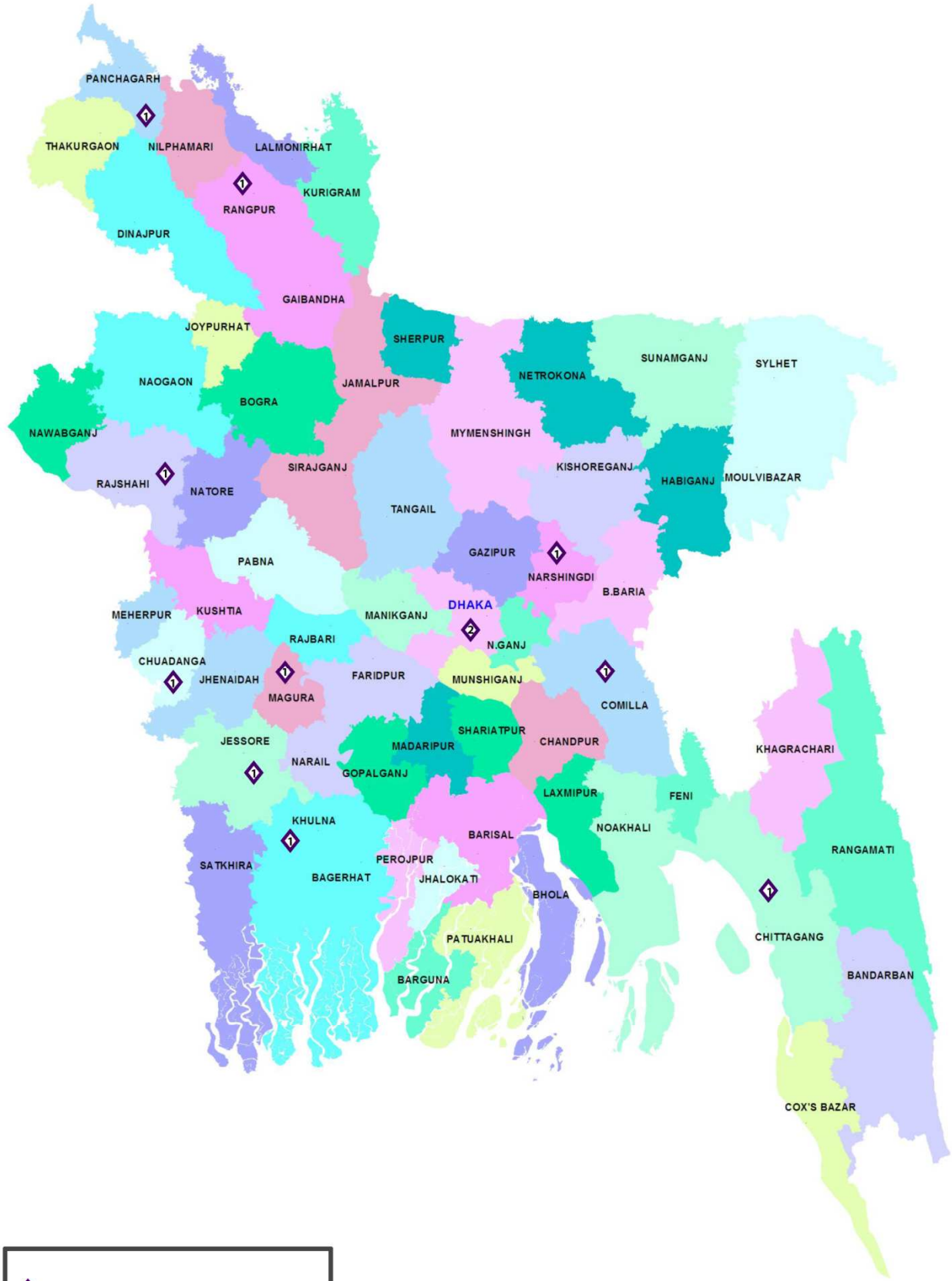

Office cum Processing & Training Center 12

PANCHAGARH
THAKURGAON
NILPHAMARI
LALMONIRHAT
KURIGRAM
RANGPUR
DINAJPUR
GAIBANDHA
JOYPURHAT
SHERPUR
NAOGAON
BOGRA
JAMALPUR
NETROKONA
SUNAMGANJ
SYLHET
NAWABGANJ
MYMENSHINGH
RAJSHAHI
SIRAJGANJ
KISHOREGANJ
HABIGANJ
MOULVIBAZAR
NATORE
TANGAIL
GAZIPUR
PABNA
NARSHINGDI
B.BARIA
MEHERPUR
KUSHTIA
MANIKGANJ
DHAKA
RAJBARI
N.GANJ
CHUADANGA
JHENAIDAH
FARIDPUR
MUNSHIGANJ
MAGURA
COMILLA
SHARIATPUR
JESSORE
MADARIPUR
CHANDPUR
KHAGRACHARI
NARAIL
GOPALGANJ
LAXMIPUR
FENI
KHULNA
NOAKHALI
BARISAL
RANGAMATI
SATKHIRA
BAGERHAT
PEROJPUR
JHALOKATI
BHOLA
PATUAKHALI
CHITTAGANG
BARGUNA
BANDARBAN
COX'S BAZAR
Warehouse/Godown ----- 86

Cold Storage 364

Office cum Processing & Training Center 12

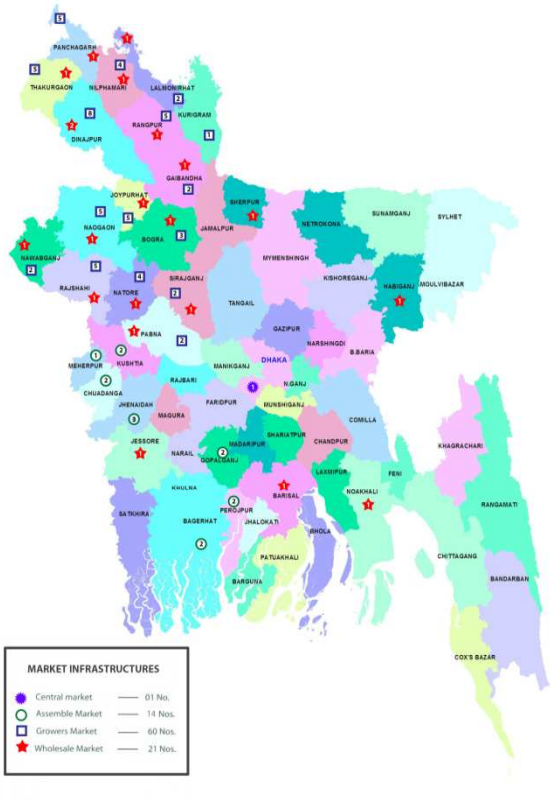
MARKET INFRASTRUCTURES
Central market —— 01 No.
Assemble Market —— 14 Nos.
Growers Market —— 60 Nos.
Wholesale Market —— 21 Nos.

ফটো গ্যালারী

ফ্রেশকাট কর্মসূচীর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

ফ্রেশকাট কর্মসূচীর আওতায় মোটিভেশনাল ট্যুর

ফ্রেশকাট কর্মসূচীর আওতায় উদ্যোক্তাদের কূল চেম্বারসমৃদ্ধ ভ্যান হস্তান্তর

ফ্রেশকাট কর্মসূচীর আওতায় প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের জুস বিক্রয়

ফ্রেশকাট কর্মসূচীর আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনে ফ্রেশকাট কর্মসূচীর আওতায় আনন্দ শোভা যাত্রা

ফ্রেশকাট শাক-সব্জি ও ফলমূল প্রক্রিয়াজাতকরণ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

জাতীয় সব্জি মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টলে মাননীয় কৃষি ও নৌপরিবন মন্ত্রী

জাতীয় ফল মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের স্টলে মাননীয় কৃষি ও মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ

জাতীয সব্জি মেলায় জিরো এনার্জি কুল চেম্বার

জাতীয় সব্জি মেলায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তৃতীয় স্থান অধিকারে পুরস্কার গ্রহণ

জাতীয় শোক দিবসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের শ্রদ্ধা নিবেদন

জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসের আলোচনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় অধিদপ্তরের আনন্দ মিছিল

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনে অধিদপ্তরের আনন্দ শোভাযাত্রা

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত এসেম্বল সেন্টারে কৃষকদের পান বিপণন

স্বল খরচে বসতবাড়ীতে নির্মিত আলুর সংরক্ষণাগার

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণাগার

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিং এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে বাজার মনিটরিং এ কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ

দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের সাথে অধিদপ্তরের মতবিনিময় সভা

অধিদপ্তরের ভিডিও কনফারেন্সে কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা "সচেতনা বৃদ্ধিমূলক সভা"

উত্তমকর্মচর্চার স্বীকৃতি সরূপ ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান

সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত প্রশিক্ষণে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় এসেম্বল সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি

সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদের সাথে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে সিলেট অঞ্চলের শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর

খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

www.dam.gov.bd